রওজা শরীফ জিয়ারত কি শির্ক বা কুফর ?

বিদআতী প্রচারণার পোষ্টমর্টেম

-ঃ লেখক ঃ-

মাওলানা মুহাম্মাদ এ.কে. আযাদ আল কাদেরী

সাং- বাবলা কমলপুর, পোঃ- মেহেরাপুর

থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদহ (প:ব:)

মোবাইল নং - ৮০০১৬০৫৫১৫

প্রকাশক

অক্ষর বিন্যাস ঃ- আব্দুল আজিজ

উৎসর্গ

এই গ্রন্থখানি আমীরুল মুমীনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নামে উৎসর্গ করলাম। ইমাম বুখারী বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদ সহ প্রায় ছয় লাখ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর নবীকূল সম্রাট সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রাওযায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে রাসূল পাকের সম্মতি লাভ করতেন। এভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে তাঁর সহীহ বুখারী সংকলনটি চূড়ান্ত করেন।
[তথ্যসূত্র ঃ- বুখারী শরীফ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ, মহাপরিচালকের কথা অধ্যায়]

অতি জরুরী কথা ঃ কেন এই গ্রন্থ রচনা ?

ইসলামের সোনালী যুগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা -শরীফ জিয়ারত মুমিনবর্গের নিকট পরম কাঙ্খিত আমল বলে বিবেচিত হত। কিন্তু যেদিন থেকে তুরস্কের উসমানিয়া খেলাফতের বিলপ্তি ঘটেছে এবং সোনার আরবে ইহুদি-খ্রীষ্টানদের এজেন্ট সাউদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেদিন থেকে অপপ্রচার আরম্ভ হয়েছে যে, রওজা-শরীফ জিয়ারত হোল ব্যক্তি পূজা শির্ক। এই চিন্তাধারা সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং উলেমায়ে ইসলামের অনুসৃত পথের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল কুরআন এবং সহীহ হাদীসে রওজা জিয়ারতের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে এবং মুসলিম উম্মাহ ১৪০০ বছর ধরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা-শরীফ জিয়ারত করে আসছেন। আল কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে উল্লেখিত রয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা-শরীফ জিয়ারত করা নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কোন হাদীস নেই যেখানে নির্দেশিত আছে যে, রওজা-শরীফ জিয়ারত করা নিষিদ্ধ। প্রমান সংগ্রহের জন্য শীর্ষ স্থানীয় সকল খারিজী স্কলারদের লেখা পড়লাম। নাসিরুদ্দিন আলবানীর লেখা পড়লাম। বিন বাজের লেখা পড়লাম। উসাইমানের লেখা পড়লাম। বিলাল ফিলিপ্স এর লেখা পড়লাম। আইনল বারীর লেখা পড়লাম। কিন্তু এই মর্মে একটিও প্রমান পেলাম না।

বিদআতী খারিজী হাদীস অস্বীকার কারীরা রওজা শরীফ জিয়ারতকে অবৈধ প্রমানিত করার জন্য একটি কাজ নিখুঁত ভাবে করে গেছেন। তা হল, খারেজী সুলভ প্রোপাগান্ডা। তাদের এই প্রোপাগান্ডা ত্রি-মূখী। প্রথমত: সরল প্রাণ মুসলিমগণকে ব্যক্তিপূজার জুজু প্রদর্শন। এটা সম্পূর্ণ হাস্যকর এবং কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত: একটি মূল্যবান হাদীসের বিকৃত এবং ভুল অর্থ প্রচার। হাদিসটি হল, ‘‘লা তাশাদ্দুর রিহাল ইল্লা ইলাস সালাসাতি মাসাজিদ।’’ এই হাদিসানুযায়ী, তিন মসজিদ ব্যতীত (অধিক সওয়াবের উদ্দেশ্যে) নামাজ পাঠ করার জন্য অন্য কোন মসজিদ অভিমুখে সফর নিষিদ্ধ। কিন্তু খারিজী হাদীস -

অস্বীকার কারীদের প্রোপাগান্ডা হল, ‘‘One should take on religius journey to only three mosques : the sacred mosque, my mosque and Al-Aqsa Mosque’’ অর্থাৎ তিন মসজিদ অভিমুখেই কেবল ধর্মীয় সফর করা বৈধ (তথ্যসূত্র ঃ হাজ, উমরাহ অ্যান্ড জিয়ারাহ ইন দা লাইট অফ কুরআন অ্যান্ড সুন্নাহ)। অথচ হাদীসের ‘টেক্সট’-এ ধর্মীয় শব্দটি ব্যবহৃতই হয়নি। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞানগণ এই বিকৃতি নস্যাৎ করেছেন। তৃতীয়ত, রওজা শরীফ জিয়ারত সংক্রান্ত সকল হাদিস জাল বলে ঘৃন্য প্রোপাগান্ডা চালানো। ঈমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সমেত হাদীস বিশেষজ্ঞগণ না কি এই হাদীস শরীফ গুলিকে জাল বলে ঘোষণা করেছেন। (তথ্যসূত্র ঃ হাজ উমরাহ জিয়ারাহ ইন দা লাইট অফ কুরআন অ্যান্ড সুন্নাহ)। লানাত খারিজী বিদআতীদের উপর। নির্জলা মিথ্যা বলতে এদের জিহ্বা কাঁপে না। ঈমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপরিল্লিখিত হাদীস এবং রওজা শরীফ জিয়ারত সম্পর্কে লিখেছেন,

> ‘‘লা তাশাদ্দুর রেহাল বলতে কেবল মসজিদ বোঝানো হয়েছে এবং এর অর্থ হল নামাজ পাঠ করার উদ্দেশ্যে (অধিক সওয়াব অর্জনের জন্য) তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ অভিমুখে সফর করা নিষিদ্ধ।’’

(তথ্যসূত্র ঃ ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসককালানী, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৬৫)
ঈমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরও লিখেছেন,

> ‘‘এবং এর দ্বারা ঐ লোকদের দাবী নস্যাৎ হয়ে গেল যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর শরীফ এবং অন্যান্য নেক বান্দাহগনের কবর অভিমুখে সফর করা নিষেধ।’’

(তথ্যসূত্র ঃ ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসককালানী, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৬৬)

আমি এই গ্রন্থে সংশিষ্ট হাদীস শরীফ সমূহ সর্ম্পকে গবেষকদের অভিমত সম্মনিত পাঠকদের সামনে ইন্-শা-আল্লাহ তুলে ধরব, যেন সম্মানিত পাঠকবর্গ উপলব্ধি করতে পারেন যে, ইমানের উৎস রিসালাত থেকে মুসলমানগণকে দূরে সরানোর লক্ষে সাম্রজ্যবাদী শক্তি, সাউদি রাজতন্ত্র এবং খারিজী বিদআতি অশুভ আঁতাত কি ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। পরিস্থিতি এমন মর্মন্তিক জায়গায় গিয়ে পৌছেছে যে খারিজী বিদআতীরা বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফকেও অবিশ্বস্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছে ! ক্লাসিকাল হাদীস বিশেষজ্ঞদের অভিমত পরিবেশন

করার পাশাপাশি খারিজী বিদয়াতীদের নিজেদের বরেন্য ঈমামদের স্বীকারোক্তি ও ইন-শা-আল্লাহ তুলে ধরব। সকলেই স্বীকার করেছেন যে রওজা শরীফ জিয়ারত একটি পবিত্র এবং বরকতময় কার্য। ইন-শা-আল্লাহ গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করার পর সত্যানু সন্ধানীগণ সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন, কোন পথ অনুসরনীয় ? সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত এবং আউলিয়ায়ে কেরামের না কি পেট্রো-ডলারে লালিত কলমচিদের!!!

আল্লাহ পাক আমাদেরকে খারিজী বিদআতীতের ফিৎনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

তারিখ
১২ ই জানুয়ারী, ২০১৩

দোয়াপ্রার্থী
মুহাম্মদ এ. কে. আজাদ আল কাদেরী
বাবলা, মালদহ

সূচীপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
অতি জরুরী কথা - কেন এই গ্রন্থ রচনা ?	
প্রথম পরিচ্ছদ - হাদীসের আলোকে মদিনা শরীফের মর্যাদা	**১-১৮**
ক। মদিনা শরীফও মক্কার ন্যায় ‘হারাম’ বা পবিত্র	- ১
খ। মদিনার সঙ্গে শুত্রুতা করার পরিনাম ভয়াবহ	- ২
গ। মদিনা সকল শহরের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ	- ৫
ঘ। মদিনা শরীফ মক্কার চেয়েও অধিক ফজিলতপূর্ণ	- ৬
ঙ। মদিনা শরীফ দাজ্জালের ফিৎনা থেকে নিরাপদ	৭
চ। মদিনা দারুশ শিফায় রূপান্তরিত হয়েছে মহানবীর আগমনের কারণে	- ৮
ছ। মদিনাকে তার পূর্ব নাম ইয়াসরেব বলে সম্বোধন করা নিষিদ্ধ	- ১০
জ। মদিনা রাহমাতের শহর	- ১২
ঝ। মদিনায় এবাদতের মর্যাদা অপরিসীম	- ১৪
ঞ। মসজিদে নববীতে ধারাবাহিক চল্লিশ দিন নামাজ পাঠের সওয়াব	- ১৬
ট। ইমান মদিনায় ফিরে আসবে	- ১৬
ঠ। মদিনায় মৃত্যুবরন করার পরম পুরষ্কার	- ১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছদ - রসূলুল্লাহর জিয়ারত বা দর্শনলাভ	**১৯-২৮**
ক। স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শনলাভ	- ১৯
খ। জাগ্রত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শনলাভ	- ২১
গ। জাগ্রত অবস্থায় মহানবীর দর্শন লাভ সম্পর্কে মনিষীগনের সাক্ষ্য	- ২২
ঘ। কট্টর বিরোধী স্কলার মুহিউদ্দিন খাঁনের স্বীকারোক্তি	- ২৬
তৃতীয় পরিচ্ছদ- রওজা শরীফ জিয়ারত সম্পর্কে খারিজীদের আপত্তি খন্ডন	**২৯-৩৯**
ক। “তিন মসজিদ ব্যতীত সফর নিষিদ্ধ” হাদীসের হাস্যকর ব্যাখ্যার খন্ডন	- ২৯
খ। একটি কূটিল প্রশ্নের উত্তর	- ৩৮
চতুর্থ পরিচ্ছদ - আল কুরআনের আলোকে রওজা শরীফ জিয়ারত	৪০-৪৮
ক। আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য গুনাহগার বান্দাকে মহানবীর দরবারে আসার নির্দেশ	- ৪০

সূচীপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
খ। এই নির্দেশ এখনও বহাল থাকা সম্পর্কে তফসীরকারদের সাক্ষ্য ও বিরোধীদের স্বীকারোক্তি	- ৪১
পঞ্চম পরিচ্ছদ - হাদীসের আলোকে রওজা শরীফ জিয়ারত	**৪১-৭৬**
ক। রসূলুল্লাহর কবর শরীফ জান্নাতের বাগান	- ৪৯
খ। রওজা শরীফ জিয়ারত কারীর জন্য শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি	- ৫১
গ। রওজা শরীফ জিয়ারত না করা সম্পর্কে সতর্কবানী	- ৫৬
ঘ। হযরত উমর রওজা শরীফের পার্শ্বে সমাহিত হওয়াকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতেন	- ৫৭
ঙ। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর রওজা শরীফ জিয়ারত	- ৫৮
চ। রওজা শরীফে এসে সাহাবী কর্তৃক মহানবীর নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা এবং সফল প্রাপ্তি	- ৫৯
ছ। দূর্ভিক্ষর হাত থেকে মুক্তির জন্য মা আয়েশা কর্তৃক রওজা শরীফকে ওসিলা করার নির্দেশ	- ৬৭
জ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রওজা জিয়ারত	- ৭৩
ঝ। হযরত আনাস বিন মালিকের রওজা জিয়ারত	- ৭৫
ঞ। হযরত জাবির এর রওজা জিয়ারত	- ৭৫
ট। হযরত বিলাল এর রওজা জিয়ারত	- ৭৫
ঠ। হযরত আবু আইউব আনসারীর রওজা জিয়ারত	- ৭৬
ড। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের রওজা জিয়ারত	- ৭৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছদ - রওজা শরীফ জিয়ারত পবিত্র আমল হওয়া সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত	৭৭
সপ্তম পরিচ্ছদ - রওজা শরীফ জিয়ারতের আদব	- ৮১
অষ্টম পরিচ্ছদ - রওজা শরীফ জিয়ারত সম্পর্কে বিরোধীদের স্বীকারোক্তি	- ৮৫

রওজা শরীফ জিয়ারত কি শির্ক বা কুফর ?

প্রথম পরিচ্ছদ

হাদীসের আলোকে মদিনা শরীফের মর্যাদা

মদীনা মুনাওয়ারা। সোনার মদীনা। মুমিন মুসলমানদের প্রাণ। এই সোনার শহরেই রয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফ। এই মহা মর্যাদাবান স্থানটি হল জান্নাতের বাগান। কত হতভাগা তারা, যারা এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকেন। সোনার মদিনা এবং হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোনার রওজার ফাজিলাত সম্পর্কে অজস্র সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। সম্মানিত পাঠকবর্গের সামনে কিছু হাদীস পরিবেশন করছি।

ক। মদীনা শরীফও মক্কার ন্যায় 'হারম' বা পবিত্র

হাদীস নম্বর ১ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম মক্কাকে 'হারম' বানিয়েছিলেন এবং মক্কার জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি মদিনাকে 'হারম' বানাচ্ছি যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাস মক্কাকে 'হারম' বানিয়েছিলেন এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লামের ন্যায় মদিনার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বরকতের দোয়া করছি।''

তথ্যসূত্র ঃ-১। সহীহ বুখারী, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৭৪৯, হাদীস নং - ২০২২
২। সহীহ মুসলিম, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৯৯১, হাদীস নং - ১৩৬০
৩। আহমাদ বিন হাম্বাল, মুসনাদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৪০
৪। তাহাবী, মাশকালাল আসার, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৯৭-৯৮
৫। বাইহাকী, আস সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১৯৭
৬। বাইহাকী, দালায়েলুল নাবুয়াহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫৬৯-৫৭০

হাদীস নম্বর ২ ঃ- হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম মক্কাকে 'হারম' ঘোষণা করেছিলেন এবং আমি মদিনাকে 'হারম' ঘোষণা করছি। তাই মদিনার কংকরময়য ভূমির মধ্যবর্তী স্থানের কোন বৃক্ষ যেন না কাটা হয় এবং কোন পশুও যেন শিকার না করা হয়।''

তথ্যসূত্র ঃ-১। সহীহ মুসলিম, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৯৯২, হাদীস নং - ১০৬২
২। নাসাঈ-আস সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৭৮, হাদীস নং -৪২৮৪
৩। আবুল ইয়ালা - আল মুসনাদ - খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং- ১১৩, হাদীস নং - ২১৫১
৪। বাইহাকী - আস সুনানুল কুবরা - খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১৯৮

হাদীস নম্বর ৩ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''হে আল্লাহ ! আমি মদিনাকে ঐ প্রকার 'হারম' ঘোষণা করছি যে প্রকার আপনি মক্কাকে 'হারম' ঘোষণা করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ-১। ইবনে আবি শাইবাহ, আল মুসান্নাফ, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ২৯৬, হাদীস নং - ৩৬২২৮
২। আবুল ইয়ালা - আল মুসনাদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৪০২, হাদীস নং - ২৫২৬

হাদীস নম্বর ৪ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''প্রত্যেক নবীরই কোনো না কোন 'হারম' আছে আর আমার 'হারম' হল মদিনা।''

তথ্যসূত্র ঃ-১। আহমাদ বিন হাম্বাল, মুসনাদ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩১৮
২। তাবারানী - আল মাজমাউল আওসাত, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং - ৩৫৬, হাদীস নং - ৬৬০৭
৩। দায়লামী - আল ফিরদৌস, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩৩৫, হাদীস নং ৫০০৭
৪। হায়শামী - মাজমাউল জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩০১

খ। মদিনার সঙ্গে শত্রুতা করার পরিনাম ভয়াবহ

হাদীস নম্বর ৫ ঃ- হযরত সায়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ''যে ব্যক্তি মদিনা বাসীদের ক্ষতি ও অনিষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে ফন্দি আঁটবে, সে অনিবার্যতঃ এরূপ ধ্বংস হবে যেরূপ লবন জলের মধ্যে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।''

তথ্যসূত্র ঃ-১। সহীহ মুসলীম, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০০৭, হাদীস নং ১৩৮৬
২। ইবনে মাজা, সুনান, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০৩৯, হাদীস নং ৩১১৪

তথ্যসূত্র ঃ- ৩। আহমাদ বিন হাম্বাল, মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৯৭, ৩০৯, ৩৫৭
৪। আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ২৬৪, হাদীস নং ১৭১৫৫, ১৭১৫৭
৫। ইবনে হিব্বান, সহীহ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৫৪, হাদীস নং ৩৭৩৭

হাদীস নম্বর ৬ ঃ- হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, ''এই সীমা ('আয়ের' নামক পাহাড়) থেকে ঐ সীমা ('ছত্তর' নামক পাহাড়) পর্যন্ত মদিনা হল 'হারম'। এই স্থানে কোন বৃক্ষ কাটা যাবে না এবং কোন অপরাধ সংঘটিত করা যাবে না। যে ব্যক্তি এখানে অপরাধ সংঘটিত করবে তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। সহীহ বুখারী, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬১, হাদীস নং ১৭৬৮
২। সহীহ মুসলীম, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৯৯৯, হাদীস নং ১৩৭১
৩। আহমাদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫২৬, হাদীস নং ১০৮১৬
৪। বাইহাকী, আস্ সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১৯৭, হাদীস নং ৯৭৩৯

হাদীস নম্বর ৭ ঃ- হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''মদিনায় লড়াই করার উদ্দেশ্যে কোন মানুষের জন্য অস্ত্র ধারন বৈধ নয়।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। আবু দাউদ, সুনান, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২১৬, হাদীস নং ২০৩৫
২। আহমেদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩৪৭, ৩৯৩

হাদীস নম্বর ৮ ঃ- হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি মদিনাবাসীকে আতঙ্কিত করবে, আল্লাহ পাক তাকে (কিয়ামতের দিনে) আতঙ্কিত করবেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। ইবনে হিব্বান, সহীহ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৫৫, হাদীস নং ৩৭৩৮
২। আহমাদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫৫, ৫৬
৩। নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৮৩, হাদীস নং ৪২৫৬
৪। আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ২৬৪
৫। তাবারানী-আল মুয়জামুল কাবীর, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ১৪৩, হাদীস নং ৬৬৩১

হাদীস নম্বর ৯ ঃ- হযরত ইবাদাহ বিন স্বমিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, " হে আল্লাহ ! যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদের উপর অত্যাচার করে অথবা ভীতি প্রদর্শন করে, তুমি তাকে ভীতি প্রদর্শন করো এবং তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাবর্গ এবং সকল লোকের লানাত বর্ষিত হউক। আল্লাহ পাক তার ফরজ আমলও কবুল করবেন না এবং নফল আমলও কবুল করবেন না।"

তথ্যসূত্র ঃ- ১। তাবারানী, আল মুয়জামুল কাবীর, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ১৪৪ হাদীস নং ৬৬৩৬

২। দায়লামী - আল ফিরদৌস, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৫০৫, হাদীস নং ২০৬৭

৩। মাকদাসী, আল আহদীমুল মুখতারাহ, খন্ড নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৩৩০, হাদীস নং ৩৩৯

৪। মানজারি, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৫২৩, হাদীস নং ১৮৯১।

হাদীস নম্বর ১০ ঃ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি এখানকার বৃক্ষছেদন করার সময় গ্রেফতার হলে, তার জিনিসপত্রের অধিকারী হবে গ্রেফতারকারী ব্যক্তি।"

তথ্যসূত্র ঃ- বাইহাকী, আস্ সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১৯৯

হাদীস নম্বর ১১ ঃ- "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত 'হারমে' পশু শিকার করছিল। হযরত সায়াদ বিন আক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যক্তির দ্রব্যাদি কেড়ে নিলেন। শিকারী অন্য ব্যক্তির গুলাম ছিল। শিকারী ব্যক্তির মালিক সায়াদ বিন আক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর নিকটে এসে তার গুলামের দ্রব্যাদি ফেরৎ চাইলেন। হযরত সায়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাকে 'হারম' এ রূপান্তরিত করেছেন এবং নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, এর পরিসীমার মধ্যে কাউকে শিকার করতে দেখলে তার জিনিসপত্র কেড়ে নিও, ঐ জিনিসপত্র তোমার অধিকার ভুক্ত হবে। আমি যে জিনিসগুলি নিজের নিয়ন্ত্রনে গ্রহন করেছি, এগুলো তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপহার বলেছেন। তাহলে এগুলো আমি ফিরিয়ে দিই কিভাবে ? হ্যাঁ, চাইলে আমি এগুলো মূল্য প্রদান করতে পারি।"

তথ্যসূত্র ঃ- সামহুদি, ওয়াফা-উল-ওয়াফা, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ১০৫, ১০৬

গ। মদিনা সকল শহরের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ

হাদীস নম্বর ১২ ঃ- হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে আমার প্রিয় শহর থেকে হিজরত করার নির্দেশ দান করেছেন। এখন এই শহরকেও আমার নিকট প্রশান্তিদায়ক করুন যা আপনার নিকট অধিক প্রিয়।"

তথ্যসূত্র ঃ- ১। হাকীম, আল মুসতাদরাক, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪, হাদীস নং ৪২৬১

২। শাওকানী, নাওলুল আওতার, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১০০

হাদীস নম্বর ১৩ ঃ- হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে প্রত্যাবর্তন কালে যখন মদীনার বস্তি দেখতে পেতেন তখন (মদিনার প্রতি ভালোবাসার কারনে) মদিনার দিকে স্বীয় যান বাহনকে দ্রুত পরিচালনা করতেন।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। সহীহ বুখারী, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৩৮, হাদীস নং ১৭০৮

২। তিরমিযি, আল জামেউস সহীহ, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৪৯৯, হাদীস নং ৩৪৪১

৩। আহমেদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৫৯

৪। আবুল ইয়ালা, মুসনাদ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৪৭৪, হাদীস নং ৩৮৮৩

৫। বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২৬০

হাদীস নম্বর ১৪ ঃ- আম্বীয়ায়ে কেরাম ঐ স্থানে ইন্তেকাল করেন, যে স্থান তাঁদের নিকট সর্বাধিক প্রিয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বলেন, " আমার কবরের জায়গা আমার নিকট পৃথিবীর সমস্ত জায়গার মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথা তিন বার বলেন।"

তথ্যসূত্র ঃ- ১। মালিক, আল মুয়াত্তা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৬২, হাদীস নং ৯৮৮

২। দায়লামী, আল ফিরদৌস, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৯৫, হাদীস নং ২৯৮

৩। সুয়ুতী, তানবীরুল হাওয়ালিক, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩০৭, হাদীস নং ৯৮৯

হাদীস নম্বর ১৫ ঃ- হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ পাক সকল নবীর মৃত্যুবরণ ঐ

জায়গায় ঘটান যে জায়গা তাঁর (নবীর) নিকট প্রিয়তম হয়।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। তিরমিযি, আল জামেউল সহীহ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৮, হাদীস ১০১৮

২। সুয়ুতি, মুসনাদ আবু বাক্কার সিদ্দিক, পৃষ্ঠা ১৮৬, হাদীস ৬০১

হাদীস নম্বর ১৬ ঃ- রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দাফন তাঁর পবিত্র শয্যার স্থানে করা হয়। হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, ''আল্লাহ তা'আলার নিকট সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ঐ জায়গার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন জায়গা নেই যেখানে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। ইবনে আবি শায়বাহ, আল মুসন্নাফ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৩৭০, হাদীস নং ৩২১০১

ঘ। মদিনা শরীফ মক্কার চেয়ে ও অধিক ফজিলতপূর্ণ

মদিনা মুনাওয়ারা সকল উৎকর্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যলাভের কারনে। এই কারনে সোনার মদিনা মক্কা শরীফের চেয়েও অধিক ফজিলতপূর্ণ এবং উত্তমতর।

হাদীস নম্বর ১৭ ঃ- হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, '' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''হে আল্লাহ ! আপনি মক্কাকে যতটা বরকত দান করেছেন, মদিনাকে তার চেয়ে দ্বিগুন বরকত দান করুন।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬৬, হাদীস নং ১৭৮৬

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৯৯৪, হাদীস নং ১৩৬৯।

হাদীস নম্বর ১৮ ঃ- হযরত রাফে বিন খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''মদিনা মক্কার চেয়ে অধিক উত্তম।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - আত তারীখুল কাবীর, খন্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১৬০, হাদীস নং ৪৭৬

২। তাবারানী - আল মুয়জামুল কাবীর, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা নং ২৮৮, হাদীস নং ৪৪৫০

৩। হায়শামি - মাজামাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৯

৪। মানাবি - ফায়দুল কাদীর, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৬৪

ঙ। মদিনা শরীফ দাজ্জালের ফিৎনা থেকে নিরাপদ

হাদীস নম্বর ১৯ ঃ- হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, ''রসূলুল্লাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''মদিনার রাস্তা সমূহের উপর ফেরেশতা নিয়োজিত রাখা আছে। এখানে দাজ্জাল এবং তাউন (অসুখ মহামারী) প্রবেশ করতে পারবে না।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৬৪, হাদীন নং ১৭৮১

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১০০৫, হাদীস নং ১৩৭৯

৩। আহমেদ বিন হাম্বল - মুসনাদ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৩৭, হাদীস নং ৭২৩৩

৪। মালিক - আল মুয়াত্তা, খন্ড ২, পৃষ্ঠা নং ৮৯২, হাদীস নং ১৫৮২

হাদীস নম্বর ২০ ঃ- হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, ''রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''মক্কা ও মদিনা ব্যতীত সকল শহরকে দাজ্জাল পদদলিত করবে। ঐ শহরদ্বয়ের সকল প্রবেশ পথে ফেরেশতা প্রহরারত থাকবে। মদিনার বাসিন্দাদেরকে তিনটি কম্পন লাগবে (অর্থাৎ ভূমিকম্প আবসে) যাতে আল্লাহ তায়ালা সকল কাফির ও মুনাফিকদেরকে এখান থেকে বহিঃষ্কার করে দিবেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা ৬৫৫, হাদীস ১৭৮২

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা ২২৬৫, হাদীস নং ২৯৪৩

৩। নাসাঈ - আস সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা ৪৮৫, হাদীস ৪২৭৪

৪। আহমাদ বিন হাম্বল - মুসনাদ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা ১৯১, হাদীস নং ১৩০০৯

৫। ইবনে হিব্বান - সহীহ, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ২১৪, হাদীস ৬৮০৩

৬। ইবনে আবি শায়বা - আল মুসন্নাফ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা নং ৪০৬, হাদীস নং ৩২৪২৮

হাদীস নম্বর ২১ ঃ- হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''দাজ্জাল মদিনা পর্যন্ত পৌছবে

এবং এই শহরে প্রবেশের চেষ্টা করবে। কিন্তু ফেরেশতা নির্দেশানুযায়ী এই শহরকে রক্ষা করবে। দাজ্জাল এই শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না এবং মহামারীও এই শহরে ইন-শা-আল্লাহ প্রবেশ করবে না।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৬০৯, হাদীস নং ৬৭১৫

২। তিরমিযি - জামেউস সহীহ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫১৪, হাদীস নং ২২৪২

৩। আহমাদ বিন হাম্বাল - মুসনাদ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ২০২

৪। ইবনে হিব্বান - মুসনাদ, খন্ড নং ১৫, পৃষ্ঠা ২১৫, হাদীস নং ৬৮০৪

৫। আবুল ইয়ালা, মুসনাদ, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা নং ৩৯০, হাদীস নং ৩০৫১

হাদীস নম্বর ২২ ঃ- হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''মদিনায় দাজ্জালের আতঙ্ক প্রবেশ করবে না। সেদিন মদিনায় সাতটি প্রবেশদ্বার হবে এবং প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে ফেরেস্তার অবস্থান করবে।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। সহীহ বুখারী, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬৪, হাদীস নং ১৭৮০

চ। মদিনা দারুশ শিফায় রূপান্তরিত হয়েছে মহানবীর আগমনের কারণে

সোনার মদিনা শান্তির শহর। নিরাপত্তার শহর। হৃদয়ের প্রশান্তি। ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লামের পদার্পনের পূর্বে মদিনা ছিল অসুখ-বিসুখের ঘর। এখানে আবহাওয়া ছিল দূষিত এবং অস্বাস্থ্যকর। প্লেগ আর জ্বর ছিল এখানকার নিত্য-সমস্যা। মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ''প্রথমে যখন মুসলমানগণ মদিনায় এসেছিলেন তখন মদিনা জ্বর, মহামারী ইত্যাদির স্থান ছিল। কারণ ইহার সংলগ্ন 'বোতহান' এলাকার জল দূষিত ছিল এবং মদিনার আবহাওয়াও দূষিত থাকত। অবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিসবাতের বরকতে এই অস্বাস্থ্যকর শহর রূপান্তরিত হল পরম স্বাস্থ্যকর ও শান্তির নীড়ে।

হাদীস নম্বর ২৩ ঃ- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাকে বরকতপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে এই দোয়া করেন, ''হে আল্লাহ ! আমাদের

অন্তরে মদিনার প্রতি ঐরূপ প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও যেরূপ প্রীতি ও ভালোবাসা মক্কার প্রতি ছিল। বরং আরও অধিক। হে আল্লাহ! আমাদের (মদিনার) উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বরকত দান কর এবং মদিনাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করে দাও এবং জ্বরের মহামারী মদিনা থেকে স্থানান্তরিত করে জোহফা বস্তিতে পাঠিয়ে দাও।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা - ৬৬৭, হাদীস নং ১৭৯০

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১০০৩, হাদীস নং ১৩৭৬

৩। ইমাম মালিক- মুয়াত্তা, খন্ড ২, পৃষ্ঠা নং ৮৯০

৪। আহমাদ বিন হাম্বাল - মুসনাদ, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৬

৫। ইবনে হিব্বান - সহীহ, খন্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪১, হাদীস নং ৩৭২৪

৬। হুমায়দি - আল মুসনাদ, খন্ড ১, পৃষ্টা ১০৯, হাদীস নং ২২৩

৭। ইবনে হিশাম - সিরাতুন নাবুবীয়া, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা ৫৫৮

হাদীস নম্বর ২৪ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক চিন্তাক্লিষ্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ় নারী মদিনা থেকে বহির্ভূত হয়ে 'জোহফা' বস্তি -তে গিয়ে পৌছল। এই স্বপেনর ব্যাখ্যা হল, মদিনার জ্বর 'জোহফা' স্থানান্তরিত হল।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী সহীহ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৫৮০, হাদীস নং ৬৬৩১

২। তিরমিযী - সুনান, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫৪১, হাদীস নং ২২৯০

৩। আহমাদ বিন হাম্বাল- মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০৭, ১১৭, ১৩৭

৪। দারেমী - সুনান, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৭৪

৫। ইবনে আবি শাইবাহ - আল মুসন্নাফ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ১৭৬, হাদীস নং ৩০৮৪৩

হাদীস নম্বর ২৫ ঃ- হযরত ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন প্রভাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন লোককে দেখতে পেলেন। মনে হল যে লোকটি তখনই মক্কা থেকে এল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি রাস্তায় কাউকে দেখেছ ?' লোকটি

উত্তর দিল যে, কোন ব্যক্তিকে দেখিনি, তবে একজন হতাশ-ক্লিষ্ট এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন নারীকে দেখেছি।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ''সে জ্বর ছিল। আজকের পর সে আর কখনও প্রত্যাবর্তন করবে না।'

তথ্যসূত্র ঃ- ১। যুরকানী - শারাহ আল মুয়াত্তা, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২৮৭।

হাদীস নম্বর ২৬ ঃ- মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন ব্যক্তিকে অসুস্থ বা আহত অবস্থায় দেখেতেন, তখন নিজের পবিত্র আঙ্গুল ভূমির উপরে রাখতেন (রেওয়ায়েতে উল্লেখিত আছে, হযরত সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইহা বর্ণনাকালে স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুলীয়দ্বয় মৃত্তিকার উপর রেখে তুলে নিতেন এবং বলতেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে স্বীয় আঙ্গুলী মৃত্তিকার উপরে রাখতেন।) এর পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের নিকট হাত তুলে দোয়া করতেন, ''আল্লাহর নামে আরম্ভ। আমাদের প্রভুর নির্দেশে আমাদের পৃথিবীর মৃত্তিকা আমাদের মধ্যেকার কোন কোন ব্যক্তির থুথুর সঙ্গে আমাদের অসুস্থ ব্যক্তিদের আরোগ্য দান করে।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২১৬৫, হাদীস নং ৫৪১৩

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১৭২৪, হাদীস নং ২১৯৪

৩। ইবনে মাজাহ - সুনান, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১১৬৩, হাদীস নং ৩৫২১

৪। আহমাদ বিন হাম্বাল - মুসনাদ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৯৩, হাদীস নং ২৪৬৬১

৫। আবু ইয়ালা - মুসনাদ, খন্ড নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৪০, হাদীস নং ৪৫৫০

৬। বাগাভী - শারহুস সুন্নাহ, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২২৪, হাদীস নং ১৪১৪

ছ। মদীনাকে তার পূর্ব নাম 'ইয়াসরেব' বলে সম্বোধন করা নিষিদ্ধ

ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হাযরাত ঈমাম আহমাদ রেযা রাহমাতুল্লাহ আলাইহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ''শারীয়াতে মদিনা শরীফকে 'ইয়াসরেব' বলে সম্বোধন করা কি বৈধ ?'' চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেযা রাহমাতুল্লাহ আলাইহ উত্তর প্রদান করেন যে, ''মদীনা তাইয়েবাকে ইয়াসরেব '' বলে সম্বোধন করা অবৈধ এবং নিষিদ্ধ। এরূপ বলা গুনাহ এবং যে এরূপ করে সে গুনাহগার।'' স্বীয় উত্তরের স্বপক্ষে ইমাম আহমেদ রেযা রাহমাতুল্লাহ আলাইহ একগুচ্ছ অকাট্য প্রমান পেশ করেন।

হাদীস নম্বর ২৭ ঃ- হযরত বুরা বিন আজিন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, বসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি মদিনাকে 'ইয়াসবের' বলে ডাকে তাকে তওবা করতে হবে। এ শহর হল পবিত্র।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। আহমাদ বিন হাম্বাল - মুসনাদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২৮৫

২। দায়লামি - আল ফিরদৌস, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৫৫৪, হাদীস নং ৫৭৩৫

৩। হাইশামি - মাজামাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩০০

৪। সুয়ুতি - তানবীরুল হাওয়ালেক, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২০২, হাদীস নং ১৫৭১

৫। যুরকানী - শারহুল যুয়াত্তা, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২৭৬

হাদীস নম্বর ২৮ ঃ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ''ইয়াকূলূনা ইয়াসরিব ওয়া হিয়াল মাদিনাহ'' অর্থাৎ 'তারা একে ইয়াসরিব বলে, কিন্তু এটা মদিনা।''

১। সহীহ বুখারী, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৫২

হাদীস নম্বর ২৯ ঃ- হযরত জাবির বিন সামরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ''নিশ্চয় মদিনার নাম ত্বা-বাহ রেখেছেন।''

১। সহীহ মুসলিম - কাদীমি কিতাবখানা, করাচী, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৪৫

২। আহমেদ বিন হাম্বাল - মুসনাদ, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৮৯

হাদীস নম্বর ৩০ ঃ- হযরত সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি এক বার 'ইয়াসরিব' বলল, সে যেন দশ বার মদিনা, মদিনা বলে।''

১। ইমাম বুখারী - আত্ তারিখুল কাবীর, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২১৭

হাদীস নম্বর ৩১ ঃ- হযরত আবদুর রাহমান বিন আবি ইয়ালা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি মদিনাকে তার পুরনো নাম ইয়াসরিব বলে ডাকল, যে যেন আল্লাহ পাকের নিকট তিনবার ক্ষমা চেয়ে নেই কারণ এই শহর পবিত্র। এ কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আরাইহি ওয়া সাল্লাম দুবার বলেছেন।’’

১। হিন্দী, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৬, হাদীস নং ২০

জারুরী ভাষ্য ঃ- মদিনার পূর্ব নাম ছিল ‘ইয়াসরিব’। ‘ইয়াসরিব’ এর অর্থ ছিল অসুখ-বিসুখ, মহামারী, ধ্বংস ইত্যাদি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে মদিনা অসুখ-বিসুখ এবং মহামারীর কেন্দ্রভূমি ছিল বটে, কিন্তু মহানবীর পদধূলি এবং দোয়ার বরকতে মদিনা চিরকালের জন্য অসুখ-বিসুখ-মহামারীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেল। তাই, মদিনা থেকে যেহেতু অসুখ-বিসুখ-মহামারী দূর হয়ে গেল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাকে ‘ইয়াসরিব’ নামে সম্বোধন করতে নিষেধ করে দিলেন এবং ‘ইয়াসরিব’ এর পরিবর্তে ‘ত্বা-বাহ’ বা ‘তয়বাহ’ নামে ডাকতে আদেশ প্রদান করলেন।

জ। মদীনা রাহমাতের শহর

হাদীস নম্বর ৩২ ঃ- হযরত সুফিয়ান ইবনে যুহাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, (এমন এক সময় আসবে যখন) ইয়ামেন দেশ মুসলমানদের করতলগত হবে এবং কিছু মদীনাবাসী (সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের আশায়) মদীনা ত্যাগ করে স্বীয় পরিবারবর্গ ও সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত বেগে ইয়ামেন ছুটে যাবে। কিন্তু মদিনা তাদের জন্য অতি-উত্তম, অতি-উত্তম। হায়, যদি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকত! এভাবে ইরাক মুসলমানদের করতগত হবে। তখন একদল লোক (সুখ-স্বাচ্ছন্দের আশায়) দ্রুতবেগে মদীনা ত্যাগ করে ইরাক চলে যাবে। কিন্তু মদীনা তাদের জন্য সর্বোত্তম। হায়, যদি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকত !

১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬৩, হাদীস নং ১৭৭৬

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০০৮, হাদীস নং ১৩৮৮

৩। মালিক - আল মুয়াত্তা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা ৮৮৭, হাদীস নং ১৫৭৩

৪। আবদুর রাজ্জাক - আল মুসান্নাফ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ২৬৫, হাদীস নং ১৭১৫৯

৫। ইবনে হিব্বান - সহীহ, খন্ড নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৬৩, হাদীস নং ৬৬৭৩।

হাদীস নম্বর ৩৩ ঃ- যখন মদীনা মুনাওয়ারায় ফল পাকতো তখন সাহাবায়ে কেরাম সর্বাগ্রে ঐ পাকা ফল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে পেশ করতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তোহফা গ্রহণ করতেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করতেন - ‘‘হে আল্লাহ ! আমাদের ফলসমূহে বরকত দান কর। মদীনায় বরকত দান কর। আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যে বরকত দান কর। হে আল্লাহ ! হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম তোমার বন্ধু এবং তোমার নবী ছিলেন। আমিও তোমার বান্দা এবং তোমার নবী। তিনি যেমন মক্কার জন্য দোয়া করেছিলেন, আমিও অনুরূপ বরং তার চেয়েও অধিক দ্বিগুন মদীনার জন্য দোয়া করছি।’’ রাবী বর্ণনা করেন যে, এই দোয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন শিশুকে ডেকে ঐ ফল দান করে দিতেন।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০০১, হাদীস নং ১৩৭৩

২। তিরমিজি - জামেউস সহীহ, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৫০৬, হাদীস নং ৩৪৫৪

৩। ইবনে মাজাহ - সুনান, খন্ড নং - ২, পৃষ্ঠা নং ১১০৫, হাদীস নং ৩৩২৯

৪। মালিক - মুয়াত্তা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৮৮৫, হাদীস নং ১৫৬৮

৫। ইবনে হিব্বান - সহীহ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৬২, হাদীস নং ৩৭৪৭

৬। বুখারী - আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১৩৩

হাদীস নম্বর ৩৪ ঃ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি মদীনায় বিপদ-আপদের সময় ধৈর্য্য ধারণ করে, আমি ঐ ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদান করব অথবা তার জন্য শাফায়াত করব।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০০৪, হাদীস নং ১৩৭৭

২। মালিক - মুয়াত্তা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৮৮৫, হাদীস নং ১৫৭৯

৩। আহমাদ বিন হাম্বাল - মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১১৩

৪। হুমাইদি - মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৯২, হাদীস নং ১১৬৭

৫। বাইহাকি - শুয়াবুল ইমান, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ১২৪, হাদীস নং ৯৭২১

হাদীস নম্বর ৩৫ ঃ- হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহন করল। দ্বিতীয় দিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীয় দীক্ষা ফেরৎ প্রদানের দাবি জানাল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। এরূপ তিনবার তার কথা প্রত্যাখ্যান হল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মদীনা কর্মকারের অগ্নি-চূলার ন্যায়। সে অসৎ লোককে বহিস্কৃত করে দেয় এবং সৎ লোকেরাই সেখানে থেকে যায়।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬৬, হাদীস নং ১৭৮৪
২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০০৬, হাদীস নং ১৩৮৩
৩। তিরমিজি - জামেউস সহীহ, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৭২০, হাদীস নং ৩৯২০
৪। আহমাদ বিন হাম্বল - মুসনাদ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩০৬, ৩০৭
৫। মালিক - মুয়াত্তা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৮৮৬, হাদীস নং ১৫৭০
৬। ইবনে হিব্বান - সহীহ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৫০, হাদীস নং ৩৭৩২
৭। আবু ইয়ালা - মুসনাদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২০, হাদীস নং ২০২৩

ঝ। মদীনায় এবাদতের অপরিসীমা মর্যাদা

হাদীস নম্বর ৩৬ ঃ- হযরত বিলাল বিন হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''মদিনায় রমজান অন্যান্য শহরের রমজানের চেয়ে হাজার গুন বেশী উত্তম এবং মদীনায় জুমা অন্য কোন শহরের জুমার চেয়ে হাজার গুন বেশী উত্তম।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। তাবারানী - আল মুয়জামুল কাবীর, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৭২, হাদীস নং ১১৪৪
২। দাইলামী - আল ফিরদৌস, খন্ড নং ২, পৃষ্টা নং ২৭৫, হাদীস নং ৩২৭৮
৩। মানজারী - আত্ তারগীব অত তারহীব, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৪১, হাদীস নং ১৮৩৭

হাদীস নম্বর ৩৭ ঃ- হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''আমার এই মসজিদে এক

ওয়াক্তের নামাজ পাঠ করা মসজিদে হারম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে পাঠ করা হাজার নামাজের চেয়ে উত্তম।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৯৮, হাদীস নং ১১৩৩
২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০১২, হাদীস নং ১৩৯৪
৩। নাসাঈ - সুনান, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১৫১, হাদীস নং ২৫৯৮
৪। তিরমিজি - জামেউস সহীহ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৫৭, হাদীস নং ৩২৫
৪। ইবনে মাজাহ - সুনান, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৮৫, হাদীস নং ১৪০৫

হাদীস নম্বর ৩৮ ঃ- হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''কোন ব্যক্তির স্বীয় গৃহে সম্পাদন করা নামাজ এর জন্য আছে একটি নামাজের সওয়াব। পাড়ার মসজিদে আছে পঁচিশটি নামাজের সওয়াব। জুমার মসজিদে আছে পঁচিশো নামাজের সওয়াব। মসজিদে আকসাতে আছে পঞ্চাশ হাজার নামাজের সওয়াব। অনুরূপ আমার মসজিদে সম্পাদন করা নামাজের জন্যও আছে পঞ্চাশ হাজার নামাজের সওয়াব এবং মসজিদে হারমে সম্পাদন করা নামাজের জন্য আছে এক লাখ নামাজের সমপরিমান সওয়াব।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। ইবনে মাজাহ - সুনান, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৫৩, হাদীস নং ১৪১৩
২। তাবারানী - আল মুয়জামুল ওয়াসেতা, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৭, হাদীস নং ৭০০৪
৩। দাইলামী - আল ফিরদৌস, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৩৯০, হাদীস নং ৩৭২৩
৪। মানজারী - আত তারগীব, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৪০, হাদীস নং ১৮৩৩

হাদীস নম্বর ৩৯ ঃ- হযরত হুনায়ফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি ওজু করে আমার মসজিদে নামাজ পাঠ করার উদ্দেশ্যে রওনা হল এবং আমার মসজিদে এসে নামাজ পাঠ করল সে হজের সমান সওয়াবের অধিকারী বলে বিবেচিত হবে।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। ইবনে মাজাহ - সুনান, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৫৩, হাদীস নং ১৪১৩
২। বুখারী - তারীখুল কাবীর, খন্ড নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৩৭৮, হাদীস নং ৩৩৮৯
৩। মানজারি - আত তারগীব, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৪২, হাদীস নং ১৮৪৩

ঞ। মসজিদে নববীতে ধারাবাহিক চল্লিশ দিন নামাজ পাঠের সওয়াব

হাদীস নম্বর ৪০ ঃ- হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি আমার মসজিদে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চল্লিশ (দিন) নামাজ পাঠ করবে তার জন্য (জাহান্নামের) আগুন, (আখেরাতের) শাস্তি এবং নিফাক থেকে মুক্তি লিখে দেওয়া হয়।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। আহমাদ বিন হাম্বাল - মুসনাদ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৫৫

২। তাবারানী - মুয়জামুল আওসাত, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৩২৫, হাদীস নং ৫৪৪৪

ট। ইমান মদিনায় ফিরে আসবে

হাদীস নম্বর ৪১ ঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘যেভাবে সাপ নিজস্ব গর্তে ঢুকে যায়, সেভাবে ইমানও নিশ্চয় মদীনায় ফিরে আসবে।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬৩, হাদীস নং ১৭৭৭

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা ১৩১, হাদীস নং ১৪৭

৩। ইবনে মাজাহ - সুনান, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০৩৮, হাদীস নং ৩১১১

৪। আহমাদ বিন হাম্বল - আল মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৮৫

৫। ইবনে হিব্বান - সহীহ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৪৬, হাদীস নং ৩৭২৮

হাদীস নম্বর ৪২ ঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘প্রারম্ভে ইসলাম যেরূপ গরীব ছিল শেষেও অনুরূপ গরীব হবে এবং অন্তিম যুগে ইসলাম দুই মসজিদে (কাবা এবং মসজিদে নবাবী) এরূপ ভাবে ফিরে আসবে যে ভাবে সাপ স্বীয় গর্তে ফিরে আসে।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ১৩১, হাদীস নং ১৪৬

২। আহমাদ বিন হাম্বল - মুসনাদ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ১৮৪

৩। আবু ইয়ালাহ - মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৯৯, হাদীস নং ৭৫৬

৪। বাইহাকী - দালায়েলুল নাবুয়াহ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২২০

ঠ। মদীনায় মৃত্যুবরন করার পরম পুরস্কার

হাদীস নম্বর ৪৩ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘‘যে ব্যক্তির পক্ষে মদীনায় মৃত্যুবরন করা সম্ভব, তার মদীনাতেই মৃত্যুবরন করার সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত কারন যার মৃত্যু-রবন মদীনায় ঘটবে আমি তার জন্য শাফায়াত করব।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। তিরমিযী - জামেউস সহীহ, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৭১৯, হাদীস নং ৩৯১৭

২। ইবনে মাজাহ - সুনান, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০৩৯, হাদীস নং ৩১১৬

৩। আহমাদ বিন হাম্বল - মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০৪

৪। ইবনে হিব্বান - সহীহ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৫৭, হাদীস নং ৩৭৪১

৫। ইবনে আবি শাইবাহ - মুসান্নাফ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৪০৫, হাদীস নং ৩২৪২১

হাদীস নম্বর ৪৪ ঃ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তির পক্ষে মদীনায় এসে মৃত্যুবরন করা সম্ভব সে যেন মদীনায় এসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরন করে, আমি অবশ্যই কিয়ামতের দিন তার ইমানের সাক্ষ্য প্রদান করব অথবা তার জন্য শাফায়াত করব।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। নাসাঈ - সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৮৮, হাদীস নং ৪২৮৫

২। ইবনে হিব্বান - সহীহ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৫৮, হাদীস নং ৩৭৪২

৩। বাইহাকী - শুয়াবুল ইমান, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯৭, হাদীস নং ৪১৮৫

৪। তাবারানী - আল মুয়জামুল কাবীর, খন্ড নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ৩৩১, হাদীস নং ৮২৬

হাদীস নম্বর ৪৫ ঃ- উম্মুল মুমীনীন হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা খলিফা হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই দোয়া করেন, ‘‘হে আল্লাহ তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ আমাকে দান কর এবং আমার মৃত্যু তোমার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহরে (পবিত্র মদিনায়) অনুষ্ঠিত কর।

তথ্যসূত্র ঃ- সহীহ বুখারী - হাদীস নং ৯৭০, বাংলা ইসলামিক অ্যাকাডেমী, দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারী বাংলা অনুবাদ অনুযায়ী।

জরুরী ভাষ্য ঃ- হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেছিলেন। তিনি পবিত্র মদীনায় আল্লাহর রসূলের মসজিদের ভেতর মেহরাবের মধ্যে নামাজ পাঠরত অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আরাম কক্ষে স্থানলাভের তাঁর লালিত আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছিল।

সম্মানিত পাঠক ! হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যে আকাঙ্খা পোষন করতেন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং আউলিয়ায়ে কেরামও অনুরূপ আকাঙ্খা পোষন করতেন। সম্মানিত পাঠক ! আসুন, সোনার মদীনাকে সালাম প্রেরন করি ঃ-

হে সোনার মদীনা ! সোনার নবীর শহর।
মহান আল্লাহর রাহমাতের শহর !
শান্তির রাজধানী !
তোমার মাটিতেই বিশ্রাম নিচ্ছেন
শাফায়াতের কান্ডারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম !
তোমর মর্যাদাকে সালাম !
তোমার পবিত্রতাকে সালাম !
তোমার ঘর - বাড়ি ও বাসিন্দাদেরকে সালাম !
তোমার দরিদ্র ও দুর্বলদেরকে সালাম !
তোমার রাস্তায় রাস্তায় ক্রীড়ারত শিশুদেরকে সালাম !
তোমার কোলে মৃত্যুবরন কারী মুমিনগণকে সালাম !
হে জান্নাতের বাগানের শহর !
তোমার জিয়ারত কারীগণকে সালাম !
তোমার জিয়ারতের আকাঙ্খা - কারীদের সালাম !
তোমার পবিত্র আবহাওয়াকে সালাম !
তোমার চতুঃসীমায় প্রবাহিত বাতাসকে সালাম !
তোমার মাঠ - প্রান্তর, ধূলিকানা ও কাঁকরকে সালাম !
হে অনন্য শহর !
তোমার প্রেমিকদেরকে সালাম !

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত বা দর্শণলাভ

ইমানের নিউক্লিয়াস হল রসূল-প্রেম। তাই মুমিন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভের জন্য পিপাসার্ত থাকেন। সাহাবায়ে কেরামের অনন্য মর্যাদার কারণ তো ইহাই যে, তাঁরা মহানবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাক্ষুষ দর্শণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাবেঈগণ মহান মর্যাদার অধিকারী এ কারনেই যে, তাঁরা মহানবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন কারীদের দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাবে তাবেঈগণ বিপুল মর্যাদার অধিকারী এ কারনেই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাবর্গের দর্শনকারীদেরকে দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মোদ্দা কথা হল, আল্লাহ পাকের নিকট গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি হল, তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্কের নিবিড়তা। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পরেও প্রত্যেক মুমিনের চির-লালিত আকাঙ্খা থাকে তাঁর যিয়ারতের বা দর্শন লাভের।

কুরআন ও হাদীস বিশেষজ্ঞ মনিষীগণের মতে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত তিনভাবে হতে পারে -

ক। স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ।
খ। জাগ্রত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ।
গ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফের যিয়ারত।

ক। স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ

হাদীস নম্বর ৪৬ ঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১১৯৮, হাদীস নং ৩১১৮
২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১৭৭২, হাদীস নং ২২৬১
৩। নাসাঈ সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২২৩-২২৫, হাদীস নং ১০৭৩২, ১০৭৩৪

৪। মালিক - মুয়াত্তা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৯৫৭, হাদীস নং ১৭১৬

৫। আহমাদ বিন হাম্বাল - মুসনাদ, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৩০০

৬। দারেমী - সুনান, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৬৭, হাদীস নং ২১৪১

হাদীস নম্বর ৪৭ ঃ- নেক স্বপ্নের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''নেক স্বপ্ন নবওয়াতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৫৬৪, হাদীস নং ৬৫৮৮

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১৭৭৪, হাদীস নং ২২৬৩

৩। আহমাদ বিন হাম্বল - মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৬৯

৪। হাইশামি - মাজামাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ১৭২

হাদীস নম্বর ৪৮ ঃ- হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুওয়াতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৫৬৩, হাদীস নং ৬৫৮৬

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১৭৭৪, হাদীস নং ২২৬৩

হাদীস নম্বর ৪৯ ঃ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দর্শন প্রাপ্তির সত্যতা সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমার দর্শন লাভ করল সে প্রকৃতই আমাকে দর্শন করল কারণ শয়তান আমার রূপ ধারন করতে পারে না।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৫৬৮, হাদীস নং ৬৫৯৩

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১৭৭৫, হাদীস নং ২২৬৬

৩। তিরমিযী - জামেউস সহীহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১২১, হাদীস নং ২২৭৬

৪। ইবনে মাজাহ - সুনান, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪১, হাদীস নং ৩৯০৫

৫। আহমাদ বিন হাম্বল - মুসনাদ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা নং ২৭৯, ৩৭৫, ৪৪০, ৪৫০

হাদীস নম্বর ৫০ ঃ- হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল সে যথাযথ আমাকে দেখল কারণ শয়তান আমার রূপ ধারন করতে পারে না।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১৭৭২, হাদীস নং ২২৬২

২। আহমাদ বিন হাম্বল - মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪১০, ৪২৫, ৪৬৯, ৪৭২

হাদীস নম্বর ৫১ ঃ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি আমাকে দেখল সে যথার্থই আমাকে দেখল, কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারন করতে পারে না।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৫৬৮, হাদীস নং ৬৫৯৬

হাদীস নম্বর ৫২ ঃ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমার দর্শন লাভ করল, সে কখনও (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করবে না।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। কানজুল আমাল, খন্ড নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৩৮৩।

হাদীস নম্বর ৫৩ ঃ- হযরত সাইদ বিন মিসরাহ, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''অবশ্যই ঐ ব্যক্তি নরকে প্রবেশ করবে না যে আমাকে স্বপ্নে দেখল।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। ইবনে হাজার আসকালীন - লিসানুল মিজান, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৫।

২। জাহাবী - মীজানুল ইতিদাল, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৫।

৩। হিন্দী - কানজুল আমাল, খন্ড নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৩৮৪।

খ। জাগ্রত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ

স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন - প্রাপ্তি যেমন সত্য, তেমনি জাগ্রত অবস্থায় তাঁর সাক্ষাত প্রাপ্তিও সত্য। বহু মনিষী জাগ্রত

অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন প্রাপ্তির সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এ সম্পর্কে প্রমান্য দলীল রয়েছে।

হাদীস নম্বর ৫৪ ঃ- হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, শীঘ্রই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে এবং শয়তান আমার আকার ধারন করতে পারে না।'

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৫৬৭, হাদীস নং ৬৫৯২।

২। মুসলিম - সহীহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১৭৭৫, হাদীস নং ২২৬৬।

৩। ইবনে মাজাহ - সুনান, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪১, হাদীস নং ৩৯০৪।

৪। আহমাদ বিন হাম্বল - মুসনাদ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪০০।

৫। বাজ্জার - মুসনাদ, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ২০১, হাদীস নং ২৭৭৩।

গ। জাগ্রত অবস্থায় মহানবীর দর্শন লাভ সম্পর্কে মনিষীগনের সাক্ষ্য

১। শাইখ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ -র সাক্ষ্য ঃ- মুসলিম বিশ্বে অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হলেন শাইখ আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ। বিরোধীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম ইবনে তাইমিয়াও তাঁকে নিজের 'শিক্ষক' বলে সম্বোধন করেছেন। (তথ্যসূত্র - মাজামা ফাতাওয়া - ইবনে তাইমিয়া।) জাগ্রত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ সম্পর্কে সাইয়িদি শাইখ আবদুল কাদির জ্বিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেছেন -

''আমি জোহর নামাজের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন প্রাপ্ত হলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার পুত্র ! তুমি কথা বল না কেন ? আমি বললাম, হে আব্বাজান ! আমি অনারব। তাই বাগদাদের স্কলারবর্গের সামনে কিভাবে মুখ খুলি ?' রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন, 'নিজের মুখ খোল'। আমি স্বীয় মুখ খুললাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতবার আমার মুখে নিজের পবিত্র থুথু লাগালেন এবং বললেল, ''এখন থেকে লোকজনের সামনে ভাষন দান কর এবং হিকমত ও সদুপোদেশ দ্বারা তাদেরকে আল্লাহর রাস্তার দিকে

আহ্বান কর। এরপর আমি জোহর নামাজ পাঠ করলাম।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। জালালুদ্দিন সুয়ূতি - আল হাবিল ফাতাওয়া, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৪৩।

২। শাইখ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ-র আরও সাক্ষ্য ঃ- সাইয়িদি শাইখ আবদুল কাদির জিলানী রাহিমাতুল্লাহি আলাইহ আরও বলেন, ''আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত ততক্ষন পর্যন্ত নিই নি, যে পর্যন্ত না রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিবাহ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। শাইখ সাহাবুদ্দিন সোহরওয়াদি - আওয়ারিফুল মাআরিফ।

৩। সাইয়িদি শাইখ আবদুল কাদির জিলানীর সাক্ষ্য সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় বিরোধী স্কলারের স্বীকারোক্তি ঃ- জাগ্রত অবস্থায় শাইখ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ কর্তৃক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দর্শন লাভ সম্পর্কে বিরোধীদের শীর্ষস্থানীয় স্কলার মুহিউদ্দীন খাঁন লিখেছেন,

''বাহজাতুল - আসরার নামক কিতাবের লেখক শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে ইউসুফ শাফেয়ীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহ শায়খ এবং হযরত গাউসুল আজাম শাইখ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ এর মধ্যে কালের ব্যবধান খুবই সামান্য।'' তিনি শায়খ আবদুল্লাহ আজাহারী হুসাইনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে বর্ণনা করেন, আমি হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহ) একটা মজলিসে উপস্থিত ছিলাম।

অন্তত দশ হাজার লোক নিবিষ্ট মনে তাঁর ওয়াজ শ্রবন করছিল। শায়খের ঠিক সামনেই বসে ছিলেন শায়খ আলী ইবনে হাইতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ। এই স্থানটিই তাঁর বসার জন্য নির্ধারিত ছিল। এক সময় দেখা গেল, শায়খ আলী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।

তন্দ্রাচ্ছন্ন শায়খ আলীর ওপর দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই শায়খ জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বলেছেন - খামোশ। সঙ্গে সঙ্গে মজলিস একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজই শোনা যাচ্ছিল না। অতঃপর হযরত শাইখ জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ মিম্বর থেকে নেমে আসলেন এবং শায়খ আলীর সামনে নিতান্ত আদবের সঙ্গে

জোড়হাত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষন পর শায়খ আলীর তন্দ্রা ভঙ্গ হলে হযরত গাওসুল আজাম শায়খ জিলানী জিজ্ঞেস করলেন, শায়খ আলী ! তুমি কি তন্দ্রার মধ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার লাভ করেছ ? আলী বললেন, জী হ্যাঁ।

তখন হযরত গাউসুল আজম বলেছে,'এ কারনেই আমি মিম্বর থেকে অবতরণ করে আদবের সাথে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে কি আদেশ করলেন ?

অতঃপর লোকদের সম্বোনত্ত্বন করে শায়খ আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেছেন - আমি স্বপ্নে যা দেখেছি, হযরত গাউসুল আজম জাগ্রত অবস্থাতেই তা দেখলেন। সমগ্র মজলিসে এমন একটা আবেগময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, অনূণ্য সাত ব্যক্তি আবেগের আতিশয্যে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যবরণ করেছিলেন।'

তথ্যসূত্র ঃ- স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহিউদ্দীন খাঁন - পৃষ্ঠা নং ১০ - ১১।

৪। হুজ্জতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষ্য ঃ- হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ''আল মুনকাম মিনাদ দালাল'' নামক কিতাবে লিখেছেন যে ওলী-আউলিয়াগণ জাগ্রত অবস্থাতেই সবচেতনভাবে নবী-রসুলগণের পবিত্র আত্মা ও ফেরেশতাকুলের সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁদের আওয়াজ শুনতে পান এবং তাদের নিকট থেকে আলো আহরণ ও নানা ধরনের আধ্যত্মিক উপকার লাভ করে থাকেন।

এই ঘটনা বিরোধীদের শীর্ষ স্থানীয় স্কলার মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন ও স্বীকার করেছেন এবং নিজের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহিউদ্দীন খাঁন - পৃষ্ঠা নং ১০।

৫। শাইখ আহমাদ আবদুল আব্বাস মারসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষ্য ঃ- প্রখ্যাত ওলী শায়খ আহমাদ আবদুল আব্বাস মারসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ''যদি পলক পড়ার মূহুর্তের জন্যও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রূহ আমার নয়নযুগলের সামনে থেকে অপসারিত হত, তাহলে আমি নিজেকে মুসলমান বিবেচনা করতাম না।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। সুয়ুতি - আল হাবিলিল ফাতাওয়া - খন্ড নং ২ - পৃষ্ঠা নং ৪৪।
২। আলুসি - রুহুল মায়নি।

শাইখ আহমাদ আবদুল আব্বাস মারসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই বিবৃতিও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে ঃ ''চল্লিশ বৎসর থেকে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লামের নয়ন-সম্মুখ থেকে সরি নি। যদি চাউনি পড়ার মূহুর্ত্তকালের জন্যও আমি সরতাম তাহলে আমি নিজেকে মুসলিম বিবেচনা করতাম না।''

তথ্যসূত্র ঃ- শারানী - আত তাবাকতুল কুবরা - খন্ড নং ২ - পৃষ্ঠা নং ১৩।

শাইখ আহমাদ আবদুল আব্বাস মারসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেন যে, ''আমি স্বীয় হস্ত দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মুসাফা করেছি।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। সূয়ুতি - আল হাবিলিল ফাতাওয়া - খন্ড নং ২ - পৃষ্ঠা নং ৪৪৪।
২। ইবনে হাজার মাক্কি - আল ফাতাওয়াল হাদিশিয়া - পৃষ্ঠা নং ২৫৬।

৬। ইমাম নাবাহানীর সাক্ষ্য ঃ- প্রখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম নাবাহানী মহান মনিষী ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে লিখেছেন যে, ''ইমাম সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শনলাভ করেন এবং কিছু হাদীস সম্পর্কে জেনে নেন।'' ইমাম নাবাহানী আরও লিখেছেন যে শায়খ আবদুল কাদীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি কতবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিয়ারত লাভ করেছেন ? ইমাম সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দেন যে, তিনি সত্তর বারেরও বেশী রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিয়ারত অর্জন করেছেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- জামে কারামাতুল আওলিয়া - খন্ড নং ২ - পৃষ্ঠা নং ১৫৮।

৭। বিরোধীদের শীর্ষস্থানীয় ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর সাক্ষ্য ঃ- দেওবন্দী

তাবলীগী জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় স্কলার আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী লিখেছেন. ''এবং আমার মতে জাগ্রত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত প্রাপ্তি সম্ভব। বহু বুজুর্গ ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক এই সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। যেমন ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাইশ বার জাগ্রত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁরা কিছু হাদীস সম্পর্কে জানতে চাইলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং সে অনুসারে, তাঁরা সংশোধন করে নেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- ফায়জুল বারী - আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী - খন্ড নং ১ - পৃষ্ঠা নং ২০৪।

ঘ। কট্টর বিরোধী স্কলার মুহিউদ্দিন খাঁনের স্বীকারোক্তি

জাগ্রত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ যে সত্য, সেটা কট্টর বিরোধীগণও স্বীকার করেছেন। শীর্ষস্থানীয় বিরোধী স্কলার মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন লিখেছেন -

''অনেক প্রখ্যাত সাধকের এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তাঁরা জাগ্রত অবস্থাতেই হুজুরে আকরাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাক্ষুষ দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ইবনে আবু হুমাইয়ারা, আফীফ ইয়াফেয়ী, শাইখ সফীউদ্দিন ইবনুল মানসু'র প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট বুজুর্গের লেখা গ্রন্থসমুহকে এ ধরনের বিরল অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখিত হয়েছে। 'মাওয়াহেবে - লাদুন্নিয়াতে' ইবনে আবু হুমায়রার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আগের যুগ এবং আমাদের এ যুগের বহু বুযুর্গের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁরা আলোচ্য হাদীস খানার বাস্তব প্রমান নিজেদের জীবনেই প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনকি এঁদের অনেকেই এরূপ প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে স্ব স্ব পেরেশানির কথা নিবেদন করতে হুযুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁদের সে বস সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের উপায় পর্যন্ত বলে দিয়েছেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুহিউদ্দিন খাঁন, পৃষ্ঠা নং ২০৪।

মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন আরও লিখেছেন যে, ''উক্ত কিতাবেই শাইখ আবুস - সাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এ মর্মের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে আমি শায়খ আবুল আব্বাস সহ সম-সাময়িক কালের বহু বুযুর্গের সাক্ষাত লাভ

করার পর সংসার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একে বারে মগ্নতার মধ্যে ডুবে গেলাম। এর পর থেকে আধ্যাত্ম জগতের এক একটি বড়ো অর্গল আমার সামনে উন্মুক্ত হতে শুরু করে। একদা আমি শায়খ আবুল আব্বাসকে 'দরবারে নববীতে' উপস্থিত দেখতে পেলাম। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষে আমার সাথে মোসাহাফা করলেন। শায়খ আবুল আব্বাস হারবান বর্ণনা করেন - একদা আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে দেখতে পেলাম, তিনি সমকালীন ওলী আউলিয়াগণের নামে বিভিন্ন ধরনের ফরমান লিখাচ্ছেন। আমার এক ভাইয়ের নাম ছিল মুহাম্মদ। তাঁর নামীয় একটা ফরমানও লিখিত দেখতে পেলাম। আমি আরয করলাম ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমার নামে তো কোন ফরমান লিখিত হলো না। জবাব দিলেন, তোমার স্থান এসবের উর্দ্ধে।''

তথ্যসূত্র ঃ- স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - মুহিউদ্দিন খাঁন -পৃষ্ঠা নং ৯-১০।

মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন আরও লিখেছেন যে, ''হযরত সৈয়দ নূরুদ্দিন আল-হাই নামক এক জন বুযুর্গ সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত রয়েছে যে, কবর শরীফ যিয়ারত করার সময় অনেক বারই তিনি সালামের জবাবে এরূপ শব্দ শুনতে পেয়েছেন যে, ''তোমার প্রতিও সালাম হে বৎস।'' 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াতে' এমন আরও অনেকগুলো কাহিনী বর্ণিত রয়েছে, এদ্বারা স্পষ্ট প্রমান হয় যে, প্রিয়নবীজির সাক্ষাত লাভ স্বপ্নযেগে এবং জাগ্রত অবস্থাতেই হতে পারে।''

তথ্যসূত্র ঃ- স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - মুহিউদ্দিন খাঁন -পৃষ্ঠা নং ১০।

মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন আরও লিখেছেন যে, 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার' লেখক হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ সম্পর্কিত বহু মাশায়েখের বক্তব্য সম্বলিত ঘটনাবলি উদ্ধৃত করার পর শায়খ বদরুদ্দিন হাসান ইবনে আহরাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা নকল করেন যে, সম্পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত অবস্থায় প্রিয় নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতলাভ সম্পর্কিত ওলী আউলিয়াগনের প্রত্যক্ষ বর্ণনা এত অধিক যে, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষন করার অবকাশ নেই।''

তথ্যসূত্র ঃ- স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - মুহিউদ্দিন খাঁন -পৃষ্ঠা নং ১২।

মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন আরও লিখেছেন যে, 'শায়খ আবদুল হক মহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলইহির অভিমত হচ্ছে যে, নবীপ্রেমে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত আওলিয়ায়ে কেরামের পক্ষে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুহানী সাক্ষাতলাভ কামালিয়াতের একটা বিশেষ স্তর। স্বপ্নযোগে সে সাক্ষাতলাভের মতই জাগ্রত অবস্থায় এ সাক্ষাতেও শয়তানের পক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ নেই।''

তথ্যসূত্র ঃ- স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - মুহিউদ্দিন খাঁন -পৃষ্ঠা নং ১৩।

তৃতীয় পরিচ্ছদ

রওজা শরীফ জিয়ারত সম্পর্কে খারিজীদের আপত্তির খন্ডর

ইংরেজের পুতুল সউদি রাজাতন্ত্রের আরবে শাষন ক্ষমতা প্রাপ্তির পূর্বে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই ঘৃন্য আকীদার অস্তিত্ব ছিল না যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফ জিয়ারত করতে যাওয়া অবৈধ, বিদআত, হারাম বা শির্ক। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আকীদারও অস্তিত্ব ছিল না যে, রওজা শরীফে গিয়ে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করা বা দোয়ার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরোধ করা শির্ক। এই কলুষিত বিদআতী আকীদা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। রওজা শরীফ জিয়ারত করা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত কামনা করা শির্ক কিংবা হারাম, এর সমর্থনে না তো কোনও কুরআনী আয়াত আছে না তো কোনো হাদীস আছে। কোন সাহাবা, কোন ঈমাম, কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ বা কোন ওলী-আল্লাহ এরূপ কথা বলেন নি। ফেৎনাবাজরা পেট্রো-ডলারের জোরে, ভাড়াটিয়া লেখকদের কাজে লাগিয়ে, বিনা মূল্যে বিষাক্ত পুস্তক-পত্রিকা বিলি করে আকাশ-বাতাশ মুখরিত করে দিয়েছে যে, শির্ক হচ্ছে, ব্যক্তি পূজা হচ্ছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মুশরিক হয়ে গেছে।

ক। ''তিন মসজিদ ব্যতীত সফর নিষিদ্ধ'' হাদীসের হাস্যকর ব্যাখ্যার খন্ডন

খারিজী বিদআতীরা একটি হাদীস শরীফ এর বিকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। হাদীস শরীফটি নিম্নে পরিবেশিত হল।

হাদীস নম্বর ৫৫ ঃ- হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''লা তুশাদ্দুর রিহালি ইল্লা সালাসতি মাসাজিদ, আল মাসাজিদুল হারাম, ওয়া মাসজিদুর রাসুল ওয়া মাসজিদুল আকসা'' অর্থাৎ ''মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা এই তিন মসজিদ ব্যতীত (অন্য কোন দিকে) সফর করা যাবে না।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বুখারী - সহীহ - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৯৮, হাদীস নং ১১৩২

২। মুসলিম - সহীহ - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০১৪, হাদীস নং ১৩৯৭

৩। ইবনে মাজা - সুনান - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৮৮, হাদীস নং ১৪০৯
৪। নাসাই - সুনান - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৯, হাদীস নং ৭০০
৫। আবু দাউদ - সুনান - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৭৩, হাদীস নং ২০৩৩

জরুরী ভাষ্য নং ১ ঃ- সম্মানিত পাঠক ! ''তিন মসজিদ ব্যতীত সফর নিষেধ।'' এই হাদীস শরীফটির বিকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রচার করে অনৈক্য সৃষ্টিকারীরা আউলিয়ায়ে কেরাম এর মাজার শরীফ, এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফ জিয়ারতকে হারাম, শির্ক ইত্যাদি বলে ফতোয়া দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং মনগড়া। এর সঙ্গে হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই। কোন হাদিসকে সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য ঐ সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। ''তিন মসজিদ ব্যতীত সফর নিষেধ'' সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশিত আছে যে, ''তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ অভিমুখে অধিক সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ।'' এ জন্য শীর্ষ স্থানীয় হাদীস বিশেষজ্ঞগণ খারিজী বিদআতীদের হাস্যকর, বিকৃত এবং কুপমন্ডুক ফতোয়াকে খন্ডন করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে তাদের ফিৎনা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে প্রামান্য হাদীস এবং হাদীস বিশেষজ্ঞগণের তফসীর উপস্থাপন করা হচ্ছে।

জরুরী ভাষ্য নং ২ ঃ- *হাদীসের দুটি বাহ্যিক অর্থের পর্যালোচনা -*

অন্যান্য হাদীসের আলোকে তো ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এই হাদীস শরীফের সঠিক অর্থ হলো, ''তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ অভিমুখে অধিক সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ ! প্রমান পরে আসছে। কিন্তু এই হাদীস শরীফটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলেও অনৈক্য সৃষ্টিকারীদের এই দাবী প্রমানিত হয় না যে, সংশ্লিষ্ট হাদীস শরীফটির অর্থ হল, তিন মসজিদ ব্যতীত করবসমুহের অভিমুখে সফর করা নিষেধ ! বাহ্যিকভাবে, এই হাদিসের দুটি অর্থ হতে পারে -
১। উল্লিখিত তিন মসজিদ ছাড়া কোন স্থানের দিকেই সফর করা যাবে না।
অথবা ২। উল্লিখিত তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদ অভিমুখে অধিক সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না।

সংশ্লিষ্ট হাদীস দ্বারা যদি প্রথম অর্থ গৃহীত হয়, তাহলে তিন মসজিদ ব্যতীত সকল প্রকার সফর নিষিদ্ধ এবং হারাম বিবেচিত হবে। কিন্তু আমরা জানি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ ইত্যাদি কারনে সফর করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম ধর্মবিদ্যা শিখবার এবং শিখানোর জন্য সফর করেছেন, আমরা বিদ্যার্জনের জন্য, ব্যবসা-বানিজ্যের জন্য, রুগীর চিকিৎসার জন্য, ধর্মীয় কনফারেন্স-সেমিনারে অংশগ্রহনের জন্য, দ্বীন প্রচারের জন্য, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণের জন্য আমরা সফর করি। সুতরাং, প্রথম অর্থ পরিতায্য। এই অর্থ গৃহীত হলে জীবন-প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থই হল বিশুদ্ধ অর্থ। একাধিক হাদীস প্রমান করে যে, তিনটি মসজিদ ব্যতীত অধিক সওয়াবের নিয়তে অন্য কোন মসজিদ অভিমুখে সফর করা নিষিদ্ধ। সর্বজন শ্রদ্ধেয় হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এই সম্পর্কে একমত যে, এই হাদীসের ভাবার্থ হল, উক্ত তিন মসজিদে নামাজের সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। যেমন বাইতুল্লাহতে এক নামাজের সওয়াব অন্যান্য জায়গার এক লাখের সমান। বায়তুল মুকাদ্দাস এবং মসজিদে নববীতে এক নামাজের সওয়াব পঞ্চাশ হাজারের সমান। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে একই নিয়তে সফর করা নিষিদ্ধ। কারন ইহা অনর্থক এবং অবৈধ। অন্যান্য মসজিদে সওয়াব সমান।

জরুরী ভাষ্য নং ৩ ঃ- হাস্যকর তৃতীয় অর্থ। অনৈক্য সৃষ্টিকারীরা প্রথম অর্থও গ্রহন করে নি, দ্বিতীয় অর্থও গ্রহন করে নি। তারা গ্রহন করেছে তাদের নিজেদের কথিত 'শাইখুল ইসলাম' ইবনে তাইমিয়া কর্তৃক উদ্ভাবিত বিকুত অর্থটি। ইবনে তাইমিয়ার বিদআতি কর্মকান্ডকে তো মুহাদ্দিস এবং আয়েম্মাগন সম্মিলিতভাবে কবরস্থ করেছিলেন কিন্তু ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত সউদি রাজতন্ত্রের বেতনভূক্ত ধর্মব্যবসায়ীরা ঐ ফিৎনাকে আবার কবর থেকে বের করেছে।

খারিজী বিদআতীদের দাবি অনুসারে, আলোচ্য হাদীসের অর্থ হল, তিন মসজিদ ছাড়া কোন মাজার সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ। সম্মানিত পাঠক লক্ষ্য করুন ! আলোচ্য হাদিস শরীফে কবর বা মাজার শব্দ তো ব্যবহৃতই হয় নি। এই হাদিস অনুসারে হয় তিন মসজিদ ব্যতীত সকল স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষিদ্ধ হবে কিংবা তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা

নিষিদ্ধ হবে। একটি উদহরনের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। যদি কেউ বলে যে, ''আমার ঘরে নাসিরুদ্দিন ছাড়া কেউ প্রবেশ করে নি'' তাহলে এর অর্থ হল যে, নাসিরুদ্দিন ছাড়া কোন মানুষ দেখা করে নি। 'নাসিরুদ্দিন' একজন মানুষ। তাই, 'কেউ' বলতে মানুষ সম্মন্ধীয় কাউকেই বুঝানো হচ্ছে, কোন পশু বা কীট-পতঙ্গকে বোঝানো হচ্ছে না। তাই কেউ যদি এই বাক্যটির এরূপ অর্থ করে যে, ''বক্তার ঘরে নাসিরুদ্দিন ছাড়া কোন চতুস্পদ পশু প্রবেশ করে নি'' তাহলে নাসিরুদ্দিন আর তার সাঙ্গপাঙ্গ তার জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলবে। অনুরূপ, তিন মসজিদ ব্যতীত সফর নিষিদ্ধ বলতে, তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদ অভিমুখে সফরকেই বোঝানো হয়েছে। 'ইল্লা' বা ব্যতীতর অনতিপরেই 'ইলাল সালাসাতিল মাসাজিদ' বা 'তিন মসজিদ অভিমুখে' উল্লেখিত হয়েছে। তিনটি মসজিদ ব্যতিক্রম। কাদের মধ্যে ? মসজিদ সমূহের মধ্যে। স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর উদ্দেশ্য হতে পারে না। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর প্রসঙ্গ টেনে আনা বাতুলতার নামান্তর।

অনৈক্য সৃষ্টিকারীরা একথা বলেও মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যে, আলোচ্য হাদীসের অর্থ হল, তিন মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন ধর্মীয় সফর নিষিদ্ধ। এটিও বিকৃত অর্থ। এই অর্থ গৃহীত হলে অনৈক্য সৃষ্টিকারীরা নিজেরাই সবচেয়ে বড়ো বিদআতী বলে পরগণিত হবে। ধর্মীয় ইজতেমা, কনফারেন্স এবং সেমিনারে অংশগ্রহনের জন্য তারা হামেশাই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সফর করে। এছাড়া ধর্মীয় বিদ্যা অর্জনের জন্যও সফর আবশ্যক। তাই অনৈক্য সৃষ্টিকারীরা নিজেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, আলোচ্য হাদীসের অর্থ হল, 'তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ অভিমুখে সফর করা নিষিদ্ধ, মসজিদ তিনটি হল মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী এবং আল আকসা'।

(তথ্যসূত্র ঃ- Visiting The mosque of the Prophet Yousuf Abdullah Al Ahmad - Page No 7)

জরুরী ভাষ্য নং ৪ ঃ- অন্যান্য হাদীসের আলোকে ''তিন মসজিদ ব্যতীত সফর নিষিদ্ধ' হাদিসটির ব্যাখ্যা - ''তিন হাদিস ব্যতীত সফর নিষিদ্ধ'' এ হাদিস শরীফটির ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সুস্পষ্ট ভাবে প্রদান করে গেছেন। খারিজী বিদআতীরা এই হাদীস শরীফ সমূহকে চেপে রাখে।

হাদীস নম্বর ৫৬ ঃ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ''তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (অধিক সওয়াব প্রাপ্তির প্রত্যাশায়) নামাজ পাঠ করার উদ্দেশ্যে যেন সফর না করা হয়, তিনটি মসজিদ হল মসজিদে হারাম. মসজিদে আকসা এবং আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী)।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। আহমাদ বিন হাম্বাল মুসনাদ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩৪

২। আবু ইয়ালা - আল মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৮৯, হাদীস নং ১৩২৬

৩। আসকালীন - ফাতহুল বারী - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৬৫

৪। তাহাবী - মাশকাল আল আসার - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৪৩

৫। হায়শামি - মাজমাউজ জাওয়ায়েদ - খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৩১

হাদীস নম্বর ৫৭ ঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''ইন্নামা ইয়াসাফিরু ইলা সালাসাতি মাসাজিদ কাবা ওয়া মাসজিদি ওয়া মাসজিদুল এয়লিয়া।'' অর্থাৎ ''কেবল তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়, কাবা মসজিদ, আমার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। মুসলিম - সহীহ - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০১৫, হাদীস নং ১৩৯৭

২। বাইহাকী - আস্ সুনানুল কুবরা - খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২৪৪, হাদীস নং ১০০৪৪

৩। বাইহাকী - দালায়েলুন নাবুয়াহ - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫৪৫

হাদীস নম্বর ৫৮ ঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''কেবল তিন মসজিদ অভিমুখেই সফর করা যাবে মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। তাবরানী - আল মুয়জামুল কাবীর - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৭৬, হাদীস নং ২১৫৯

সহীহ মুসলিম, আহমাদ বিন হাম্বল এবং তাবারানীর এই হাদিস সমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত যে, সুনির্দিষ্ট তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা (অধিক সওয়াবের উদ্দেশ্যে) নিষিদ্ধ। অন্য স্থান সফরে যাওয়া বৈধ। খারিজী বিদআতীদের ফতোয়া সম্পূর্ন মনগড়া এবং বানোয়াট। এমনকি

খারিজী বিদআতীরাও স্বীকার করেছে যে, আলোচ্য ‘‘তিন মসজিদ ছাড়া সফর নিষিদ্ধ’’ হাদিসে কেবল অন্যান্য মসজিদকেই বোঝান হয়েছে। খারিজী স্কলার ইউসুফ আবদুল্লাহ আল আহমাদ লিখেছেন, ‘‘The Prophet said, One should not set on a journey to visit a mosque except for three : The Haram (Makka), My Mosque (Madina), and Al Aqsaa (Al Quds)’’

(তথ্যসূত্র ঃ- Visiting the mosque of the prophet (PBUH) with an appendix - yousf Abdullah Al Ahmad - Page No 7)

জরুরী ভাষ্য নং ৫ ঃ- আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশেষজ্ঞগনের তফসীর ঃ শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশেষজ্ঞগন কাজী আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম সুবুকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম বাদরুদ্দিন আইনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম জোরকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সকলেই একমত যে, সংশ্লিষ্ট হাদিসের ভাবার্থ হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট তিন মসজিদ ব্যতীত অধিক সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফরে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

ইমাম কাজী আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্য ঃ- আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা যে ইমাম মদিনা মুনাওয়রায় প্রত্যাবর্তন করবে, এর অর্থ হল, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেও ইমানের এই বৈশিষ্ট ছিল এবং ইসলামের অন্তিম যুগেও এই বৈশিষ্ট থাকবে কারণ প্রারম্ভিক যুগে প্রকৃত ইমানদার ও ধর্ম-ভীরুগন মদিনায় আসতেন........... হয় মুহাজির হিসেবে মদিনাকে স্বদেশ বানাতেন, নতুবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত, নৈকট্য এবং তাঁর নিকট থেকে দ্বীন শিখবার জন্য মদিনায় বাস করতেন। পরবর্তীতে খুলাফয়ে রাশিদীনের যুগেও মুমিনদের এই বৈশিষ্ট বজায় ছিল। মুমিনগন তাঁদের নিকট থেকে ন্যায় পরায়নতা শিখতেন। খুলফায়ে রাশিদীনের

পরবর্তী যুগের হিদায়াতের ইমামগন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুন্নাতে রাসুল সংগ্রহের জন্য মদিনা আগমন করতেন অর্থাৎ ইমামের উপর সুদৃঢ় প্রত্যেক মুমিন মদিনা তৈয়বা সফর করতেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মুসলিমগন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর জিয়ারত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাশাহেদে আসার এবং সাহাবায়ে কেরামের আসার থেকে তাবাররুক অর্জনের জন্য মদিনা আসেন এবং মদিনা তৈয়বা ঐ ব্যক্তিই যান যিনি প্রকৃত মুমিন।’’

তথ্যসূত্র ঃ- শারাহুন নববী - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৭৭

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্য ঃ- ‘‘লা তাশাদ্দুর রিহাল’ এর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে অন্যান্য মনিষী ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে, ‘‘এই হাদিসে ঐ মসজিদত্রয়ের (কাবা শরীফ, মসজিদে নববী এবং মসজিদুল আকসা) ফজিলাত এবং পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদসমূহের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ আছে কারণ এগুলি আম্বীয়ায়ে কেরামের মসজিদ এবং এজন্য এই মসজিদগুলিতে নামাজ পাঠ করার সওয়াব এবং ফজিলত অধিক।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ইমাম নববী - শারাহ সহীহ মুসলিম, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ১০৬

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও লিখেছেন যে, ‘‘এই হাদীসের সঠিক অর্থ হল সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফরের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ফজিলত ঐ সব মসজিদত্রয়ের (কাবা শরীফ, মসজিদে নববী এবং মসজিদুল আকসা) জন্য খাস।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ইমাম নববী শারাহ - সহীহ মুসলিম, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ১০৬

ইমাম সুবুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্য ঃ- মহান হাদিস বিশেষজ্ঞ মনিষী ইমাম সুবুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, ‘‘এই হাদিস পাক থেকে কিছু লোক ভুল বুঝেছে যে, ঐ তিন মসজিদ (কাবা শরীফ, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা) ব্যতীত অন্যত্র সফরে যাওয়া নিষেধ। এই ধারনা ভ্রান্ত। কারন, নিয়মানুসারে ‘ইসতেসনা’ মুসতেসনা মিনহ’ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং, এর অর্থ হবে, মসজিদ সমূহের মধ্যে কোন মসজিদের দিকে যেন সফর

না করা হয় কিংবা স্থানসমূহের মধ্যে কোন স্থানের দিকে জাতি ফাজিলাতের কারনে সফর না করা হয়, উল্লেখিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত, জিয়ারত বা জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনও জায়গা সফর করা ঐ জায়গার জন্য করা হয় না বরং ঐ জায়গায় বাসকারীর জন্য করা হয়।''

তথ্যসূত্র ঃ- ইবনে হাজার আসকালানী - ফাতহুল বারী - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৬৬।

সহীহ বুখারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্য ঃ- এই হাসিদের ব্যাখ্যায় সহীহ বুখারীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভাষ্যকর ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে, ''লা তুশাদ্‌দুর রিহাল দ্বারা কেবল মসজিদসমূহের বোঝান হয়েছে এবং এর অর্থ হল যে (অধিক সওয়াবের উদ্দেশ্যে) নামাজ পাঠ করার জন্য ঐ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে যেন সফর না করা হয়। কোন নেক বুজুর্গ, বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের জিয়ারত ও সাক্ষাত বা জ্ঞানার্জন বা ব্যবসাদির জন সফর করা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। এই অভিমতের সমর্থনে মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বালে হাদীস রয়েছে। এই হাদীসে শাহর বিন হাওসাব বর্ণনা করেছেন যে, আমি যখন হযরত আবু সাইদ খুদরী রাহমতুল্লাহি আলাইহির সামনে কুহে তুরে নামাজ পাঠ করার কথা উল্লেখ করলাম, তখন তিনি বললো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''কোন নামাজি যেন (অধিক সওয়াবের নিয়তে) কাবা শরীফ, মসজিদে আকসা এবং আমার মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে নামাজ পাঠ করার জন্য সফর না করে।''

তথ্যসূত্র ঃ- ইবনে হাজার আসকালানী - ফাতহুল বারী - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৬৫।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্য ঃ- মহান হাদিস বিশেষজ্ঞ মনিষী ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ''আয়েম্মাগন সংশ্লিষ্ট হাদিসের কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। একটি ব্যাখ্যা হল, এখানে ফাজিলাত বলতে ঐ মসজিদত্রয়ের ফাজিলাতের কথা বলা হচ্ছে, তবে অন্যান্য স্থানের উদ্দেশ্যে সফর বৈধ। দ্বিতীয়ত: ঐ তিন মসজিদ ব্যতীত অধিক সওয়াবের লক্ষে নামাজ পাঠ করার জন্য অন্য মসজিদ অভিমুখে

যেন সফর না করা হয়। কিন্তু কোন সালেহ বুজুর্গ -এর কবর জিয়ারত এবং অন্যান্য কর্মাদির জন্য সফর করা নিষিদ্ধ নয়। এই ব্যাখ্যা মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীস দ্বারা প্রমানিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''কোন মসজিদ অভিমুখে নামাজ পাঠ করার জন্য (অধিক সওয়াবের লক্ষে) যেন তিন মসজিদ ব্যতীত সফর না করা হয় - মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং আমার এই মসজিদ।''

তথ্যসূত্র ঃ- ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি - শারাহ সুনান ইবনে মাজাহ - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ১০২।

মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্য ঃ- আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় মনিষী মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে, ''এই হাদিসে 'রেহাল' শব্দটি হল 'রেহলাত' এর বহুবচন। এর অর্থ হল উটের উপরে জিনিসপত্র বাঁধা্ এই হাদীস শরীফটি তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদ অভিমুখে সফরের ফজিলাতকে রদ করেছে।''

তথ্যসূত্র ঃ- মোল্লা আলী কারী - মিরকাতিল মাফাতীহ - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৯০।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্য ঃ- ইহইয়াউল উলুমুদ্দিন গ্রন্থে ইমাম গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে, কেউ কেউ বরকতময় স্থানসমূহ এবং উলেমায়ে কেরামের মাজার জিয়ারত উপলক্ষে সফর করাকে নিষিদ্ধ বলে। কিন্তু এই হাদীস থেকে আমি যা বুঝেছি তা হল যে, কবর জিয়ারতের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 'আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন থেকে তোমরা কবর জিয়ারত করতে পার। আলোচ্য হাদিসে তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর নেই। সুতরাং শুধুমাত্র নামাজ পাঠের জন্য অন্য মসজিদে যাওয়ার কারও কি প্রয়োজন থাকতে পারে ? বরকতময় স্থান এবং কবরসমূহের মর্যাদা সমান নয় বরং এই স্থান সমূহ জিয়ারতের ফাজিলাত এবং বারকাত সেখানে দাফনস্থ বুজুর্গের মর্যাদার উপর নির্ভর করে, যে মর্যাদা তাঁরা আল্লাহ পাকের নিকট থেকে লাভ করেন। আফসোস ! কিছু লোক হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম, হযরত মুসা আলাইহিস সাল্লাম এবং হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস

সাল্লাম -এর জিয়ারতও নিষেধ করে। কবর অভিমুখে সফরকে নিষেধ করা হতভম্বকর ব্যাপার।''

তথ্যসূত্র ঃ- মোল্লা আলী কার মিরকাতুল মাফাতীহ -খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৯০।

ইমাম যুরকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্য ঃ- এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম যুরকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ''এই হাদীসে ইসতেসনা' মুফরাগ আছে অর্থাৎ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও নামাজ পাঠের জন্য সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদিসের অর্থ ইহা নয় যে, উল্লেখিত ঐ তিন স্থান ব্যতীত সফরই করা যাবে না।''

তথ্যসূত্র ঃ- ইমাম যুরকানী - শারাহ আল মুয়াত্তা -খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩২০।

খ। একটি কুটিল প্রশ্নের উত্তর

খারিজী বিদয়াতীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফ জিয়ারতকে অবৈধ প্রমানিত করার জন্য একটি মিথ্যা দলীলও পেশ করে থাকে যে, ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওজা শরীফ জিয়ারত নিষেধ করতেন।

সম্মানিত পাঠক ! ভেবে দেখুন ! খারিজী হাদিস অস্বীকারকারীরা তো কথায় কথায় মুসলমানদের নিকট থেকে কুরআন এবং হাদিস থেকে দলীল দাবি করেন এবং ইমামদের অনুসরনকে শির্ক বলে ফতোয়া প্রদান করেন। কিন্তু নিজেরা রওজা শরীফ জিয়ারত অবৈধ প্রমানিত করার জন্য কুরআন হাদীস থেকে দলীল প্রদান করতে না পেরে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কেই অবলম্বন করেছেন।

তবে মূলকথা হল, ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কখনই রওজা শরীফ জিয়ারতকে নিষিদ্ধ বলেন নি। এটা গুস্তাখদের অপপ্রচার। সম্মানিত পাঠক! যে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মদিনার রাস্তায় স্রেফ এই কারনে কোন সওয়ারীর উপর আরোহন করেন নি যে, এই পবিত্র মৃত্তিকার সঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর মুবারক সম্পৃক্ত আছে।

তথ্যসূত্র ঃ- শারাহ ফাতহুল কাদীর - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৮০।

সেই মহা আশিকে রসুল ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিভাবে

রওজা শরীফ জিয়ারত নিষেধ করতে পারেন ? যে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দ্বিতীয় হজ্ব কেবল এজন্যই করেন নি যে মহানবীর প্রিয়তম শহর মদিনার বাইরে যেন মৃত্যু সংঘঠিত না হয়ে যায়, সেই মহান আশিকে রসুল ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিভাবে রওজা মুবারকে উপস্থিত হওয়াকে 'জিয়ারত' বলা অপছন্দ করতেন ?

সহীহ বুখারীর শীর্ষস্থানীয় ভাষ্যকার ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে, ''ইমাম মালিক সম্পর্কে যা উদ্ধৃত হয় যে, তিনি ইহা অপছন্দ করতেন যে, কোন ব্যক্তি একথা বলে যে সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর জিয়ারত করছে। ইমাম মালিক এর অনুসারীগণ এসম্পর্কে উত্তর প্রদান করেছেন যে, তিনি আদববশত: রওজা পাকে উপস্থিত হওয়াকে 'জিয়ারত' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করতে অপছন্দ করতেন। তিনি রওজা পাকে উপস্থিতিকে অপছন্দ করতেন না কারন পবিত্র রওজা জিয়ারত ঐ উচ্চস্তরের এবাদত সমূহের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত যার দ্বারা মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর জিয়ারতের উপর ইজমা রয়েছে এবং কেউ এর বিরোধিতা করেন নি। আল্লাহ পাক সঠিক রাস্তায় পরিচালনা করুন।''

তথ্যসূত্র ঃ- ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী - ফাতহুল বারী -খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৬৬।

চতুর্থ পরিচ্ছদ

আল কুরআনের আলোকে রওজা শরীফ জিয়ারত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফ জিয়ারতের উপর উলেমায়ে ইসলামের ইজমা আছে। বহু হাদীস বিশেষজ্ঞ রওজা শরীফে উপস্থিত হওয়াকে ওয়াজিব বলেন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন -

"ওয়া লাও আন্নাহুম ইজ জালামূ আনফুসাহুম জা-উকা ফাসতাগফারুল্লাহা ওয়াসতাগফারা লাহুমুর রসূলু লাওজাদুল্লাহা তাওয়া বার রহীমা।"

অনুবাদ ঃ এবং যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করত এবং (হে মাহবুব !) আপনার নিকটে আসত এবং আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা চাইত এবং রসূলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তাহলে তারা আল্লাহ তায়ালাকে অবশ্যই তওবা কবুলকারী এবং দয়ালু পেত।

ক। আল্লাহর ক্ষমাপ্রপ্তির জন্য গুনাহগার বান্দাকে মহানবীর দরবারে আসার নির্দেশ

সুরা নিসার আয়াত নং ৬৪ এর আলোকে প্রমানিত হল যে, যদি কোন মুসলমান গোনাহর অতল সাগরেও নিমজ্জিত হয়ে যায়, আল্লাহ পাক তাকেও ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু এই ক্ষমা প্রাপ্তির কিছু শর্ত আছে ঃ

শর্ত নং ১ ঃ- গুনাহকারীকে অবশ্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসতে হবে।

শর্ত নং ২ ঃ- আল্লাহ পাকের নিকট গুনাহকারীকে ক্ষমা চাইতে হবে।

শর্ত নং ৩ ঃ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ লাগবে।

যদি কোন গুনাহকারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঐ গুনাহকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করেন, তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ঐ গুনাহগার বান্দাকে ক্ষমা করে দিবেন। ইহা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের প্রতিশ্রুতি।

খ। আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য গুনাহগার বান্দার মহানবীর দরবারে আগমনের নির্দেশ এখনও বহাল রয়েছে

সুরা নিসার আয়াত নং ৬৪ এর বিধান যে, যদি কোনো গুনাহগার উম্মত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং মহানবীও সেই গুনাহগার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিবেন, এখনও বহাল রয়েছে। বিরোধীদের সর্বাধিক শ্রদ্ধাভাজন তফসীরকার হাফেজ ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেন ঃ-

'অতঃপর আল্লাহ তায়ালা অবাধ্য ও পাপীদের প্রতি ইরশাদ করেছেন যে, তারা যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করত: আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটও যেন তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার অবেদন জানায়। তারা যখন এরূপ করবে তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার তাদের তাওবা কবুল করবেন এবং তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।"

তথ্যসূত্র ঃ- তসীর ইবনে কাসীর - সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের তফসীর।

ইমাম ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহে তাঁর তফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের তফসীরে এরপরে হযরত উৎবীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন, "উৎবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমাধির পার্শ্বে বসেছিলাম। এমন সময় সেখানে এক বেদুঈনের আগমন ঘটে। সে বলে আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি আল্লাহ তায়ালার 'ওয়ালাও আন্নাহুম ইজ জলামু আনফুসাহুম জাউকা ফাসতাগফারুল্লাহা ওয়াসতাগফারা লাহুমুর রসূলু লাওজাদুল্লাহা তাওয়াবার রহীমা' বাণীখানি শুনেছি। তাই আমি আপনার সামনে স্বীয় পাপের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থণা ও আপনার শাফাআত কামনা করছি।

অতঃপর সে নিম্নের কবিতাটি পাঠ করে ঃ-

হে ঐ সবের মধ্যে উত্তর ব্যাক্তি !
যাদের অস্থিগুলি প্রান্তরে প্রোথিত রয়েছে
এবং সেগুলির সুবাসে পর্বত ও প্রান্তর সুরভিত হয়েছে
সে কবরের জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত হোক
সে কবরে আপনি অবস্থানকারী।
ওতে রয়েছে পবিত্রতা, দানশলিতা ও ভদ্রতা।

অতঃপর বেদুঈন চলে যায় এবং আমার চোখে নিদ্রা চেপে বসে। স্বপ্নে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতলাভ করলাম। তিনি আমাকে বললেন - ''হে উতবী ! ঐ বেদুঈন ঠিক বলেছে। তুমি যাও এবং ঐ বেদুঈনকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তায়ালা তার পাপ মার্জনা করেছে।''

তথ্যসূত্র ঃ- তসীর ইবনে কাসীর - সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের তফসীর।

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাফসীর ঃ-

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও হযরত উৎবীর ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এবং লিখেছেন যে, ''আবু সাদেক হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের সামনে এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফনের তিনদিন পর মদিনা মুনাওয়ারা এল। সে প্রচন্ড দুঃখে নিজেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর মোবারকের উপর রেখে দিল এবং কবর মুবারকের মাটি স্বীয় শরীরে মাখতে লাগল এবং লাগল, 'হে আল্লাহর রসূল ! আপনি ইরশাদ করেছেন এবং আপনার পবিত্র বানী শুনেছি। আপনি আল্লাহ পাকের নিকট থেকে আহকামাত গ্রহন করেছেন এবং আমরা আপনার নিকট থেকে আহকামাত গ্রহন করেছি এবং ঐ আহকামাত আল্লাহ পাক একথাও এরশাদ করেছেন, ''ওয়া লাও আন্নাহুম ইজ জলামু আনফুসাহুম..........।'' আমিও নিজের উপর জুলুম করেছি। আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করুন। ''ঐ বেদুঈনের ব্যাকুলতার জবাবে কবর মোবারক থেকে শব্দ ভেসে এল, অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।"

তথ্যসূত্র ঃ- ইমাম কুরতুবী - আল জামেউল অহকামুল কুরআন - খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২৬৫।

তফসীর ইবনে কাসীর এবং তফসীর কুরবূবী ছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থবলীতেও এই ঘটনাখানি বর্ণিত হয়েছে -

১। বাইহাকি - শুয়াবুল ইমান - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯৫, হাদীস নং ৪১৭৮
২। ইবনে কুদামা - আল মুগনী - খন্ড নং ৩ পৃষ্ঠা নং ৫৫৭
৩। ইমাম নববী - আল আজকার, পৃষ্ঠা নং ৯২-৯৩
৪। ইমাম ইবনে হাজার হাইশামি - আল জাওহার উল মুনাজ্জাম, পৃষ্ঠা নং ৫১
৫। ইমাম মুহাম্মদ বিন আলাভী আল মালিকী - মাফাহিম, পৃষ্ঠা নং ১৫৭-১৫৮

বিরোধীদের স্বীকারোক্তি ঃ-

১। উপরে বর্ণিত ঘটনাটি বিরোধীগণও স্বীকার করেছেন। সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিরোধীদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তফসীর গ্রন্থ 'মারেফুল কুরআন' - এ লিখা হয়েছে -

''এ আয়াতটি যদিও মুনাফিকদের বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে, কিন্তু এর শব্দাবলীর ভিতর থেকে একটি সাধারণ নিয়ম নির্গত হয়। তা হল, যে লোক রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হবে এবং তিনি তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন, তার মাগফিরাত অবধারিত। বস্তুত রসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিতি যেমন তাঁর পার্থিব জীবনে হতে পারত, তেমনিভাবে বর্তমানে তাঁর রওজা মোবারকে উপস্থিতির হুকুমও একই রকম। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন কার্য সমাপ্ত করে নিলাম, তার তিন দিন পরে জনৈক গ্রামবাসী এলেন এবং কবরের নিকট এসেই পড়ে গেলেন এবং কেঁদে জার জার হয়ে উল্লিখিত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে লাগলেন ''আল্লাহতায়ালা এবং রসূল যদি তার মাগফিরাতের দোয়া করেন, তবে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। সেজন্যই আমি আপনার খেদমতে হাজির হয়েছে, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন।'' তখন যেসব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের বর্ণনা হল এই যে, সে লোকের প্রার্থনার উত্তরে রওজা মোবারকের ভিতর থেকে একটি শব্দ বের হল 'কাদ গুফিরা লাকা' অর্থাৎ তোমাকে ক্ষমা করা হলো।'' (তথ্যসূত্র- মারেফুল কুরআন, মুফতী শাফী উসমানী, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৪২)

২। বিরোধীদের শীর্ষস্থানীয় ইমাম নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালীর স্বীকারোক্তি ঃ- ভারতীয় উপমহাদেশের আহলে হাদীস সালাফী গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালী নিম্নলিখিতভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আবেদন জানিয়েছেন-

"ইয়া সাইয়িদী ইয়া উরওয়াতী ওয়া ওয়াসীলাতী
ইয়া উদ্দাতী ফি শিদ্দাতিতওঁ ওয়া রহাঈ
ক্বাদ জিতু বাবাকা দ্বরিয়াম মুতাদ্দরিয়ান
মুতাওয়িহাম বিতাজাফ্ফুসিন স্থুয়াদাঈ
মা লী ওয়ারায়াকা মুসতাগাসু ফারহামান
ইয়া রহমাতাল্লীল আলামীনা বুকায়ী।"

অনুবাদ ঃ-

"হে আমার আক্বা, হে আমার অবলম্বন, হে আমার ওয়াসিলা
দুঃসময়ে ও সুসময়ে আমাকে সাহায্যকারী
আমি আপনার দ্বারে উপস্থিত হয়েছে
লাঞ্চিত অবস্থায় কেঁদে জার-জার হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে
আপনি ব্যতীত আর কেউ নেয় যার নিকট সাহায্য চাওয়া যেতে পারে
হে রাহমাতুল্লীল আলামীন ! আমার আর্ত ও ব্যাকুল আবেদনের প্রতি দয়া করুন।"

তথ্যসূত্র ঃ- ওয়াহেদ উজ জামান - হাশিয়া হিদায়াতুল মেহেদী - ইসলামী কিতাব খানা - শিয়ালকোট - পৃষ্ঠা নং ২০।

খারিজী বিদআতীদের মনগড়া ও বানোয়াট আপত্তির খন্ডন ঃ-

আপত্তি নং ১ ঃ- খারিজী বিদআতীরা বলে যে সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের বিধান কেবল ততদিন বহাল ছিল যতদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দা গ্রহন করেন নি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে এ বিধানগ্রহনযোগ্য নয়। খারিজী বিদআতীদের শীর্ষস্থানীয় ইমাম শাইখ আল উসাইমান অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করেছে। (ফাতাওয়া আল উসাইমান, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৮৯)

উত্তর ঃ- সম্মানিত পাঠক ! খারিজী বিদআতীদের এই আপত্তি সম্পূর্ণ মনগড়া এবং বানোয়াটি। আল কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে আল্লাহ পাক নির্দেশ

করেছেন যে, সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের বিধান কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর্দা গ্রহন পর্যন্ত প্রযোয্য ! এমন কোন হাদীস নেই যেখানে নির্দেশিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর্দা গ্রহনের পর ঐ বিধান মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। যদি এমন কোন আয়াত বা হাদীস থাকে তাহলে খারিজীদের উচিত মুসলিম উম্মাহর সামনে পেশ করা ইন্শা আল্লাহ মুসলিম উম্মাহ সত্যকে মেনে নিবে। কিন্তু এমন কোন আয়াত বা হাদীসের অস্তিত্ব নেই। বরং সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের বিধান যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর্দা গ্রহনের পরেও পূর্ণমাত্রায় বহাল রয়েছে সে সম্পর্কে অকাট্য দলীল রয়েছে। এই দলীল তফসীর ইবনে কাসীরে রয়েছে, তফসীরে কুরতুবীতে রয়েছে, ইমাম নবাবীর আল আজকারে রয়েছে, বাইহাকীর 'শুয়াবুল ইমানে' রয়েছে। এছাড়াও অজস্র গ্রন্থের রয়েছে। এর উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। খারিজী বিদআতীরা অন্ধ, বোবা ও বধির। হে ধর্মদ্রোহীরা ! আল্লাহ পাক কি বলেন নি যে, "ওয়া লা তাকূলূ লিমায় ইউকতালু কী সাবীলিল্লাহি আমওয়াত। বাল আহইয়ায়ুউ ওয়ালা কিল্লা তাশউরুলন" অর্থাৎ "যারা আল্লাহুর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।" (সুরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৫৪) হে ধর্মদ্রোহীরা ! আল্লাহ পাক কি বলেন নি যে, "যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরন করেছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত, তারা জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।" (সুরা আলে ইমরান - আয়াত ১৬৯)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেন নি যে, "আল্লাহ তায়ালা ভূমির জন্য নবীদের দেহকে খেয়ে ফেলা হারাম করে দিয়েছেন এবং নবীরী জীবিত থাকেন ?" হযরত আউস ইবনু আউস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "জুময়ার দিন আমার উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ প্রেরন করো কারণ তোমাদের দরুদ আমার উপর পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ ! আপনার ওফাতের পরে আমাদের দরুদ আপনার উপর কিভাবে পেশ করা হবে ? আপনার শরীর কি মাটিতে মিশে যাবে না ? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মাটির জন্য নবীগনের

শরীরকে (খেয়ে ফেলা বা ক্ষতিসাধন করা) হারাম করে দিয়েছেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। ইবনে মাজাহ - সুনান - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৪৫, হাদীস নং ১০৮৫

২। আবু দাউদ - সুনান - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৭৫, হাদীস নং ১০৪৭

৩। আবু দাউদ - সুনান - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৮৮, হাদীস নং ১৫৩১

৪। নাসাঈ - সুনান - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৯১, হাদীস নং ১৩৭৪

৫। নাসাঈ আস সুনানুল কুবরা - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৫১৯, হাদীস নং ১৬৬৬

৬। ইবনে কাসীর - তাফসীর কুরআনিল আজীম, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৫১৫

৭। আহমাদ বিন হাম্বল - আল মুসনাদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৮, হাদীস নং ১৬২০৭

৮। দারিমী - আস সুনান, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৪৫, হাদীস নং ১৫৭২

৯। ইবনে আবি শায়বা - আল মুসান্নাফ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৫৩, হাদীস নং ৭৬৯৭

১০। ইবনে খুজাইমা - আস্ সহীহ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১১৮, হাদীস নং ১৭৩৩

১১। বায্যার - আল মুসনাদ, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৪১১, হাদীস নং ৩৪৮৫

১২। ইবনে হিব্বান - আস সহীহ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৯০, হাদীস নং ৯১০

ইমাম হাকীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই হাদিসটি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আইহির শর্তানুযায়ী সহীহ (তথ্যসূত্র ঃ আল মুস্তাদরাক - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪১৩, হাদীস নং ১০২৯)। ইমাম ইবনে হাজর আসকালীন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, খুজাইমা সহীহ ঘোষনা করেছেন (তথ্যসূত্র ঃ ফাতুহুল বারী - খন্ড নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৫২৪)। ইমাম ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই হাদিসকে ইমাম ইবনে খুজায়মা, ইবনে হিব্বান, দারুকতনী এবং ইমাম নববী 'আল আযকার' এ সহীহ ঘোষণা করেছেন।

আপত্তি নং ২ ঃ- খারিজি বিদআতীরা সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের বিধানকে মানসুখ বা রহিত প্রমান করার জন্য এই প্রতিবন্ধী যুক্তিও প্রদর্শন করে যে, 'ইজা' যেখানে শব্দটি কেবল অতীতকালের ক্ষেত্রে প্রযোয্য, তাই ঐ বিধান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর্দা গ্রহনের পর আর প্রযোগ্য নয়।

উত্তর ঃ- খারিজী বিদআতীদের এই যুক্তি নেহাতই অজ্ঞতাপ্রসূত, শিশুসুলভ ও হাস্যকর। আল কুরআনে অজস্র আয়াত আছে যে আয়াত সমূহে 'ইজা' শব্দটি

ভবিষ্যৎকালের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নে এরূপ কয়েকটি আয়াত পেশ করছি এবং এই আয়াতসমূহের অনুবাদ পেশ করছি খারিজী বিদআতীদের নিজেদের কুরআন অনুবাদ থেকে -

প্রমান্য আয়াত নং ১ ঃ- ''ওয়া লাও তারা ইজ ফারিউ ফালা ফাওতা ওয়া উখিজূ মিম মাকানি ক্বারীবিন'' (সুরা সাবা - সুরা নং ৩৪, আয়াত নং ৫১)

আহলে হাদীস - সালাফী বাংলা অনুবাদ ঃ- ''তুমি যদি দেখতে যখন এরা ভীত - বিহবল হয়ে পড়বে, তখন এরা কোন প্রকার অব্যাহতি পাবে না এবং এরা অদুরে থেকেই ধৃত হবে'' (তফসীর আহসানুল বায়ান - ইসলামিক সেন্টার আল-মাজামাআহ - সাউদি আরব - পৃষ্ঠা নং ৭৫৬)

আহলে হাদীস - সালাফী ইংরেজী অনুবাদ ঃ- "If thou couldest but sec when they will quake with terror : but then there will be no escape (For them) and they will be seized from a position (Quite) near" (The holy Quran English translation of the meaning and commcntancy - king Fahd printing complex Soudi Arabia - Page no. 1292 - 1293).

প্রমান্য আয়াত নং ২ ঃ- ''ওয়া লাও তারা ইজ উক্বিফূ আলান্নারি ফাক্বালু ইয়ালায়তানা নুরাদ্দু ওয়ালা নুকাজ্জিবা বিআয়তি রব্বিনা ওয়া নাকূনা মিনাল মু মিনীন" (সুরা আনআম - সুরা নং ৬, আয়াত নং ২৭)

আহলে হাদীস - সালাফী বাংলা অনুবাদ ঃ- ''তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে দোযখের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে' হায় ! যদি আমাদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন ঘটত, তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্য বলতাম না এবং আমরা বিশ্ববাসীদের অর্ন্তভূক্ত হতাম'' (তফসীর আহসানুল বায়ান - ইসলামিক সেন্টার আল মাজামাআহ - সাউদি আরব - পৃষ্ঠা নং ২২৮)

আহলে হাদীস - সালাফী ইংরেজী অনুবাদ ঃ- "If thou couldst but see when they shall be made to stand by the fire. they will say : would that we were but sent back ! then would we not reject the signs of our lord. But would be amongst those who

belove!" (the holy Quran English translation of the meanings and commentary - king Fahd printing complex soudi Arabia - page no 228)

প্রমান্য আয়াত নং ৩ ঃ- "ওয়া লাও তারা ইজিল মুজ্‌রিমুনা নাকিসূ রুউসিহিম ইনদা রব্বিহিম রব্বানা আবস্বরনা ওয়া সামিইনা ফারজিয়না নায়মাল স্বলিহান ইন্না মুকিনু না" (সুরা সাজাদাহ - সুরা নং ৩২, আয়াত নং ১২)

আহলে হাদীস - সালাফী বাংলা অনুবাদ ঃ- "যদি তুমি দেখতে ! আপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নত করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম : এখন তুমি আমাদের পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করব। নিশ্চয়ই আমরা (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী" (তফসীর আহসানুল বায়ান - ইসলামিক সেন্টার আল মাজামাআহ সাউদি আরব - পৃষ্ঠা নং ৭২৩)

আহলে হাদীস - সালাফী ইংরেজী অনুবাদ ঃ- "If only thou couldst see when the guilty ones will bend low their heads before their lord, (saying:) our lord ! we have seen and we have heard : Now then send us back (To the world) : we will work righteousness, for we do indeed (now) believe" (The holy Quran English translation of the meanings and commentary - king Fahd printing complex - S0audi Arabia, Page no.- 1228 - 1229)

সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে, 'ইজা' (যখন) শব্দটি ভবিষ্যত কালের জন্যও প্রযোয্য। আরবী ভাষার একজন সাধারণ ছাত্রও এই নিয়ম জানে। ইবনে হিশামের মুগনি আল তাবীব এবং আল জাহারীর তাহজীব আল লুগ গ্রন্থে নির্দেশিত আছে যে, 'ইজা' শব্দটি কেবল অতীতকালের ক্ষেত্রেই প্রযোয্য নয়, ইহা ভবিষ্যত কালের জন্যও প্রযোয্য। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অজস্র আয়াতে শব্দটি ভবিষ্যৎ কালের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এর চেয়ে বড়ো প্রমান আর কি হতে পারে যে খারিজী বিদআতীদের আপত্তিটি অজ্ঞতা প্রসূত, মূল্যহীন এবং প্রতিবন্ধী ? আল্লাহ পাক খারিজী বিদআতীদের ফিৎনা থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করুন। আমীন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাদীসের আলোকে রওজা শরীফ জিয়ারত

ক। রসূলুল্লাহর কবর শরীফ জান্নাতের বাগান

হাদীস নম্বর ৫৯ ঃ- হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার ঘর এবং মিম্বার এর মধ্যবর্তী জায়গা জান্নাতের বাগানগুলির মধ্যে একটি বাগান এবং (কিয়ামতের দিন) আমার মিম্বার আমার হাউজ (কাওসার) এর উপরে থাকবে।"

তথ্যসূত্র ঃ- ১। সহীহ বুখারী - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৯৯, হাদীস নং ১১৩৫

২। সহীহ বুখারী - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬৭, হাদীস নং ১৭৮৯

৩। সহীহ বুখারী - খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২৪০৮, হাদীস নং ৬২১৬

৪। সহীহ বুখারী - খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৬৭২, হাদীস নং ৬৯০৪

৫। সহীহ মুসলিম - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০১১, হাদীস নং ১৩৯১

৬। আহমাদ বিন হাম্বল -মুসনাদ - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৩৭৬, হাদীস নং ৪৩৮

৭। ইবনে হিব্বান - সহীহ - খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৬৫, হাদীস নং ৩৭৫০

৮। তাহাবী - মাশকাল আল আসার - খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২৭৮

৯। ইবনে সায়াদ - তাবাকাতুল কুবরা - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৫৩

১০। বাইহাকী - দালায়েলুন নাবুয়াহ - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫৬৪

জরুরী ভাষ্য ঃ- মুমিনের সমগ্র ইবাদত জান্নাত প্রাপ্তির জন্যই তো ! পরকালে জান্নাত প্রাপ্তি পরকালেই নির্ধারিত হবে। কিন্তু ইহকালে সুযোগ পেয়েও যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগান অর্থাৎ রওজা শরীফ জিয়ারত করল না, তার চেয়ে অভাগা আর কে আছে।

হাদীস নম্বর ৬০ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ বিন জায়েদ মাজানি থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার ঘর এবং মিম্বর এর মধ্যবর্তী জায়গা স্বর্গের কাননসমূহের মধ্যে একটি কানন।"

তথ্যসূত্র ঃ- ১। সহীহ বুখারী - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৯৯, হাদীস নং ১১৩৭

২। সহীহ মুসলিম - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০১০, হাদীস নং ১৩৯০

৩। নাসাঈ - সুনান - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৭, হাদীস নং ৬৯৫

৪। নাসাঈ - সুনানুল কুবরা - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৫৭, হাদীস নং ৭৭৪

৫। নাসাঈ - সুনানুল কুবরা - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৮৯, হাদীস নং ৪২৮৯

৬। আহমাদ বিন হাম্বল - মুসনাদ - খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৪০ - ৪১

জরুরী ভাষ্য ঃ- উপরের হাদীসদ্বয়ে ‘বায়তি’ বা ‘আমার ঘর’ বলতে রওজা মুবারককেই বোঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কারণ, নবীগণের কবর ঐ জায়গাতেই হয় যেখানে তাঁরা ইন্তে-কাল করেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি এবং ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহে আলাইহি নিজ নিজ গ্রন্থে সংশ্রিষ্ট অধ্যায়ের নামকরনের দ্বারা বিষয়টি স্পষ্টতর করেছেন ঃ- ১। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি তাঁর সহীহ বুখারীতে প্রথম খন্ডে ‘কিতাবুত তাত্বয়া’ -তে ১৮ নং অধ্যায়ের নামকরন করেছেন ‘ফাদলি মা বায়নাল কাবর অল মিনবার।’

২। ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহে আলাইহি তাঁর সহীহ মুসলিমে কিতাবুল হজের ৯২ নং অধ্যায়ের শিরোনাম রেখেছেন ঃ ‘মা বায়নাল কাবার অল মিম্বার রওজাতা মিন রিয়াদিল জান্নাহ।’

সর্বোপরী নিম্ন বর্ণিত হাদিস সমূহে ‘আমার কবর’ কথাটি সুস্পষ্টিভাবে উল্লেখ আছে।

হাদীস নম্বর ৬১ ঃ- মুহাম্মদ বিন মানকারদ বর্ণনা করেন যে আমি যাবির বিন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে কে রওজা শরীফের পার্শ্বে কান্নারত দেখলাম। তিনি বলছিলেন, ইহাই ঐ জায়গা যেখানে অশ্রুপাত করা হয়। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘‘আমার কবর এবং মিম্বার এর মধ্যবর্তী জায়গা জান্নাতের উদ্যান - সমূহের মধ্যে একটি উদ্যান।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। আহমাদ বিন হাম্বল - মুসনাদ - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩৮৯

২। বাইহাকি - শুয়াবুল ইমান - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯১, হাদীস নং ৪১৬৩

৩। আবুল ইয়ালা - মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৯০, হাদীস নং ১৭৭৮

৪। হাইশামি - মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৮

হাদীস নম্বর ৬২ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘আমার কবর এবং মিম্বার এর মধ্যবর্তী জায়গা জান্নাতের উদ্যান - সমূহের মধ্যে একটি উদ্যান এবং (কিয়ামতের দিন) আমার মিম্বার হাওজের (কাওসার) উপরে থাকবে।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। তাহাবী - মাশকাল আল আসার - খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৬৮-৬৯

হাদীস নম্বর ৬৩ ঃ- হযরত হুজায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি এই আকাঙ্খা পোষন করে যে সে জান্নাতের কোন বাগানে নামাজ পাঠ করবে, তাহলে সে যেন আমার কবর এবং মিম্বার এর মধ্যবর্তী স্থানে নামাজ পাঠ করে।’’

তথ্যসূত্র ঃ- দায়লামী - আল ফিরদৌস - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৫৩৮, হাদীস নং ৫৬৭৬।

হাদীস নম্বর ৬৪ ঃ- হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘আমার এই মিম্বার এর পা জান্নাতে স্থাপিত আছে।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। নাসাঈ - আস্ সুনানুল কুবরা - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৫৭, হাদীস নং ৭৭৫

২। নাসাঈ - আস্ সুনানুল কুবরা - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৮৮, হাদীস নং ৪২৮৭

৩। আহমাদ বিন হাম্বাল - মুসনাদ - খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৮৯

৪। আবদুর রাজ্জাক - আল মুসান্নাফ - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৮২, হাদীস নং ৫২৪২

৫। ইবনে আবি শায়বাহ - আল মুসান্নাফ - খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৩১৮, হাদীস নং ৩১৭৩৪

খ। রওজা পাক জিয়ারত কারীর জন্য শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি

হাদীস নম্বর ৬৫ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘মান জারা ক্বাবরী ওয়াজাবাত লাহু শাফায়াতী’’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। হাইশামি - মাজামাউল জাওয়ায়েদ - খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২।

২। জাহাবী - মিজানুল এয়তেদাল - খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৫৬৭।

৩। বাইহাকী - শুয়াবুল ইমান - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯০, হাদীস নং ৪১৫৯

৪। বাইহাকী - শুয়াবুল ইমান - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯০, হাদীস নং ৪১৬০

৫। দার কুত্বনী - আস সুনান - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৭৮

৬। হাকীম তিরমিযি - নাওয়াদারুল উসুল - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৬৭

৭। ইমাম জাহাবী - মীযানুল এয়তেদাল - খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৫৬৭

৮। ইমাম নববী - আল আয়দ্বাহ, পৃষ্ঠা নং ৪৪৭

৯। কাজী আয়াজ - আশ শিফা - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬৬

হাদীস শরীফটি সহীহ হওয়ার প্রমান ঃ- ১। মহান হাদীস বিশারদ ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে এই হাদীস শরীফটির সহীহ বলে ঘোষণা করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। মানাহিলিস শিফা ফী তাখরীজি আহাদীসিশ শিফা - পৃষ্ঠা নং ৭১।

২। অন্যান্য হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম সুবুকী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি এই হাদীসের সনদ বিশ্লেষণ করার পর লিখেছেন যে, এই হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। যে হাদীস সমূহে মহানবীর কবর শরীফ জিয়ারতের উপর গুরুত্ব আরো করা হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশেরও অধিক। এই সকল হাদীস থেকে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি শক্তিশালী হচ্ছে এবং এর ফলে হাদীসটি হাসান থেকে সহীহতে উন্নীত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র ঃ- শিফা আল সাকাম ফি জিয়ারতে খয়রুল আনাম, খন্ড নং ৩ - পৃষ্ঠা নং ১১।

৩। শায়খ মাহমুদ সায়িদ মামদুহ এই হাদিসটি দীর্ঘ বিশ্লেষণের পর 'হাসান' বলে ঘোষনা করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- রাফে আল মিনারাহ্ - পৃষ্ঠা নং ৩১৮।

৪। ইমাম আবদুল হক আল ইসবিলী এই হাদীসকে সহীহ বলে ঘোষনা করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- আল আহকাম এবং জিয়ারতে কুবুর - পৃষ্ঠা নং ৬৭।

৫। ইমাম আবু হাসনাৎ আল লাখনোভী এই হাদীসকে হাসান বলে ঘোষনা করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- জাফার আল আমানি - পৃষ্ঠা নং ৪৪২ এবং আল আজই বা আল ফাদিা - পৃষ্ঠা ১৫৫।

৬। ইমাম নাবাহানী এই হাদিস এর সহীহ হওয়া সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞগনের অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- শাওয়াহিদিল হাক - পৃষ্ঠা নং ৭৭।

৭। মুহাদ্দিস ইমাম সামহুদী এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- সায়াদাত আল দারাইন - খন্ড নং ১, পৃষ্টা নং ৭৭।

৮। শাইখুল ইসলাম আল হায়শামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- আল জাওহার আল মুনাজ্জাম।

৯। মহান হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম সাখাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তথ্যসূত্র ঃ- আল কাওলুল বাদী, পৃষ্টা নং ১৬০।

১০। ইমাম জাহাবী এই হাদীসের সনদকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- এনসাই ক্লোপিডিয়া অফ ইসলামিক ডকট্রিন - শাইখ মুহাম্মদ হিশাম কাবরানী।

হাদীস অস্বীকার কারীদের আপত্তির খন্ডন ঃ- পূর্বেই প্রমান করা হয়েছে যে এই হাদিসটি সহীহ। কিন্তু হাদীস অস্বীকার করীরা বলে যে তারা এই হাদীস মানে না। কারণ এই হাদিসটি নাকি জইফ বা দুর্বল। হাদীস অস্বীকারকারীরা হাদীস মানবে কি মানবে না সে সম্পর্কে মুসলনমানদের কোন মাথাব্যাথা নেই। হাদীস অস্বীকার কারীরা হাদীস অস্বীকার করবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সকলকে সর্তক থাকতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীস শরীফ সম্পর্কে হাদীস অস্বীকার কারীদের দাবী অবৈধ মিথ্যা ও অজ্ঞতা প্রসূত। হাদীস এবং উসুলে হাদীস সম্পর্কে যাদের নূন্যতম জ্ঞান আছে তাঁরাও জানেন যে, একটি হাদীস যদি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয় তবে তা জইফ বা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের সহযোগিতায় 'হাসানে' উন্নতী হয়। হাদীস অস্বীকার কারীরা নিজেরাও এই বিধানকে স্বীকার করেন। হাদীস অস্বীকার কারীদের শীর্ষস্থানীয় স্কলার সালিহ ইবনে আবদুল আযীয বলেন যে, নামাজে বুকের উপর হাত রাখার হাদীসটি দুর্বল, কিন্তু একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার সুবাদে তা হাসানে উন্নীত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ- The magnifying glass on clarifying many common errors - Saalih Ibn Abdul Azeez - Page No.- 7

রওজা শরীফ জিয়ারত সংক্রান্ত হাদীস অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাই এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একে জাল বলে প্রচার চালানো ধর্মদ্রোহীতা এবং উগ্রপন্থা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদদ্বারা প্রতিষ্ঠিত সউদি রাজাতন্ত্রের কিছু বেতনভুক মোল্লারা ব্যতীত আর কেউ এরূপ প্রচার করে না।

মহান হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম সুবুকী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি উপরোক্ত হাদীসকে সনদ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, "এই হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। যে হাদীস সমূহে মহানবীর কবর শরীফ জিয়ারতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশেরও অধিক। এই সকল হাদীস থেকে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি শক্তিশালী হচ্ছে এবং ইহা হাসান থেকে সহীহতে উন্নীত হয়েছ।"

তথ্যসূত্র ঃ- শিফা সাকাম ফি জিয়ারাতে খায়রুল আনাম, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১১।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী অন্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, "এবং এর দ্বারা ঐ লোকদের দাবি নস্যাৎ হয়ে গেল যে রসূলুল্লাহ কবর শরীফ এবং অন্যান্য নেক বান্দাহগানের কবর অভিমুখে সফর করা নিষেধ।"

তথ্যসূত্র ঃ- ফাতহুল বারী - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৬৬।

হাদীস নম্বর ৬৬ ঃ- হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, " যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিয়তে মদিনায় উপস্থিত হয়ে আমাকে জিয়ারত করল, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান এবং শাফায়াত করব।"

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বাইহাকি - শুয়াবুল ইমান - খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯০, হাদীস নং ৪১৫৭।

২। সুয়ুতি - দুররে মানসুর - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৩৭।

৩। সুবুকি - শিফা আল সাকাম - পৃষ্ঠা নং ২৮।

৪। আসকালানী - তালখস্বিল হাবীর - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৬৭।

৫। জুরজানি - আত তারিখ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২২০।

৬। মাকরিজি - ইমতায়াল আসমায়া - খন্ড নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৬১৪।

৭। হিনদী - কানজুল আমাল - খন্ড নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৬৫২।

৮। শাওকানী - নীলুল আওতার - খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১৯৭।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি এই হাদীস শরীফকে মারফু বলেছেন। (তথ্যসূত্র - তালখস্বিল হাবীর - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৬৭)

হাদীস নম্বর ৬৭ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন

প্রয়োজন ব্যতীত কেবল আমার জিয়ারতের জন্য এল, আমার উপর সে ব্যক্তির দাবী হল যে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফয়াত করব।"

তথ্যসূত্র ঃ- ১। তাবারানী, আল মুয়াজামুল কাবীর, খন্ড নং ১২, পৃষ্ঠা নং ২২৫, হাদীস নং ১৩১৪৯।

২। তাবারানী - আল মুয়াজামুল আওসাত, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২৭৫, হাদীস নং ৪৫৪৩।

৩। হাইশামি, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২।

৪। সুবুকি - শিফা আলা সাকাম, পৃষ্ঠা নং ১৩।

৫। জাহাবি - মিজানুল এয়তেদাল - খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৪১৫।

৬। আন্দলুসি - তুহফাতুল মুহতাজ - খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৯০।

৭। সুয়ুতি - দুররে মানসুর - খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৩৭।

জরুরী ভাষ্য ঃ- হাদীস বিশেষজ্ঞগনের মতে, এই হাদীসটি সহীহ।

তথ্যসূত্র ঃ- আল সুনানুস সিহাহ মা সুরতি আন রাসুলিল্লাহ - কিতাবুল হজ।

ইমাম আসকালানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি এই হাদীসকে মারফু বলেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- লিসানুল হীজান - খন্ড ৬, পৃষ্ঠা নং ২৯।

ইমাম জাহাবীও এই হাদীসকে মারফু বলেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- মিজানুল এয়তেদাল - খন্ড ৬, পৃষ্ঠা নং ৪১৫।

হাদীস নম্বর ৬৮ ঃ- হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার কবর আমার জিয়ারত করল আমি তার সুপারিশকারী বা সাক্ষ্য হব এবং যে ব্যক্তি দুই হারমের মধ্যে যে কোন হারমে ইন্তেকাল করবে আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন ইমানদারগনের সঙ্গে তুলবেন।"

তথ্যসূত্র ঃ- ১। দার কুতনী, সুনান - খন্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৭৮।

২। বাইহাকি - আস সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২৪৫, হাদীস নং ১০০৫৩।

৩। বাইহাকি - শুয়াবুল ইমান, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৮৯, হাদীস নং ৪১৫৩।

৪। আসকালানী - আল মাত্বলিবুল আলিয়া, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৭১, হাদীস নং ১২৫৩।

হাদীস নম্বর ৬৯ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি হজ সম্পাদন করল এবং আমার ওফাতের পর আমার কবর জিয়ারত করল সে যেন আমাকে ইহকালে থাকাকালীন জিয়ারত করল।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। তাবারানি - মায়জামুল কারীর, খন্ড নং ১২, পৃষ্ঠা নং ৩১০, হাদীস নং ১৩৪৯৭।

২। তাবারানি - মায়জামুল আওসাত, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২২৩, হাদীস নং ৩৪০০।

৩। দার কুতনী - সুনান, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৭৮।

৪। বাইহাকী - আস সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২৪৬, হাদীস নং ১০০৫৪।

৫। বাইহাকী - শুয়াবুল ইমান, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৮৯, হাদীস নং ৪১৫৪।

৬। হাইশামি - মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২।

৭। সুয়ুতি - দুররে মানসুর, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৩৭।

৮। আসকালানী - আল মাতালিবুল আলিয়া, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৭২, হাদীস নং ১২৫৪।

গ। রওজা পাক জিয়ারত না করা সম্পর্কে সতর্কবানী

হাদীস নম্বর ৭০ ঃ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ করল কিন্তু আমার (রওজা পাক) জিয়ারত করল না সে আমার সঙ্গে জেফা করল।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। সুকুকি - শিফা আল সিকাম, পৃষ্ঠা নং ২১।

২। ইবনে হাজার মাক্কী - অঅল জাওহার আল মুনাজ্জাম, পৃষ্ঠা নং ২৮।

৩। পাবাহানি - শাওয়াহেদুল হক, পৃষ্ঠা নং ৮২।

হাদীস নম্বর ৭১ ঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘হযরত ইসা বিন মারিয়াম ন্যায়পরায়ন শাষক, বিচারক এবং ঈমাম হিসেবে অবশ্যই আবির্ভুত হবেন এবং সত্বর হজ বা উমরা বা উভয় নিয়তেই বেরিয়ে পড়বেন এবং তিনি আমার কবরে অবশ্যই আসবেন। তিনি আমাকে সালাম প্রদান করবেন এবং আমি তাঁকে সালামের জবাব দিব।’’

তথ্যসূত্র ঃ- হাকীম - মুস্তাদরাক, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫৯৫, হাদীস নং ৪১৬২।

রওজা শরীফ জিয়ারত কি শির্ক বা কুফর ?

ইমাম হাকীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহে এই হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। ইমাম জাহাবীও একে সহীহ ঘোষনা করেছেন।

হাদীস নম্বর ৭২ ঃ- হযরত অঅবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘শপথ ঐ সত্ত্বার যাঁর নিয়ন্ত্রনে আবুল কাসেমের প্রাণ ! ঈসা বিন মারিয়াম (আমার উম্মতের মধ্যে) ন্যায়পরয়ন বিচারক ও ইমাম হিসেবে অবশ্যই আসবেন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর হত্যা করবেন, যুদ্ধরত দলগুলির মধ্যে সন্ধি স্থানন করে শত্রুতা সমাপ্ত করবেন। তাঁকে সম্পদ রাশি প্রদান করতে চাওয়া হবে কিন্তু তিনি তা গ্রহন করবেন না। তারপর তিনি যদি আমার কবরে দাঁড়িয়ে বলবেন, ‘ইয়া মুহাম্মদ !’ তাহলে আমি তাঁকে অবশ্যই উত্তর প্রাদান করব।’’

তথ্যসূত্র ঃ- ১। হাইশামি - মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৮, পৃষ্ঠা নং ২১১।

২। আবুল ইয়ালা-আল মুসনাদ, খন্ড নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৪৬২, হাদীস নং ৬৫৮৪।

৩। আসকালানী - আল মুত্বালিবুল আলিয়া, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪৯, হাদীস নং ৪৫৭৪।

ইমাম হাইশামি রাহমাতুল্লাহি আলাইহে বলেন, এই হাদীসের রেজাল সহীহ (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৮, পৃষ্ঠা নং ২১১)

ঘ। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রওজা শরীফের পাশ্বে সমাহিত হওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন

হাদীস নম্বর ৭৩ ঃ- হযরত আমর ইবন মায়মুল আওদি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে দেখেছি, তিনি আপন পুত্র আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, ‘তুমি’ উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার নিকটে গিয়ে বল, উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। এরপর আমাকে আপন সাথীদ্বয় (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বাকার) এর পাশে দাফন করতে তিনি সম্মত আছেন কি না? আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি পূর্ব থেকেই নিজের জন্য এর আশা পোষন করতম, কিন্তু আজ উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে নিজের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি।’ আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ফিরে এলে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলেন, কি বার্তা নিয়ে এলে ? তিনি বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন ! তিনি (আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আপনার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন।' উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সেখানে শয্যা রাভ করাই আমার নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইন্তেকালের পর আমার শরীর বহন করে (আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার নিকটে উপস্থিত করে) তাঁকে সালাম জানিয়ে বলবে, উমর ইবন খাত্তাব (পুনরায়) আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। তিনি অনুমতি দিলে, সেখানে আমাকে দাফন করবে। অন্যথায় আমাকে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। সহীহ বুখারী - কিতাবুল জানায়েজ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৬৯, হাদীস নং ১৩২৮
২। সহীহ বুখারী - কিতাবুল জানায়েজ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৩৫৫, হাদীস নং ৩৪৯৭

ঙ। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর রওজা শরীফ জিয়ারত

রওজা শরীফে হযরত উমরের উপস্থিতি এবং সালাম প্রেরণ ঃ- হযরত আবু উবায়দাহ বিন জারবাহ কর্তৃক প্রেরিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন লোকজনকে সিরিয়া অভিমুখে কুচ করার জন্য শহর থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দান করেন, তখন হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে চার রাকায়াত নাজাম পাঠ করেন এবং তারপরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফে উপস্থিত হয়ে সালাম প্রদান করেন।'' তথ্যসূত্র ঃ- ফুতুহুশ শাম, ইমাম ওয়াকেদী, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩০৬ এবং ৩০৭।

কায়াব আল অহবারকে সঙ্গে নিয়ে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আরহু-এর রওজা শরীফ জিয়ারত ঃ- কায়াব আল আহবারের ইসলাম গ্রহনের পর হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর জিয়ারতের জন্য কি আপনি আমার সঙ্গে মদিনা মুনাওয়ারা যাবেন ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন।'' অতঃপর কায়াব আল আহবার এবং হযরত উমর ফারুক মদিনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারকে উপস্থিত হন এবং সালাম প্রদান করেন। তারপরে তাঁরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কবর মুবারকে গিয়ে তাঁকে সালাম নিবেদন করেন এবং দু রাকায়াত নামাম পাঠ করেন।'' তথ্যসূত্র ঃ- ১। ফুতুহুশ শাম, ইমাম ওয়াকেদী, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩১৮ এবং ৩০৭। ২) আল জাওহার আল মুনায্যাম - পৃষ্ঠা নং ২৭।

চ। রওজা শরীফে এসে সাহাবীর কর্তৃক মহানবীর নিকট বৃষ্টির জন্য অনুরোধ ও সুফলপ্রাপ্তি

হাদীস নম্বর ৭৪ ঃ- হযরত মানিক দার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, "হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু - এর যুগে জনগন দূর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। একজন সাহাবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরে এসে বলল- 'ইয়া রসূলুল্লাহ ! আপনি আল্লাহ পাকের নিকট স্বীয় উম্মতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন কারণ তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে স্বপ্নে দর্শন দান করলেন এবং বললেন, ''উমরের নিকটে গিয়ে তাঁকে আমার সালাম জানাও এবং তাঁকে বল যে, বৃষ্টি হবে। তাঁকে বল যে, 'বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন কর, বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন কর।' এই সংবাদ শুনে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে উঠলেন এবং বললেন, 'সম্পূর্ণ অক্ষম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি সর্বত্র চেষ্টা করি।'

তথ্যসূত্র ঃ- ১। ইবনে আবি শাইবাহ - আল মুসান্নাফ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৩৫৬ - ৩২০০২।
২। বাইহাকী - দালায়েলুন নাবুয়য়াহ, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৪৭।
৩। ইবনে আবদুল বার - আল ইসতিয়ার ফী মায়ারেফুল আসহাব, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৪৭।
৪। সুবুকি - শিফা আস সিকাম - পৃষ্ঠা নং ১৩০।
৫। হিনদী - কানজুল আমাল, খন্ড নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৪৩১, হাদীস নং ২৩৫৩৫।

জরুরী ভাষ্য ঃ- ১। ইমাম ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেছেন যে, এই রেওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

তথ্যসূত্র ঃ- আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১৬৭।

২। সহীহ বুখারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তফসীরকার ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে লিখেছেন যে, এই রেওয়ায়েত ইবনে আবি শাইবাহ সহীহ আসনাদের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। (তথ্যসূত্র ঃ- ফাতহুল বারী, খন্ড নং ৪৯৫ - ৪৯৬।)

৩। বিরোধীদের তথাতথিত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এই রেওয়ায়েতকে সমর্থন করেছেন। (তথ্যসূত্র ঃ- ইকতিদ্বাহ সীরাতুল মুসতাকীম, পৃষ্ঠা নং ৩৭৩।)

৪। ইমাম জাহাবী এই রেওয়ায়েতকে সমর্থন করেছেন।

(তথ্যসূত্র ঃ- তারিখে ইসলাম আহেদ আল খুলাফায়ে রাশিদীন, পৃষ্ঠা নং ২৭৩।)

৫। ইমাম কাসতালানী এই রেওয়ায়েতের সনদকে সহীহ বলেছেন।

(তথ্যসূত্র ঃ- আল মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২৭৬।)

৬। ইমাম জোরকানি এই রেওয়ায়েত সহীহ হওয়া সম্পর্কে ইমাম কাসতালানীকে সমর্থন করেছেন। (তথ্যসূত্র ঃ- শারাহ, খন্ড নং ১১, পৃষ্ঠা নং ১৫০ - ১৫১।)

মালিক দ্বার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর রেওয়ায়েত সম্পর্কে হাদীস অস্বীকার কারীদের নেতা নাসিরুদ্দিন আলবানীর আপত্তি সমূহের খন্ডন ঃ- কুখ্যাত হাদীস অস্বীকারকারী নাসিরুদ্দিন আলবানী হযরত মালিক দ্বার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত উপরিল্লিখিত হাদীসখানীকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। হাদীস অস্বীকারকারীরা ইচ্ছেমত হাদীস অস্বীকার করবে, এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই কিন্তু আপত্তি সমুহের অজুহাতে তারা হাদীস অস্বীকার করে, সেই অসার আপত্তি সমূহকে খন্ডন করা এবং মুসলিম উম্মাহকে এসম্পর্কে অবহিত করা আমাদের ইমানি দায়িত্ব। নিম্নে মালিক দ্বার এর রেওয়ায়েত সম্পর্কে বিদআতি নাসিরুদ্দিন আলবানীর অসার আপত্তিগুলিকে খন্ডন করা হল ঃ-

নাসিরুদ্দিন আলবাণীর প্রথম আপত্তি ঃ- গুস্তাখে রাসুল নাসিরুদ্দিন আলবানী সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে লিখেছে যে, আমরা এই ঘটনাকে সহীহ বলে স্বীকার করি না কারন মালিক দ্বার এর বিশ্বস্ততা এবং স্মৃতিক্ষমতা সুপরিচিত নয় এবং উসুলে হাদীসে কোন রাবীর গ্রহনযোগ্যতার এদুটিই হোল মূল শর্ত। ঈমাম ইবনে আবী হাতিম রাজী ''কিতাবুল জারাহ ওয়াত তায়াদীল'' গ্রন্থে মালিক দ্বার সম্পর্কে আলোচনার সময় আবু সালিহ ব্যতীত অন্য কোন রাবীর নাম উল্লেখ করেন নি যারা তার নিকট থেকে রেওয়ায়েত গ্রহন করেছেন। এখান থেকে প্রমানিত হচ্ছে যে, ইবনে আবি হাতিম যিনি স্বয়ং শায়খুল ইসলাম এবং হাফিজে হাদীস ছিলেন, তিনি এমন একজনের নামও উল্লেখ করেন নি যিতি তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। অনুরূপভাবে, হাফিজ মানজারি মালিক দ্বার সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি তাঁর সম্পর্কে জানি না। হাইশামিও 'মাজমাউজ জাওয়ায়েদ' গ্রন্থে এরূপ বলেছেন..........।

(তথ্যসূত্র ঃ- আত তাওয়াসসুল - আহকামুহু ওয়া আনওয়াহু, নাসিরুদ্দিন আলবানী।)

নাসিরুদ্দিন আলবাণীর আপত্তির খন্ডন ঃ- প্রিয় পাঠক ! হাদীস অস্বীকারকারী নাসিরুদ্দিন আলবানীর ছলনা দেখুন ! হযরত মালিক দ্বার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিশ্বস্ততা অস্বীকার করার জন্য এই বিদআতী ঐ হাদীস বিশেজ্ঞগনের কথা উল্লেখ

করেছে যারা হযরত মালিক দ্বার সম্পর্কে নীরব থেকেছেন কিংবা কোন অভিমত পোষন করেনে নি। এখান থেকে কিভাবে প্রমানিত হল যে, হযরত মালিক দ্বার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অবিশ্বস্ত কিংবা অপরিচিত রাবী ঈমাম ইবনে আবি হাতীম এবং হাফেজ মানজারি কি বলেছেন যে হযরত মালিক দ্বার অবিশ্বস্ত ? ইহা কত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, নাসিরুদ্দিন আলবানী ঐ ইমামগনের কথা উল্লেখ করল যারা হযরত মালিক দ্বার সম্পর্কে নীরব থেকেছেন কিন্তু ঐ অজস্র ঈমামগনের কথা উল্লেখ করল না যারা হযরত মালিক দ্বার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে অকুন্ঠচিত্তে বিশ্বস্ত বলে ঘোষনা করেছেন ! কোন কোন মহান হাদীস বিশেষজ্ঞ তাঁকে 'সাহাবী' বলে বিশেষিত করেছেন এবং কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ তাঁকে 'তাবেঈ' বলে বিশেষিত করেছেন। নাসিরুদ্দিন আলবানীর ছলনা উন্মোচন করার জন্য নিম্নে কিছু মহান হাদীস - বিশেষজ্ঞের অভিমত পরিবেশন করা হল ঃ-

১। সহীহ বুখারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তফসীরকার ঈমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি হযরত মালিক দ্বারকে 'সাহাবি' বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার বলেন, 'হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর আজাদ কৃত দাস মালিক ইবনে আয়াজকে মালিক দ্বার নামে ডাকা হয়। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ করেছিলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট থেকে হাদীস শ্রবন করেছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক হযরত উমর ফারুক, হযরত মুয়াজ এবং হযরত আবু উবাইদার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে হযরত আবু সালিত আল সামান এবং তাঁর (মালিক দ্বার এর) পূত্রদ্বয় হযরত আওন এবং হযরত আবদুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেন।'' (তথ্যসূত্র ঃ- আল আসাবা ফি তাময়িজ আস সাহাবা ইবনে হাজার আসকালানী , খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৭৪।)

ঈমাম ইবনে হাজার আসকালানী হযরত মালিক দ্বার সম্পর্কে আরও লিখেছেন যে, ঈমাম বুখারী স্বীয় 'আত তারিখুল কাবীর' গ্রন্থে (খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৩০৪ - ৩০৫) মালিক দ্বার এর নিকট থেকে আবু সালিহ জাকওয়ানের সূত্রে রেওয়ায়েত গ্রহন করেছেন যে, হযরত উমর দূর্ভিক্ষের সময় বলেছিলেন,'সম্পূর্ন অক্ষম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি সর্বত চেষ্টা করি।'.......... আবু উবাইদাহ তাঁর (মালিক দ্বার) সম্পর্কে বলেছেন যে, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে স্বীয়

পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পন করেন। যখন হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হন, তখন তিনি মালিক দ্বারকে 'উজিরে খাজানা' নিযুক্ত করেন এবং এজন্যই তাঁর নাম মালিকে দ্বার (ঘরের মালিক) হয়ে যায়।

(তথ্যসূত্র ঃ- আল আসাবা ফি তাময়িজ আস সাহাবা ইবনে হাজার আসকালানী , খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৭৪।)

২। ইমাম জাহাবী ও হযরত মালিক দ্বারকে 'সাহাবী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (তথ্যসূত্র ঃ- তাজরিদ আসমাউল সাহাবা)

৩। ইমাম তাকিউদ্দিন ইবনে ফাহাদ আল মাক্কীও হযরত মালিক দ্বারকে সাহাবীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (তথ্যসূত্র ঃ- মুখতাসার আসমাউল সাহাবা)

৪। ইবনে সায়াদ হযরত মালিক দ্বারকে 'তাবেঈ' বলে উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে, ''মালিক দ্বার হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর আজাদ কৃত দাস ছিলেন।" তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত উমর এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার নিকট থেকে আবু সালেহ সাম্মান রেওয়ায়েত করেন। তিনি 'মায়ারুফ' (সুপরিচিত রাবী) ছিলেন।

(তথ্যসূত্র ঃ- আত তাবাকাত আল কুবরা - ইবনে সায়াদ , খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১২)

৫। ইমাম হাফেজ খলিলি হযরত মালিক দ্বার সম্পর্কে বলেন যে, মালিক দ্বার এর বিশ্বস্ততা সর্বসম্মত এবং তাবেঈগন তাঁর বিপুল প্রশংসা করেছেন।

(তথ্যসূত্র ঃ- কিতাব আল ইরশাদ ফী মায়ারেফাত উলেমা আল হাদীস)

নাসিরুদ্দিন আলবাণীর ফির্কা পারাস্ত দ্বিচারিতা ঃ- প্রিয় পাঠক ! জেনে অবাক হবেন যে, নাসিরুদ্দিন আলবানী হযরত মালিক দ্বার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ন্যায় সাহাবী (কিংবা ন্যুনতম পক্ষে তাবেঈ) এর রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করছে যার উপর স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম এত আস্থাশীল ছিলেন যে তাঁকে 'উজিরে খাজানা' বানিয়েছিলেন। অথচ সে হযরত মালিক দ্বার এর চেয়ে কম মর্যাদাপর্ন রাবীর রেওয়ায়েত গ্রহন করেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

১। সালিহ বিন খাওয়াতকে নাসিরুদ্দিন আলবানী সিলসিলাতুল আহাদিস আস সহীহ গ্রন্থে হাসান ঘোষনা করেছে কারন ইবনে হিব্বান কিতাবুস সিকাহ গ্রন্থের তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন এবং একদল লোক তাঁর নিকট থেকে রেওয়ায়েত গ্রহন

করেছেন (খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪৩৬)। উল্লেখ্য, এই সালিহ বিন খাওয়াত ছিলেন অষ্টম প্রজন্মের রাবী। (তথ্যসূত্র ঃ- তাকরীব আত আহাযীব, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩৫৯)

প্রিয় পাঠক ! একটু ভাবুন ! ইবনে হিব্বান কর্তৃক উল্লেখিত হওয়াই এবং একদল লোক রেওয়ায়েত গ্রহন করার কারনে অষ্টম প্রজন্মের একজন রাবী যদি 'হাসান' বলে বিবেচিত হন তাহলে সাহাবী (কিংবা ন্যুনতম পক্ষে তাবেঈ) হযরত মালিক দ্বার 'হাসান' নন কোন যুক্তিতে ? ইবনে হিব্বান তে স্বীয় 'কিতাবুস সিকাহ' গ্রন্থে তাঁর কথাও উল্লেখ করেছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগন তো তাঁর নিকট থেকেও হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। আল্লাহ পাক এই খারিজী বিদআতীদের ফিৎনা থেকে মুসলমানগণকে নিরাপদ রাখুন।

২। আবু সাঈদ গাফ্ফারিকে নাসিরুদ্দিন আলবানী তাঁর 'সিলসিলাতুল আহাদীস আস সহীহ'' গ্রন্থে হাসান ঘোষনা করেছে। আলবানীর মতে, আবু সাঈদ গাফ্ফারী মাজহুল বা অপরিচিত রাবী ছিলেন না কারন দুজন রাবী তাঁর নিকট থেকে রেওয়ায়েত গ্রহন করেছেন। আলবানী আরও লিখেছে যে, 'তিনি তাবেঈ ছিলেন হাফিজদের একটি জামায়াত তার হাদিসকে হাসান বলেছেন। হাফেজ ইরাকী তার রেওয়ায়েতকে জাইয়েদ বলেছেন এবং এতে কোন ক্ষতি নেই। এখান থেকে আমি আশ্বস্ত হলাম এবং আমার মন সন্তুষ্ট হল'। (তথ্যসূত্র ঃ- সিলসিলাতুস সহীহা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৯৮)

প্রিয় পাঠক ! দুজন রাবী আবু সাঈদ গাফ্ফারীর নিকট থেকে রেওয়ায়েত গ্রহন করায় এবং হাফিজদের একটি দল তাঁর হাদীসকে হাসান বলায়, আলবানী আবু সাঈদ গাফ্ফারীকে 'হাসান' বলে ঘোষনা করল। কিন্তু হযরত মালিক দ্বার এর ক্ষেত্রে নাসিরুদ্দিন আলবানী একই মানদন্ড ব্যবহার করল না কেন ? এই দ্বি-চরিতা কাদের অঙ্গুলীহেলনে ? হযরত মালিক দ্বার তো আরও উচুঁ দ্বারের ব্যক্তিত্ব। তাঁর নিকট থেকেও তো একাধিক রাবী রেওয়ায়েত গ্রহন করেছেন এবং হাদীস বিশেষজ্ঞগন তো তাঁর হাদীসকেও হাসান বলে ঘোষনা করেছেন। আল্লাহ পাক এই বিবাদ সৃষ্টিকারী বিদআতীদের ফিৎতা থেকে মুসলমানগণকে নিরাপদ রাখুন।

৩। ইয়াহিয়া বিন আরিয়ান হারবীকে নাসিরুদ্দিন আলবানী 'হাসান' ঘোষনা করেছে। আল বানীর মতে খাতিব বাগদাদী 'তারীখে বাগদাদ'' (খন্ড নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ১৬১) গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি বাগদাদের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন।

(তথ্যসূত্র ঃ- সিলসিলাতুস সহীহা, নাসিরুদ্দিন আলবানী, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৯)

প্রিয় পাঠক ! ভেবে দেখুন ! একজন মাত্র হাদীস বিশেষজ্ঞ ইয়াহিয়া বিন আরিয়ান রাবীকে 'মুহাদ্দিস' বলে পরিচয় প্রদান করেছেন। উপরোক্তু তিনি মন্তব্যও করেননি যে, উক্ত রাবী 'বিশ্বস্ত' না কি 'অবিশ্বস্ত'। তা সত্ত্বেও আলবানী উক্ত রাবীকে হাসান বলে ঘোষনা করল ! অথচ তাঁর চেয়ে বহু উঁচু ধরনের ব্যক্তিত্ব হযরত মালিক দ্বারকে 'অপরিচিত' বলে ঘোষনা করল। ইংরেজ রাজতন্ত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাউদি রাজতন্ত্রের বেতনভুক্ত মোল্লাদের ফিৎনা থেকে আমাদের নিরাপদ রাখুন।

নাসিরুদ্দিন আলবাণীর দ্বিতীয় আপত্তি ঃ- হযরত মালিক দ্বার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর রেওয়ায়েত সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন আলবানীর আর একটি খোঁড়া আপত্তি হল যে, এই রেওয়ায়েতের একজন রাবী আয়মাশ ছিলেন মুদাল্লিস। তাই এই রেওয়ায়েত পবিতায্য।

নাসিরুদ্দিন আলবাণীর দ্বিতীয় আপত্তিপ খন্ডন ঃ- আলবানীর এই আপত্তিটি সম্পূর্ণ মনগড়া ও অসার। বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য আমি মুদাল্লিসের সংজ্ঞা আলবানীদের গ্রন্থ থেকেই হুবাহুব তুলে ধরছি। বিরোধীদের প্রচার সংস্থা 'বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা' কর্তৃক প্রকাশিত 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে মুদাল্লিসের সজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, ''যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়েখ (উসতাদ) এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না একথা নিশচিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন তথা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কার ভাবে বলে দেন।'' (তথ্যসূত্র ঃ- সহীহ মুসলিম বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম খন্ড, ইলমে হাদীসের কতিপয় পবিভাষা, পৃষ্ঠা নং ২০)

সুতরাং, বিরোধীদের অনুযায়ী প্রমানিত হয়ে গেল যে, মুদাল্লিস যদি সিকাহ রাবী থেকে তাদলীস করেন কিংবা পরিষ্কারভাবে বলে দেন যে তিনি স্বীয় শায়খের

নিকট থেকে শুনেছেন তবে তার রেওয়ায়েত সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য। হযরত আয়মাশ তো স্বীয় শাইখ আবু সালিহ যাকওয়ান সাম্মান এর নিকট থেকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই রেওয়ায়েত সন্দেহতীতভাবে গ্রহনযোগ্য। ঈমাম জাহাবী লিখেছেন যে, যখন আয়মাশ ''আল'' শব্দের দ্বারা রেওয়ায়েত করেন তখন সন্দেহের আশঙ্খা থাকে কিন্তু যখন স্বীয় শায়খ যেমন ইবরাহীম, ইবনে আবু ওয়ায়েল, আবু সালিহ সাম্মান প্রমুখগণ থেকে রেওয়ায়েত করেন, তখন সেই রেওয়ায়েত ইত্তিসালের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।'' (তথ্যসূত্র ঃ- মিজানুল এয়তেদাল, জাহাবী, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩১৬।)

ঈমাম জাহাবী স্বয়ং এই রেওয়ায়েতকে সিকা বলেছেন এবং আয়েম্মাগন এই হাদীসকে নিজেদের গ্রন্থবলীতে গ্রহন করেছেন।

হাদীস অস্বীকার কারীদের তৃতীয় আপত্তি ঃ- হাদীস অস্বীকার কারীরা একটি ক্ষীন আপত্তি উত্থাপন করে যে, আবু সালিহ জাকওয়ান এবং মালিক দ্বার এর মধ্যে সাক্ষাত ঘটেছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তৃতীয় আপত্তি খন্ডন ঃ- সেই সন্দেহ অমূলক ও ভিত্তিহীন। আবু সালিহ এবং মালিক দ্বার উভয়েই ছিলেন মদিনার অধিবাসী এবং আবু সালিহ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাছাড়া উসুলে হাদীসের মানদন্ড অনুযায়ী কোন সনদ গ্রহনের জন্য কেবল সমসাময়িকতাই পর্যাপ্ত যেমনটি ঈমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ'র মুকাদ্দামায় এই উসুলের উপর ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।

হাদীস অস্বীকার কারীদের চতুর্থ আপত্তি ঃ- হাদীস অস্বীকার কারীরা একথাও বলে যে, এই রেওয়ায়েত সহীহ হলেও হুজ্জাত নয় কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর শরীফ গমনকারী ব্যক্তি অপরিচিত। তাঁর পরিচয় কেবল সাইফ বিন উমর তামিমীর রেওয়ায়েত 'বিলাল' নামে উল্লিখিত আছে।

চতুর্থ আপত্তির খন্ডন ঃ- এই আপত্তিটি অগ্গতা প্রসূত। সংশ্লিষ্ট হাদীসের গ্রহন যোগ্যতা বিলালের উপর নয় বরং হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আমলের উপর নির্ভর করেছে। তিনি বিলালের বিবরণ সম্পর্কে আপত্তি প্রকাশ

করেন নি, বরং স্বীকার করেছেন। ক্রন্দন করেছেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট করুন আর্তি নিবেদন করেছেন। সুতরাং কবর শরীফে গমনকারী ব্যক্তি সাহাবীই হোক বা তাবেঈ তার পরিচয় রেওয়ায়েতের উপর কোন প্রভাব ফলছে না।

হযরত মালিক দ্বার এর রেওয়ায়েতের আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হল যে, (ক) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর্দা গ্রহনের পর 'ইয়া রসূলুল্লাহ' বলা বৈধ। (খ) তাওয়াসসুল এবং ইসতিগাসার (সাহায্য অন্বেষনের) নিয়তে রওজা শরীফ জিয়ারত বৈধ। (গ) আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগনের কবর শরীফে গিয়ে ওসিলা অবলম্বন করা এবং সাহায্য প্রার্থণা করা বৈধ। (ঘ) কবর পাকে আগমনকারী ব্যক্তিকে মহানবী কর্তৃক স্বপ্নে সাক্ষাত প্রদান থেকে প্রমানিত হয় যে, পর্দা গ্রহনের পর মনিষীবর্গের নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা বৈধ। যদি তা না হত, তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিষেধ করে দিতেন। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আম্বীয়ায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা হয় বাহ্যিক অর্থে। প্রকৃত সাহায্যকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ পাক। একমাত্র আল্লাহ পাকই সকল সাহায্যের উৎস। নবী ও ওলীগন হচ্ছেন সেই সাহায্যের বিকাশস্থল। মুসলমানগন এই আকীদায় পোষ করেন।

হাদীস নং ৭৫ ঃ- উম্মুল মুমীনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা প্রায়ই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর শরীফ জিয়ারত করতেন। মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি যখন ঐ ঘরে প্রবেশ করতাম যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমার পিতা কবরস্থ আছেন। আমি স্বীয় চাদর এভেবে খুলে দিতাম যে এখানে আমার স্বামী ও পিতাই তো রয়েছেন। কিন্তু যখন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে দাফন করা হল, আল্লাহ পাকের শপথ, তখন থেকে হযরত উম্ম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা কে লজ্জার কারনে কানড় আবুত না হয়ে কখনও সে ঘরে প্রবেশ করতাম না।"

তথ্যসূত্র ঃ- ১। আহমাদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২০২।

২। হাকিম, মুস্তাদরাক, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৬১, হাদীস নং ৪৪০২।

৩। হায়শামি, মাজামাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৮, পৃষ্ঠা নং ২৬।

৪। হায়শামি, মাহামাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৩৭।

ইমাম হায়শামি রাহমাতুল্লাহি আলাইহে বলেন, এই হাদীসের রেজাল সহীহ।

ছ। দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তির জন্য মা আয়েশা কর্তৃক মদীনাবাসীগণকে রওজা শরীফকে ওসিলা বাননোর পরামর্শ

হাদীস নম্বর ৭৬ ঃ- উম্মুল মুমীনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে পরিত্রান প্রাপ্তির জন্য মদিনাবাসীগণকে রওজা শরীফে উপস্থিত হয়ে তাওয়াসসুলের উপদেশ প্রদান করতেন। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মদিনাবাসীগণ একবার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েন। তাঁরা মা আয়েশার নিকট এসম্পর্কে ফরিয়াদ করেন। তিনি তাঁদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফে গিয়ে সেখানকার ছাদে একটি ছিদ্র করতে বলেন এবং রওজা পাক ও আকাশের মাঝে কোন বাধা না রাখতে নির্দেশ দেন। তাঁরা তাই করেন। অতঃপর মুষলধারে বৃষ্টি নামে। এতে সর্বত্র সবুজ ঘাস জন্মায় এবং উটসমূহ এত হৃস্টপুষ্ট হয়ে পড়ে যেন চর্বিতে ফেটে পড়বে। এই বছরটিকে 'প্রাচুর্যের বছর' বলা হয় (আবু নুয়াইম এই বর্ণনা শুনেছিলেন সাঈদ ইবনে যায়দ হতে, তিনি আমর ইবনে মালিক আল নুকুরী হতে; তিনি আবুল জাওযা আউস বিন আবদিল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে এটি বর্ণনা করেন।)

তথ্যসূত্র ঃ- ১। দারিমী, সুনান, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৫৬, হাদীস নং ৯২।

২। ইবনে আল জাওজি, আল ওয়াফার বি আহওয়ালিল মোস্তাফা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৮০১।

৩। ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকী, শিফাউস সিকাম ফী জিয়ারাতে খায়রুল আনাম, পৃষ্ঠা নং ১২৮।

৪। ইমাম কাসতালানী, আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২৭৬।

৫। ইমাম যুরকানী, শারহে মাওয়াহিব, খন্ড নং ১১, পৃষ্ঠা নং ১৫০।

৬। আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, আশমাউল লামায়াহ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫৯৯।

৭। দারিমী, সুনান, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৫৬, হাদীস নং ৯২।

জরুরী ভাষ্য ঃ- শায়খুল ইসলাম শায়খ মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালিকী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন, এই রেওয়ায়েতের সনদ শক্তিশালী। আমার মতে, এটি

সহীহ। উলেমাবৃন্দ এর নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি সমর্থন করেছেন এবং প্রায় সমকক্ষ বিশ্বস্ত প্রামানিক দলীল দ্বারা এর খাঁটি হবার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করেছেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- শিফাউল ফুয়াদ বি যিয়ারতি খায়রুল এবাদ, পৃষ্ঠা ১৫৩।

মা আয়েশার হাদীস সম্পর্কে খারিজীদের আপত্তিসমূহের খন্ডন ঃ- মা আয়েশা বর্ণিত উপরের সহীহ হাদীসটি সম্পর্কেও খারিজীরা বিভিন্ন অসার আপত্তি উপস্থাপন করে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। খারিজীদের আপত্তিসমূহকে নীচে খন্ডন কর হল -

খারিজীদের প্রথম আপত্তি ঃ- খারিজীদের প্রথম আপত্তি হল যে, এই রেওয়ায়েত 'মাওকুফ' অর্থাৎ ইহা সাহাবা পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং ইহা মা আয়েশা সিদ্দিকার বানী; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ নয়। তাই এর সনদ সহীহ হলেও গ্রহন যোগ্য নয়।

খারিজীদের প্রথম আপত্তির উত্তর ঃ- এটি সম্পূর্ণ মনগড়া আপত্তি। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ঈমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে স্বীয় 'সহীহ' বুখারী গ্রন্থে 'মাওকুফ' হাদীস গ্রহন করেছেন। ফলে 'মাওকুফ' হাদীস সহীহ হলেও গ্রহনযোগ্য নয়, একথা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত; এর রেওয়ায়েত সহীহ হওয়ার বিষয়ে যেমন সন্দেহ নেই, তেমনি এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রদত্ত আমলের বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম কোন আপত্তি করেন নি। এর দ্বারা বিষয়টির উপর সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত প্রতিফলিত হচ্ছে। সুতরাং এমন আমলের উপর শির্ক ও বিদাতের ফতোয়া আরোপ করা সাহাবায়ে কেরামের ইমানের উপর আক্রমন হানা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সাহাবায়ে কেরামকে অনুসরন করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক সাহাবাগন হল তারকারজির ন্যায় যার সাহায্যে রাস্তা অনুসন্ধান করা যায়। সুতরাং তুমি তাদের যে কারও মত গ্রহন কর সা কেন, হেদায়েত লাভ করবে।

তথ্যসূত্র ঃ- আবদুবুন হুমায়দ, মুসনাদ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৫০, হাদীস নং ৭৮৩।

খারিজীদের দ্বিতীয় আপত্তি ঃ- খারিজীদের দ্বিতীয় আপত্তি হল যে, এই রেওয়ায়েতের একজন রাবী আবু নোয়মানের বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং যেহেতু আমরা জানি না যে, সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতখানি তাঁর স্মৃতি ক্ষয়ের পূর্বেকার না পরবর্তী সময়ের, তাই রেওয়ায়েত প্রমান দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না।

রসূলুল্লাহ খারিজীদের দ্বিতীয় আপত্তির খন্ডন ঃ- খারিজীদের এই আসার আপত্তির উত্তর হাদীস বিশেষগন সুস্পষ্টভাবে প্রদান করেছেন। আবু নোয়মান ছিলেন চরম বিশ্বস্ত রাবী। ইমাম জাহাবী বলেন, ''তিনি ইমাম বুখারীর শিক্ষক এবং হাদীসের হাফেজ এবং পরম ন্যায় পরায়ন ছিলেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- মীজানুল এয়তেদাল, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৯৮।

শেষ বয়সে আবু নোয়ামানের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে ইমাম জাহাবী লিখেছেন যে, 'দার কুতনী অভিমত পোষন করেছেন যে জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁর স্মৃতি শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল কিন্তু স্মৃতি দৌর্ব্যল্যের পরে তাঁর নিকট থেকে কোন মুনকির হাদীস বর্ণিত হয় নি।''

তথ্যসূত্র ঃ- মীজানুল এয়তেদাল, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৯৮।

ইমাম জাহাবী আরও লিখেছেন যে, ইবনে হিব্বান বলেছেন বটে যে, স্মৃতি দৌর্বল্যের পরে আবু নোমান কর্তৃক মানাকীর প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তিনি নিজ বক্তব্যের স্বপক্ষে একখানি হাদীসও পেশ করতে পারেন নি এবং প্রকৃত সত্য হল তাই, যা ইমাম দারকুতনী ব্যক্ত করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- মীজানুল এয়তেদাল, খন্ড নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২৯৮।

ইমাম জাহাবী আল কাশফ গ্রন্থে আরও খোলাসা করে লিখেছেন যে, ইন্তে -কালের পূর্বে আবু নোয়ামানের স্মৃতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল কিন্তু তিনি আর হাদীস রেওয়ায়েত করেন নি।

তথ্যসূত্র ঃ- আল কাশাফ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২১০।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও লিখেছেন যে, আবু নোয়ামানের বিশ্বস্ত তা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর স্মৃতি পরিবর্তন জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে পরিলক্ষিত হয়েছিল। তথ্যসূত্র ঃ- তাকরীর আল তাহজীব, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৫০২।

আবু নোয়মান সম্পর্কিত আপত্তি খানির আসারতা এখান থেকেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে আবু নোয়মান রেওয়ায়েত কৃত প্রায় একশটি হাদীস অর্ন্তভূক্ত করেছেন। সব হাদীসই তাঁর স্মৃতি দৌর্বল্যের পূর্ববর্তী সময়ের। স্মৃতি দৌর্বল্যের পরে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেন নি। সুতরাং তাঁর সব রেওয়ায়েতই গ্রহন যোগ্য।

খারিজীদের তৃতীয় আপত্তি ঃ- খারিজীরা আর একটি অসার আপত্তি উত্থাপন করে যে, সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতের একজন রাবী সাঈদ বিন জায়েদ সামান্য জাইফ ছিলেন। তারা বলে হাফেজ ইবনে হাজার আমকালানী লিখেছেন যে, তিনি (সাঈদ বিন জায়েদ) তো অবশ্যই সৎ ও বিশ্বস্ত, কিন্তু তিনি কখনও কখনও ত্রুটি করে ফেলেন (তাকরীবুল তাহজীব, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৩৬)। অনুরূপ অভিমত ইমাম জাহাবীও পেশ করেছেন।

খারিজীদের তৃতীয় আপত্তির খন্ডন ঃ- সাঈদ বিন জায়েদ সম্পর্কে খারিজীদের আপত্তির ভিত্তি হল আংশিক এবং বিচ্ছিন্ন উদ্ধতি। তাঁর সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞ বর্গের মূল্যায়ন এবং অভিমত পাঠ করলেই খারিজীদের আপত্তির অসারতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং সাঈদ বিন যায়েদ সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞগনের মূল্যবান অভিমত পরিবেশন করা হল ঃ-

১। ইমাম জাহাবী লিখেছেন যে, সাইদ বিন জায়েদ সম্পর্কে জইফের অভিযোগ আরোপ করা উচিত নয় কারন ইমাম মুসলিম তার রেওয়ায়েত গ্রহন করেছেন এবং ইবনে মুঈন তাঁকে 'শিক্বা' বলেছেন। (আল কাশফ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৩৬)

২। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে লিখেছেন যে, ইবনে আদী 'আল কামিল' (খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩৭৬-৩৭৭) গ্রন্থে লিখেছেন যে, সাঈদ বিন জায়েদ সত্যাবাদী এবং হাফেজ ছিলেন। তিনি মুনকির রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন নি ঐগুলো ব্যতীত যেগুলো তাঁকে অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন এবং আমি তাঁকে সত্যবাদী রাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করি। (তথ্যসূত্র ঃ- আসকালানী, তাহজীবুল তাহজীব, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২৯)

৩। ঈমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেছেন যে, মুসলিম বিন ইবরাহীম আমাকে জানিয়েছেন যে, সাইদ বিন জায়েদ পরম সত্যবাদী ও হাফেজ ছিলেন।

(তথ্যসূত্র ঃ- আত তারীখুল কাবীর, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৭২)

৪। ইবনে সায়াদ সাঈদ বিন জায়েদকে 'শিক্বা' রাবী বলেছেন।

(তথ্যসূত্র ঃ- ইবনে সায়াদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, খন্ড নং ৭, পৃষ্ঠা নং ২৮৭)

৫। ইমাম আজালী বলেছেন যে, তিনি (সাঈদ বিন জায়েদ) বসরার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন এবং তিনি হলেন 'শিক্বা' রাবী।

(তথ্যসূত্র ঃ- শাহরে মদিনা ও আউর জিয়ারতে রাওজা, পৃষ্ঠা নং ১২২)

৬। আবু জারয়া বলেছেন যে, আমি সুলায়মান বিন হারবকে বলতে শুনেছি যে, সাঈদ বিন জায়েদ হলেন শিক্বা রাবী (তথ্যসূত্র ঃ- প্রাগুক্ত)

৭। আবু জায়েদ দারেমী বলেছেন, হিব্বান বিন হালাল আমাকে বলেছেন যে, সাঈদ বিন জায়েদ আমার নিকট রেওয়ায়েত বর্ননা করেছেন এবং তিনি সত্যবাদী হাফেজ ছিলেন। (তথ্যসূত্র ঃ- প্রাগুক্ত)

৮। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল সাঈদ বিন জায়েদ সম্পর্কে 'লায়াসা বিহি বা'স' বলেছেন যার অর্থ হল, তাঁর সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত

তথ্যসূত্র ঃ- ১। জাহাবী, মিজানুল এয়তেদাল, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ২০৩।

২। আসকালানী, তাহজীব আল তাহজীব, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২৯।

৯। নিম্নোলিখিত মুহাদ্দিসগনও 'লায়সা বিহী বা'স' অর্থে শিকা বুঝিয়েছেন ঃ-

ক। ইবনে সালাহ - মুকাদ্দামা

খ। ইমাম সাখাবী - ফাতহুল মুগীম

গ। হাফেজ আসকালানী - হিদায়াস সারাহ মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী

ঘ। ইমাম নববী - আত তাকবীর আত তায়সীর

ইমাম আসকালানী বলেন, ইবনে মুইনও 'লায়সা বিহী বা'স' অর্থে শিকা বুঝিয়েছে। (আসকালানী - লিসানুল মীজান, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ১৩)

খারিজীদের চতুর্থ আপত্তি ঃ- মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর হাদীস সম্পর্কে খারিজীরা এই অসার আপত্তিও উপস্থাপন করে যে, ঐ হাদীসের এজন রাবী আমর বিন মালিক নুকুরী জইফ ছিলেন।

খারিজীদের চতুর্থ আপত্তির খন্ডন ঃ- হযরত আমর বিন মালিক নুকুরী সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন। এ সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞগনের ঐক্যমত

রয়েছে। প্রমনকি খারিজীদের সর্বাধিক মান্য ইমাম নাসিরুদ্দিন আল বানীও তাঁকে 'শিকা' রাবী বলতে বাধ্য হয়েছে। নাসিরুদ্দিন আলবানী লিখেছে যে, 'আমর বিন মালিক নুকুরী হলেন শিকা রাবী যেমনটা ইমাম জাহাবী বলেছেন।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। তাআলিক আলা ফাদলিস স্বালাত আলান্নাবী, পৃষ্ঠা নং ৮৮।
২। সিলসিলাতুস সহীহ, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৬০৮।

আমর বিন মালিক নুকুরীকে ইবনে হিব্বান বিশ্বস্ত বলেছেন (আসসাকাত)। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তাঁকে বিশ্বস্ত রাবী বলেছেন। (তাকরীব আল তাহজীব, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪২৬) । শায়খ মাহমুদ সাঈদ মামদুহ লিখেছেন, ''ইবনে আদী 'আল কামিল' (৫:১৫০) গ্রন্থে আমর বিন মালিক নুকুরীকে আমর বিন মালিক রাসবীর সঙ্গে গুলিয়ে দিয়ে 'মুনকীরুল হাদীস' বলেছেন। এর স্পস্টিকরন ঈমাম জাহাবী 'মীজানুল এয়তেদাল' (৫ঃ৩৪২) এবং আল মাগনী (২ঃ৪৮৮) গ্রন্থে এবং হাফেজ আসকালানী 'তাহজীবুল তাহজীব' (৮ঃ৮৪) গ্রন্থে পেশ করেছেন। তাঁরা আমর বিন মালিক নুকুরীকে আমর বিন মালিক রাসবিব থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে আদীর ঐ ত্রুটিকে সনাক্ত করেছেন যার কারনে কেউ কেউ আমর বিন মালিক নুকুরীকে (ভুলবশত) জাইফ বলেছেন। ইবনে জাওজী 'আল মওজুয়াত' (২ঃ১৪৫) এবং ইবনে তাইমিয়া 'আত তাওয়াসসুল আল অসীলা' গ্রন্থে শায়খ মাহমুদ সাইদ মামদুহ আমর বিন মালিক নুকুরীর জাইফ হওয়া অস্বীকার করেছেন। তথ্যসূত্র ঃ- রাফেউল মুনারাহ, পৃষ্ঠা নং ২৫৮।

খারিজীদের পঞ্চম আপত্তি ঃ- অজ্ঞ খারিজীরা আবুল জাওয়া আউস বিন আবদিল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে এবং বলে যে তাঁর রেওয়ায়েতে গ্রহনযোগ্য নয়।

খারিজীদের পঞ্চম আপত্তির খন্ডন ঃ- খারিজীদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত আবুল জাওয়া আউস বিন আবদিল্লাহর বিশ্বস্ততা ও গ্রহনযোগ্যতা সম্পর্কে এটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহে আলাইহে তাঁর (আবুল জাওয়া আউস) সূত্রে আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। এছাড়া, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্পর্কে বলেন, ''আমাকে মাসদার বলেছেন, তিনি জাফর বিন সুলাইমানের নিকট থেকে, তিনি আমর বিন মালিক নুকুরীর নিকট থেকে, তিনি আবুল জাওয়ার নিকট থেকে বর্ণনা

করেছেন ঃ-

''আমি হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকার সঙ্গে বরো বছর ছিলাম এবং কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যার সম্পর্কে আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করিনি।''

তথ্যসূত্র ঃ- ইমাম বুখারী, আত তারীখুল কাবীর, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৬-১৭।

মা আয়েশার সঙ্গে আবুল জাওয়াব সাক্ষাত অকাট্য। তাই কোনক্রমেই তিনি মুদাল্লিস নন। তিনি মা আয়েশার নিকট থেকে শ্রবন করে বর্ণনা করেছেন। ইহাই ইমাম মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগনের দৃষ্টিভঙ্গি। আবু নঈম 'আন আয়েশাতা' শব্দাবলী সহ আবুল জাওযার বহু রেওয়ায়েত সহীহ বলে ঘোষণা করেছেন। তথ্যসূত্র ঃ- হিলিয়াতুল আওলিয়া।

জরুরী ভাষ্য ঃ- মা আয়েশা সিদ্দিকার উপরোক্ত হাদীস সহীহ। মুহাদ্দিসগন একে গ্রহন করেছেন এবং এর রাবীদের বিশ্বস্ততা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিরুদ্ধবাদীগন যে অভিযোগবলী উপস্থাপন করেছেন সেগুলি আসার ও ভিত্তিহীন। ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন, কোন রাবীর রেওয়ায়েত বাতিল হওয়ার বিষয়ে সকল মুহাদ্দিস একমত না হলে তা বালিত হবে না।

তথ্যসূত্র ঃ- আসকালানী, নুখবাতাল ফিকর ফী মুসতালাহ আহলীল আসর, পৃষ্ঠা নং ২৩৩।

জ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রওজা জিয়ারত

হাদীস নম্বর ৭৭ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে আজাদ কৃতদাস হযরত নাফে রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর রীতি ছিল যে, যখনই তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, রওজা শরীফে গিয়ে বলতেন, ''আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ ! আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর ! আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাতাহ !'' (অর্থ - হে আল্লাহর রসুল ! আপনার উপর সালাম ! হে আবু বাকার আপনার উপর সালাম! হে আব্বাজান, আপনার উপর সালাম)।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। আবদুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৫৭৬, হাদীস নং ৬৭২৪।
২। ইবনে আমি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ২৮, হাদীস নং ১১৭৯৩।

৩। বাইহাকী, আস্ সুনানুল কুবরা, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ২৪৫, হাদীস নং ১০০৫১।

৪। নববী, আল আয়যহ, পৃষ্ঠা নং ৪৫৩।

৫। কাসতালানী, আল মাওয়াহেব আল লাদুনিয়া, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫৮২।

৬। ইবনে ইসহাক, ফাজলুস সালাত আলান্নাবী, পৃষ্ঠা নং ৯২।

জরুরী ভাষ্য ঃ- আবদুর রায়যাক এর 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সনদ বুখারী এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ওয়াহ্হাবী স্কলার ইউসুফ আবদুল্লাহ আল আহমাদ লিখেছেন যে, "It is recommended to visit the grave of thw prophet (PBUH) and greet him and his two companins, Abu Bark and Umar (Radialla-hu-anhu) saying, "Assalamu Alaika ya Rasoolallah, Assalamu Alaika ya Abaa Bakr, Assalamu Alaika ya Umar" (Source - Visiting the mosque of the prophet (PBUH) with an appendix - Yousuf Abdullah Al Ahmad, Page no 4)

হাদীস নং ৭৮ ঃ- কাজী আযাজ রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বর্ননা করেছেন যে, হযরত নাফেয় রাহমাতুল্লাহে আলাইহে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে একশো বারেরও অধিক পবিত্র রওজায় উপস্থিত হতে দেখেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। আশ শিফা, কাজী আয়াজ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৭১।

২। মাকরিজী, ইমতায়াল আসমা, খন্ড নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৬১৮।

৩। ইবনুল হাজ মালিকী, আল মাদখাল, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৬১।

৪। ইবনে হাজার মাক্কী, আল জাওহার আল মুনাযযাম, পৃষ্ঠা নং ২৮।

৫। জুরকানী, শারাহ আল মাওয়াহেদুল লাদুন্নিয়া, খন্ড নং ১২, পৃষ্ঠা নং ১৯৮।

হাদীস নং ৭৯ ঃ- আবদুল্লাহ বিন দীনার বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ বিন উমরকে দেখেছি যে, যখনই তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেতেন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলতেন, "হে আল্লাহর রসূল ! আপনার উপর সালাম ! আবু বকরের উপর সালাম এবং আমার পিতার উপরে সালাম। তারপর হযরত আবদুল্লাহ

বিন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দু রাকায়াত নামাজ পাঠ করতেন।

তথ্যসূত্র ঃ- ইবনে ইসহাক, ফাজলুস সালাহ, পৃষ্ঠা নং ৯০-৯১, হাদীস নং ৯৭-৯৮।

ঝ। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রওজা জিয়ারত

হাদীস নম্বর ৮০ ঃ- হযরত আবু ইমামা বর্ননা করেছেন যে, 'আমি আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু কে কবর মোবারকে আসতে দেখলাম। তিনি (সেখানে উপস্থিত হয়ে) বিলম্ব করলেন এবং হাত এতটা উত্তোলন করলেন যে আমার মনে হল তিনি নামাজ পাঠ করতে আরম্ভ করেছেন। তারপর তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাম নিবেদন করলেন এবং চলে গেলেন।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বাইহাকী, শুয়াবুল ইমান, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯১, হাদীস নং ৪১৬৮।

২। মাকরিজী, ইমতায়াল আসমা, খন্ড নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৬১৮।

ঞ। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রওজা জিয়ারত

হাদীস নম্বর ৮১ ঃ- মুহাম্মদ বিন মনকাদার রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমি হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রওজা পাকের নিকট ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখলাম। তিনি বলছিলেন, "ইহাই তো ঐ জায়গা যেখানে অশ্রু বিসর্জন করা হয়। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার কবর ও মিম্বর এর মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের উদ্যান সমূহের মধ্যে একটি উদ্যান।"

তথ্যসূত্র ঃ- ১। আহমাদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩৮৯।

২। বাইহাকী, শুয়াবুল ইমান, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯১, হাদীস নং ৪১৬৩।

৩। আবুল ইয়ালা, আল মুসনাদ, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৯০, হাদীস নং ১৭৭৮।

৪। হাইশামি, মাজামাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৮।

ট। হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রওজা জিয়ারত

হাদীস নম্বর ৮২ ঃ- হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়েত করেছেন যে, উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বায়তুল মুকাদ্দাস বিয়জিত হওয়ার পর, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলালকে স্বপ্নে দর্শন দান করলেন এবং বললেন, হে বিলাল ! এই বিচ্ছেদ কেন ? হে বিলাল ! তুমি কি আমার সাক্ষাত চাও

না ? (মহানবীর পর্দা গ্রহনের পর হযরত বিলাল শোকাতর হয়ে মদিনা ত্যাগ করে সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন)। তখন হযরত বিলাল কাঁদতে কাঁদতে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তিনি রওজা মুবারকে উপস্থিত হলেন এবং ব্যকুল চিত্তে কাঁদতে লাগলেন এবং মুখমন্ডলকে রওজা শরীফে ঘষতে লাগলেন।'

তথ্যসূত্র ঃ- ১। সুবুকি, শাফায়াস সাকাম ফি জিয়ারতে খয়রুল আনাম, পৃষ্ঠা নং ৩৯।

২। ইবনে হাজার মাক্কী, আল জাওহার মুনাযয়াম, পৃষ্ঠা নং ২৭।

ঠ। হযরত আবু আইউব আনসারি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রওজা জিয়ারত

হাদীস নম্বর ৮৩ ঃ- হযরত দাউদ বিন সালিহ রেওয়ায়েত করেছেন যে, একদিন খলিফা মারওয়ান বিন আল হাকাম এসে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর মুবারকে মুখ রেখে অবস্থান করছেন। মারওয়ান তাঁকে বললেন, 'তুমি কি জান না যে তুমি কি করছ ? মারওয়ান যখন ঐ ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হলেন তো দেখলেন যে, ঐ ব্যক্তিটি হলেন (বিশিষ্ট সাহাবী) আবু আইউব আনসারি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ আমি জানি যে আমি কি করছি। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসেছি, কোন পাথরের নিকট আসি নি।''

তথ্যসূত্র ঃ- ১। আহমাদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৪২২।

২। হাকীম, মুস্তাদরাক, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫১৫, হাদীস নং ৮৫৭১।

৩। তাবারানী, মুয়জামুল আওসাত, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১৫৮, হাদীস নং ৩৯৯৯।

৪। তাবারানী, মুয়াজামুল আওসাত, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ১৯৯, হাদীস নং ২৮৬।

৫। সুবুকী, শাফায়াস সাকাম, পৃষ্ঠা নং ১১৩।

৬। হাইশামি, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ২।

জরুরী ভাষ্য ঃ- ইমাম জাহাবী এই হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। ইমাম হাকীম বলেলন, এই হাদীসের মুসনাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

ড। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রওজা জিয়ারত

হাদীস নম্বর ৮৪ ঃ- ইয়াযীদ বিন আবী সাঈদ মাকবারী বর্ণনা করেছেন যে, আমি উমর বিন আবদুল আযীয এর নিকটে গিয়েছিলাম। বিদায়ের সময় উপস্থিত হলে

তিনি আমাকে বললেন, 'যখন আপনি মদিনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হবেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর মুবারকে উপস্থিত হয়ে আমার পক্ষ থেকে সালাম পেশ করবেন।'

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯২, হাদীস নং ৪১৬৬।

২। কাজী আয়াজ, আশ শিফা, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৭০।

৩। কাসতালানী, আল মাওয়াহেব আল লাদুন্নিয়া, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫৭৩।

৪। ইবনে হাজার মাক্কী, আল জাওহার আল মুনাযযাম, পৃষ্ঠা নং ২৭।

হাদীস নম্বর ৮৫ ঃ- হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর রীতি ছিল যে, তিনি সিরিয়া থেকে একজন দূতকে রওজা মুবারকে প্রেরন করতেন দরুদ ও সালামের উপহার পেশ করার জন্য।

তথ্যসূত্র ঃ- ১। বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯১, হাদীস নং ৪১৬৬।

২। ইবনে হাজ আল মাদখাল, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৬১।

ষষ্ঠ পরিচ্ছদ

রওজা শরীফ জিয়ারত পবিত্র আমল হওয়া সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত

মুসলিম উম্মাহর সর্বাত্মক ঐক্যমতে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফ জিয়ারত করা পরম পবিত্র ও অতি পছন্দনীয় আমল। যুগ যুগ ধরে হাদীস বিশেষজ্ঞ, তফসীরকার এবং মনিষীগণ এসম্পর্কে অজস্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইসলামের সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে হাদীস বিশেষজ্ঞগন কর্তৃক লিখিত এরকম একটি পুস্তক খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে রওজা শরীফ জিয়ারতকে 'শির্ক' বা বিদাত বা 'হারাম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। রওজা শরীফ জিয়ারতের বৈধতা সম্পর্কে তৃতীয় পরিচ্ছদে কিছু শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশেষজ্ঞের অভিমত উপস্থাপন করা হয়েছে। নীচে আরও কিছু প্রথিতযশা মনিষীগনের অভিমত পেশ করা হল ঃ-

১। শাইখ ইবনে হামামের অভিমত ঃ- আল্লামা ইবনে হামাম লিখেছেন যে, আমাদের

মাশায়েখগন বলেছেন, রওজা পাক জিয়ারত উচ্চ পর্যায়ের মুস্তাহাব আমল।

(তথ্যসূত্র ঃ ইবনে হামাম, ফাতহুল কাদম্ম, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৭৯)

ইবনে হামাম আরও লিখেছেন যে, ''এই অধমের (ইবনে হামাম) নিকট কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর মুবারক জিয়ারতের নিয়ত করাও উত্তম।''

(তথ্যসূত্র ঃ ইবনে হামাম-শারাহ, ফাতহুল কাদীর, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৮০)

২। আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বালীর অভিমত ঃ- আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বালী বলেন, ''রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদ্বয়ের পবিত্র কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব।''

(তথ্যসূত্র ঃ ইবনে কুদামা, আল কাফি, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৫৭)

৩। হযরত জামী রাহমাতুল্লাহে আলাইহির অভিমত ঃ- হযরত জামী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি হজ্বের পর কেবল রওজা শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পৃথক সফরে রওনা হতেন যেন এই সফরের উদ্দেশ্য রওজা জিয়ারত ভিন্ন অন্য কিছু না হয়।

(তথ্যসূত্র ঃ ইবনে কুদামা, আল মাগানী, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫২)

৪। ইমাম তাহতাবী রাহমাতুল্লাহে আলাইহির অভিমত ঃ- ইমাম তাহাতাবী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর মুবারক জিয়ারতের জন্য উত্তমতর হল, কবর মুবারক জিয়ারতের নিয়ত করা।

(তথ্যসূত্র ঃ তাহতাবী হাশিয়া আল মারাকীল ফালাহ, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৮৬)

৫। কাজী আয়াজ রাহমাতুল্লাহে আলাইহির অভিমত ঃ- মনিষী কাজী আয়াজ রাহমাতুল্লাহে আলাইহি লিখেছেন, ''রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর জিয়ারত করা সুন্নতের অঙ্গ এবং উত্তম এবং কাঙ্খিত। ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''আমার সুপারিশ তাদের জন্য যারা আমাকে জিয়ারত করে..........।''

ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহে আলাইহি লোকজনের এমন উক্তি অপছন্দ করতেন যে, 'আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর জিয়ারত করেছি। এই বিবৃতির অর্থ সম্পর্কে মতান্তর আছে। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ইহা এই হাদীসের কারনে অপছন্দ করতেন যে, আল্লাহ ঐ নারীদেরকে অভিসম্পাত করুন যারা কবর জিয়ারত করে'' (আহমাদ, তিরমিযি, ইবনে হিব্বান)। অতঃপর

বর্ণিত হয়েছে যে, ''আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু তোমরা এখন কবর জিয়ারত করতে পার (মুসলিম)। নবী বলেন, যে আমার কবর জিয়ারত করে (মান জারা কাবরী).........' এবং জিয়ারত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবু ইমরান আল ফাসি বলেন, ইমাম মালিক এজাতীয় কথা অপছন্দ করতেন যে, 'জিয়ারতের তওয়াফ' বা আমরা নবীর কবর জিয়ারত করেছি' কারণ লোকজন সচবরচর এরূপ শব্দ নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এবং তিনি (ইমাম মালিক) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অন্যান্যদের সঙ্গে একাসনে বসানো পছন্দ করেন নি। তিনি এরূপ উক্তি পছন্দ করেন নি। তিনি এরূপ উক্তি পছন্দ করতেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম জানাতে গিয়েছিলাম।'

অধিকাংশ লোকজনকে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে কেবল পরামর্শ প্রদান করা হয় কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর মুবারক জিয়ারতে নৈতিক বাধ্যকতা রয়েছে। এর অর্থ হল, (রওজা শরীফ) জিয়ারতের উপদেশ ও অনুপ্রেরনা প্রদান। আমার মতে বিষয়টির সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হল এই যে, ইমাম মালিক রসূলুল্লাহর সঙ্গে 'কবর' শব্দটির সংযোগ করাকে অপছন্দ ও নিষেধ করতেন। তিনি একথা বলা অপছন্দ করতেন না যে, ''আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিয়ারত গিয়েছিলাম''........ফাকীহ ইসহাক বিন ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি হজ্বে গমন করে তখন তার এই নিয়তে মদিনায় যাওয়া উচিত যে সে মসজিদে নববীতে নামাজ পাঠ করবে এবং রওজা মিম্বার, কবর মুবারক, মহানবীর বসার স্থান, মহানবীর স্পর্শধন্য জায়গাসমূহ এবং ঐ জায়গাসমূহ যার উপরে মহানবী হেঁটে গেছেন এবং ঐ স্থান যেখানে জীবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট ওহী নিয়ে এসেছিলেন এবং ঐ স্থানসমূহ যেখানে সাহাবাগন বাস করেছেন, সকল স্থান দর্শনের বারকাত অর্জন করবে। এ সকল জিনিস হজ্ব যাত্রীর মাথায় রাখা উচিত।''

(তথ্যসূত্র ঃ কাজী আয়াজ, আশ শিফা)

৬। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রাহমাতুল্লাহে আলাইহির অভিমত ঃ- আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন, ''পরে (হজ সমাপনের পরে) রওজা শরীফ জিয়ারতের জন্য আলাদা নিয়ত করা উচিত। যদি (হজ যাত্রী সফর)

কবর মুবারক জিয়ারত থেকে আরম্ভ করে তবে জায়েজ এবং বৈধ।''
(তথ্যসূত্র ঃ হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬২৭।)

৭। শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহির অভিমত ঃ- গাউসুল আজাম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন, ''হজ্বযাত্রী যদি স্বচ্ছল হয় এবং মদিনা আগমনে সক্ষম হয় তাহলে মসজিদে নববীতে আসা তার জন্য বাঞ্ছনীয় মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে তার বলা উচিত ঃ ''আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, ওয়াফতাই লি আবওয়াব রহমাতিক, ওয়া কাফ্ফি আন্নি আবওয়াব আজাবিক, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন'' অর্থাৎ হে আল্লাহ ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর বংশধরগনের প্রতি রাহমাত অবতীর্ন কর এবং আমার জন্য রহমতের দ্বার খুলে দাও এবং আমার জন্য তোমার শাস্তির দ্বার বন্ধ করে দাও। সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের।

অতঃপর রওজা পাকের নিকটে এসে কবর মুবারক এবং কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে এমন ভাবে দাঁড়াবে যেন কিবলা পশ্চাতে, রওজা পাক সামনে এবং মিম্বর বামদিকে থাকে। তারপরে বলতে হবে, ''হে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রাহমাত এবং দরুদ অবর্তীন হোক। হে আল্লাহ ! হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরগনের প্রতি শান্তি অবর্তীন কর যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম এর প্রতি শান্তি অবর্তীন করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওসিলা, ফদিলা এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করো এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদে উন্নাত কর যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ। হে আল্লাহ ! তুমি তোমার মহাগ্রন্থে তোমার নবীকে বলেছঃ যদি তারা নিজের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকটে আসত এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত এবং রসূলও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহ পাককে ক্ষমাকারী হিসাবে পেত' (তথ্যসূত্র ঃ আল কুরআন, সুরা নং ৪, আয়াত নং ৬৪) এবং আমি তোমার নিকটে এসেছি আমার পাপের অনুশোচনা করতে এবং ক্ষমা চাইতে। তাই তোমার নিকট প্রার্থণা করছি আমার পাপের অনুশোচনা করতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন যেরূপ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেছেন যারা তাঁর (মহানবীর)

জীবদ্দশায় তাঁর নিকটে পাপ স্বীকার করতে এসেছিল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পক্ষ থেকে আপনার নিকট দোয়া করেছিলাম এবং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। হে আল্লাহ ! আমি শান্তির দূত তোমার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তোমার নিকট দোয়া করছি। হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করছি যেন তিনি আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।'' (তথ্যসূত্র ঃ গুনিয়াতুত ত্বলিবীন)

সপ্তম পরিচ্ছদ

রওজা শরীফ জিয়ারতের আদব

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফ জিয়ারত করতে হবে অত্যান্ত আদবের সঙ্গে। পরম ভক্তি - অনুরক্তির সঙ্গে। গভীর ভয়-ভীতির সঙ্গে। ইমাম নববী, ইমাম সাখাবী, ইমাম ইবনুল হাজ, ইমাম কামালুদ্দিন রওজা হামাম, শায়খ আবদুল কাদীর জিলানী প্রমুখ হাদীস বিশেষজ্ঞ ও মনিষীগণ রওজা শরীফ জিয়ারতের আদব সম্পর্কে নিজ নিজ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। নীচে ইমাম সাখাবী রাহমাতুল্লাহে আলইহের অভিমত পরিবেশন করছি। সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি বিরোধীদের শীর্ষস্থানীয় ইমাম মাওলানা জাকারিয়া সাহেবের ''দরুদ শরীফের ফজিলত ও মহাত্মা'' গ্রন্থ থেকে সরাসরি তুলে দেওয়া হল ঃ-

'আল্লামা সাখাবী কওলে বদীতে' লিপিবদ্ধ করেছেন যে, মদীনায়ে মোনাওয়ারার ঘরবাড়ী গাছপালার প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই প্রিয় নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অধিক পরিমানে দরুদ পাঠ করা মোস্তাহাব। আর মদিনার যত নিকটবর্তী হবে ততই অধিক পরিমানে দরুদ পাঠ করা উচিত। কেননা এই সমস্ত স্থানে কোরআনে করীম নাজিল হওয়ার কারনে বিশেষ বরকত রয়েছে। হযরত জিব্রাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত মিকাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন এখানে বারে বারে এবং এর মাটি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ মোবারকের সঙ্গে মিশে আছে। আর এই স্থান থেকে আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত সমূহের প্রচার এবং

প্রসার হয়েছে আর এটি হলো খায়ের বরকত এবং ফজিলতের স্থান। এখানে পৌছে অন্তরকে অত্যন্ত ভয়-ভীতি ও ভক্তি অনুরক্তি দ্বারা পূর্ণ করা উচিত যেন যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিয়ারত বা দর্শন লাভ করছে আর একথা ধ্রুবসত্য যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম শ্রবন করছেন।

পরস্পরের কলহ দ্বন্দ এবং বাজে কথা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং এর পর কেবলার দিক থেকে রওজায়ে পাকে হাজির হতে এবং চারহাত পরিমান দূরে দন্ডায়মান হয়ে দৃষ্টকে নিম্নমুখী করে নিতান্ত আদব এহতেরাম ভক্তিশ্রদ্ধা এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে পড়বে -

আস্ সালামু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ !
- হে আল্লাহর রসূল, আপনার প্রতি সালাম।
আস্ সালামু আলাইকা ইয়া নাবিআল্লাহ !
- হে আল্লাহর নবী ! আপনার প্রতি সালাম।
আস্ সালামু আলাইকা ওয়া খয়রাতাল্লাহ !
- হে আল্লাহর পেয়ারা বান্দা ! আপনার প্রতি সালাম।
আস্ সালামু আলাইকা ওয়া হাবীবাল্লাহ !
- হে আল্লাহর হাবীব ! আপনার প্রতি সালাম।
আস্ সালামু আলাইকা ওয়া সাইয়িদাল মুরসালীন !
- হে সাইয়েদুল মুরসালীন ! আপনার প্রতি সালাম।
আস্ সালামু আলাইকা ইয়া খাতামান নাবীয়ীন !
- হে খাতেমুন নাবীয়ীন ! আপনার প্রতি সালাম।
আস্ সালামু আলাইকা ওয়া রসুলা রব্বিল আলামীন !
- হে বিশ্ব প্রতিপালকের রসূল ! আপনার প্রতি সালাম।
আস্ সালামু আলাইকা ওয়া কায়িদাল গুররিল মুহাজ্জিলীন !
- হে সেইসব লোকেদের রসূল ! কেয়ামতের দিন যাদের মুখমন্ডল এবং হস্তপদ হবে উজ্জ্বল ও চমকদার ! আপনার প্রতি সালাম।
আস্ সালামু আলাইকা ওয়া বাশীর !
- হে সুসংবাদ দাতা ! আপনার প্রতি সালাম।
আস্ সালামু আলাইকা ইয়া নাজীর !

- হে ভয়-প্রদর্শক ! আপনার প্রতি সালাম।
হে নবী আপনার প্রতি ও আপনার পুত-পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি সালাম।
আস্ সালামা আলাইকা আলা আয্ওয়াজিকাত ত্বহিরাতি উম্মালহাতিল মু'মিনীন।
- হে নবী ! আপনার প্রতি সালাম ও আপনার পবিত্র সহধর্মিনীবন তথা উম্মাতুল মুমিনীদের প্রতি সালাম।
আস্ সালামু আলাইকা ওয়া আসহাবিকা আজামাঈন হে নবী ! আপনার - প্রতি এবং অপনার সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও।
আস্ সালামু আলাইকা ওয়া আলা সায়িরাল আম্বীয়ায়ে ওয়াল মুরসালীন ওয়া আলা সায়িরি ইবাদিল্লাহিস স্বলিহীন।
- হে নবী ! আপনার প্রতি সালাম এবং সমস্ত নবী রসূলগনের প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর সময় নেককার বান্দাদের প্রতিও।

হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ পাক আপনাকে প্রতিদান দিন। উত্তম প্রতিদান যা কোন নবীকে তাঁর জাতির তরফ থেকে এবং কোন রসূলকে তাঁর উম্মতের তরফ থেকে আল্লাহ পাক দান করেছেন এবং আপনার প্রতি আল্লাহ পাক দরুদ প্রেরন করুন। যখনই কোন লোক আপনাকে স্মরণ করে অথবা কোন লোক আপনার স্মরন ধেকে গাফেল হয় এবং আল্লাহ পাক আপনার প্রতি দরুদ প্রেরন করুন আগের লোকদের মধ্যে এবং পরের লোকদের মধ্যে। আর সেই দরুদ হবে উত্তম উৎকৃষ্ট পরিপূর্ণ এবং পবিত্রতর, সেই দরুদ থেকে যা তিনি কোন সৃষ্ট জাতির প্রতি প্রেরন করেছিলেন। যেমন আল্লাহ পাক আমাদেরকে আপনার বরকতে গোমরাহী থেকে নাজাত দিয়েছিলেন, এবং পথভ্রষ্টতায় অন্ধত্ব দূর করে আমাদেরকে সত্যকে দেখবার তওফিক দিয়েছেন তিনি আপনারই উসিলায় - সে জন্য আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, আর আমি একথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং তাঁর আমানতদার, এবং সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়। আর আমি একথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আপনার রেসলতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং আমানত আদায় করেছিলেন এবং উম্মতের কল্যান কামনা করেছিলেন পূর্ণভাবে এবং আল্লাহর রাহে সাধনায় ব্রতী হয়েছেন, এবং জেহাদের হক আদায় করেছেন। হে আল্লাহ্ ! আমাদের প্রিয়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর চেয়ে অধিকতর প্রতিদান দান কর, যা কোন মানুষ আশা করতে না পারে। অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত প্রতিদান দাও যা কল্পনাতীত বা আশাতীত।

এরপর নিজের জন্য এবং দুনিয়ার সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে। অতঃপর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সালাম পাঠ করবে এবং তাদের জন্য দোয়া করবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে এই দরখাস্তও পেশ করবে যেন তিনি তাঁদের কঠোর সাধনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের উপযুক্ত বিনিময় দান করেন, যা তার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যার্থে করেছেন।

আর একথাও জেনে রাখা ভালো যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজায়ে পাকে দন্দায়মান হয়ে সালাম পেশ করা দরুদ পাঠ করা থেকে উত্তম। অর্থাৎ আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আস্‌সালাতু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ থেকে উত্তম। আল্লামা রাজীর মতে দরুদ পাঠ করা উত্তম। আল্লামা সাখাবী বলেন, প্রথম অভিমতই সঠিক। যেমন এটাই আল্লামা মজদুদ্দীনেরও (কামুছ প্রনেতা) মত। কেননা হাদীস শরীফে উল্লেখিত রয়েছে, "যে কোন মুসলমান আমার প্রতি রওজায়ে পাকের পাশে হাজির হয়ে সালাম করবে।"

আল্লামা সাখাবী সেই হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা আবু দাউদ শরীফে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এই মর্মে যে কোন ব্যক্তি যখন আমার প্রতি সালাম পেশ করে আল্লাহ পাক আমাকে আমার রূহ ফেরত দেন এবং যাতে করে সালামের জবাব প্রদান করি। এই অধমের মতে "সালাৎ" শব্দটি দরুদ অর্থে একাধিক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ যে ব্যক্তি আমার রওজার নিকট দরুদ পাঠ করে, তা আমি শ্রবন করি। এজন্য দরুদ ও সালাম একত্রিত করাই উত্তম। আস্‌স্বলাতু ওয়াস্‌ সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ ! আস্‌স্বলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ ! এইভাবে আল্লামা রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহে এবং আল্লামা সাখাবী রাহামাতুল্লাহি আলাইহে উভয় মতের উপরই আমল হবে।

ওফাউল ওয়াফায় লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, আবু আবদুল্লাহ মহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হোসাইনে সামেরী হাম্বলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয়গ্রন্থ মোস্তাওয়ারে

লিপিবদ্ধ করেছেনঃ অতঃপর রওজায়ে পাকের নিকট হাজির হবে এবং রওজায়ে মুবারকের দিকে মুখ করে মিম্বরকে বাঁ দিকে রেখে দন্ডায়মান হবে। এরপর আল্লামা হাম্বলী দোয়ার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন এই দোয়াটি পড়বে। "হে আল্লাহ ! আপনি আপনার পবিত্র কালামে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরশাদ করেছেন এইসব লোক যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে যদি আপনার দরবারে হাজির হয় ও আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয় আর আল্লাহর রসূল তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে তারা আল্লাহ পাককে ক্ষমাকারী এবং রহমত নাজেলকারী হিসেবে পাবে এবং আমি আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়েছি যে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমাকে ক্ষমা করুন যেমন আপনি ক্ষমা করেছেন সেই ব্যক্তিকে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবিত অবস্থায় তাঁর দরবারে হাজির হয়েছে। হে আল্লাহ ! আমি আপনার নবীর ওসিলায় আপনার দরবারে নিজেকে উপস্থাপিত করছি।"

(তথ্যসূত্র ঃ- দরুদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম, মাওলানা জাকারিয়া দেওবন্দী, পৃষ্ঠা নং ২৮-৩৫)

অষ্টম পরিচ্ছদ

রওজা শরীফ জিয়ারত সম্পর্কে বিরোধীদের স্বীকারোক্তি

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফ জিয়ারত যে অতি পবিত্র আমল তা বিরোধীদের ইমামগনও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়কন্দরের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান নিধি। মন মুকুরের ধ্যানের ছবি। জীবিতাবস্থায় যাঁরা তাকে এক নজর দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, নবী-রসূলগনের পর তাঁরা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান মানুষ। জীবিতবস্থায় যাঁরা দেখতে পান নি, পরবর্তী যুগের সেই অগনিত ভক্তগনের সর্বাপেক্ষা আবেগপূর্ণ আকাঙ্খা হচ্ছে, স্বপ্নযোগে বা অন্য যে কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে অন্তত মুহূর্তকালের জন্য হলেও বিশ্বব্যাপী সেই পবিত্রতা ও সৌন্দর্য সাগরে অবগাহন করার বিরল সৌভাগ্য লাভ করা। (তথ্যসূত্র ঃ স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - মুহিউদ্দিন খাঁন)

রওজা শরীফ জিয়ারত পবিত্র আমল হওয়া সম্পর্কে বিরোধীদের কিছু স্বীকারোক্তি নীচে পেশ করছি -

১। শীর্ষস্থানীয় আহলে হাদীস ইমাম নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালীর স্বীকারোক্তিঃ- নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালী এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আবেদন জানিয়েছেস,

"হে আমার আক্বা ! হে আমার অবলম্বন ! হে আমার ওয়াসিলা !
দুঃসময়ে ও সুময়ে আমাকে সাহায্যকারী !
আমি আপনার দ্বারে উপস্থিত হয়েছি
লাঞ্ছিত অবস্থায়, কেঁদে জার-জার হয়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে
আপনি ব্যতীত আর কেউ নেয় যার নিকট সাহায্য চাওয়া যেতে পারে !
হে রাহমাতুল্লীল আলামীন !
আমার আর্ত ও ব্যাকুল আবেদনের প্রতি দয়া করুন।

(তথ্যসূত্র ঃ হাশিয়া হিদায়াতুল মেহেদী, ওয়াহেদ উজ জামান, ইসলাম কিতাবখানা, শিয়ালকোট, পৃষ্ঠা নং ২০)

২। মুফতী আবদুর রহীম লাজপুরী দেওবন্দীর স্বীকারোক্তিঃ- মুফতী আবদুর রহীম লাজপুরী দেওবন্দীর নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, " মহানবীর কবর জিয়ারত উপলক্ষে মদিনা ভ্রমন করা কি গাইর মুকাল্লিদরা অবৈধ বলে ? এ সম্পর্কে উলেমায়ে দেওবন্দের ফতোয়া কি ?" মুফতী আবদুর রহীম দেওবন্দী উত্তর প্রদান করেছেন যে, হ্যাঁ, নবীর কবর জিয়ারত উপলক্ষে মদিনা ভ্রমন করা গাইর মুকাল্লিদরা অবৈধ বলে। উলেমায়ে দেওবন্দ এরূপ মত পোষন করে না। তাঁদের আকীদা হল যে মহানবীর পবিত্র কবর জিয়ারত করা হল আফজাল উল মুসতাবাহাত (উত্তম মুস্তাহাব আমল), বরং ওয়াজিব এরপরে তিনি এসম্পর্কে খলীল আহমেদ আম্বেঠি, হুসাইন আহমেদ মাদানী এবং রশীদ আহমেদ গাঙ্গুহীর ফতোয়া উদ্ধৃত করেছেন।

(তথ্যসূত্র ঃ ফাতাওয়া রহিমিয়া, ইংরেজী অনুবাদ,খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ৫৩, কিতাবুল ইলম)

৩। প্রবাদ-প্রতিম তবলীগী - দেওবন্দী ইমাম মাওলানা জাকারিয়ার স্বীকারোক্তি ঃ- মাওলানা জাকারিয়া সাহেব লিখেছেন, "মাওলানা জামী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে এই নাত রচনা করার পর যখন হজ্জ পর্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন, তখন তার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল রওজায়ে পাকের নিকট দন্ডায়মান হয়ে এই কবিতা পাঠ করা। হজের পর যখন তিনি মদিনায়ে মুনাওয়ারা গমনের ইচ্ছা করেন,

ঠিক সেই সময় মক্কার শাষক স্বপ্নে দেখলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে এরশাদ করলেন জামীকে মদিনা আসতে দিও না। তাই সরকারী আদেশ জারী হলো এবং তাকে মদিনা যেতে বারন করা হলে। কিন্তু মাওলানা জামীর আগ্রহ ছিল অসীম। তাই তিনি গোপনে মদিনার পথে জামাইলেন। তখন মক্কার আমীর পুনরায় স্বপ্নে দেখলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- সে আসছে তাকে আসতে দিও না। মক্কার আমীর তখন তাকে পথ থেকে গ্রেপ্তার করে জেল খানায় বন্দী করে রাখলেন। তাঁর সাথে কঠোর ব্যবহার করা হলো। তখন পুনরায় মক্কার আমীর স্বপ্নে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিয়ারত লাভ করলে তিনি এরশাদ করলেন, জামী কোন অপরাধী ব্যক্তি নয়। বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, সে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছে, যা এখানে এসে পাঠ করতে চায়। আর তা যদি সে করে তবে করমর্দনের জন্য হাত বেরিয়ে আসবে, পরিনামে হবে ফিৎনা, শুধু এই জন্যই তাকে বারন করা। এই স্বপ্নের পর মাওলানা জামীকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়।

(তথ্যসূত্র ঃ দরুদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম, মাওলানা জাকারিয়া, পৃষ্ঠা নং ১৮৩-১৮৪)

মাওলানা জাকারিয়া দেওবন্দী প্রথিতযশা সুফী বুজুর্গ সৈয়দ আহমেদ রোফায়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে লিখেছেন যে, "৫৫৫ হিজরীতে তিনি জিয়ারতের উদ্দেশ্যে হাজির হলেন। প্রানের মদিনা মুনাওয়ারায় রওজায়ে পাকের নিকটে দন্ডায়মান হয়ে দুটি কবিতা পাঠ করার সঙ্গে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত মুবারক প্রকাশিত হয়, সৈয়দ আহামাদ রোফায়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে চুম্বন করলেন।"

(তথ্যসূত্র ঃ দরুদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম, মাওলানা জাকারিয়া, পৃষ্ঠা নং ১৮৪)

৪। সুবিখ্যাত দেওবন্দী-তাবলীগী স্কলার মুহিউদ্দিন খানের স্বীকারোক্তি ঃ- প্রথিতযশা তাবলীগী-দেওবন্দী স্কলার মাওলানা মুহিউদ্দিন খান লিখেছেন, "হাবীবে কিবরিয়া মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা সমগ্র সৃষ্টির জন্যই রহমত স্বরূপ। তিনি এ ভূখন্ডের উপরিভাগে যতদিন অবস্থান করেছেন, ততদিন যেমন উম্মতের প্রতি মেহেরবান ছিলেন, তাদের কল্যান আকাঙ্খায় ছিলেন সদাব্যাকুল, তেমনি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় ভূ-ভাগের অভ্যন্তরে অবস্থান নেওয়ার

পরও উম্মতের প্রতি সীমাহীন মেহেরবানী এবং তাদের কল্যান-অকল্যানের ব্যাপারে পূর্ণ সজাগ-সচেতন রয়েছেন বলে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। জীবৎকালে যেমন উম্মতের সকল সদস্যই পরম নির্ভরতায় তার পবিত্র দরবারে হাজির হতেন, ভূপৃষ্ঠ থেকে বিদায় গ্রহন করার পরও তাঁর পরম আশ্বাস ও আকাঙ্খার কেন্দ্রভূমিতে পরিনত হয়ে রয়েছে। যাদের অনুভব করার মত হৃদয়-মন রয়েছে, দেখবার মত দুটি চোখ রাখে, তাদের হৃদয়-মনে মাহবুবে খোদা পিয়ারা হাবীব তেমনি জীবন্ত ও সচেতন রয়েছেন। প্রাচীন সীরাত গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত অসংখ বর্ণনা রয়েছে। এগুলো যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি চমকপ্রদ। একমাত্র ভক্তজনেরাই তা উপলব্ধি করার বিরল ভাগ্য রাখেন।''

(তথ্যসূত্র ঃ স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুহিউদ্দিন খাঁন, পৃষ্ঠা নং ১৬)

মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন দেওবন্দী আরও লিখেছেন যে, 'হযরত সুলায়মান ইবনে শাখায়ব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি একবার স্বপ্নযোগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করে জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! যেসব লোকজন আপনার রওজা মোবারকে হাজির হয়ে সালাম পেশ করে, এদের সম্পর্কে কি আপনি জানতে পারেন ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, 'প্রতিটি যিয়ারতকারী সম্পর্কেই আমি অবহিত হই এবং প্রত্যেকের সালামের জবাব দিয়ে থাকি।' বিশিষ্ট বুজুর্গ হযরত ইবরাহীম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন - একদিন আমি আর্থিক কষ্টে বিপন্ন হয়ে স্থির করলাম যে, রওজা শরীফের সন্নিকটে গিয়ে আমার দুরাবস্থার কথা পেশ করব। নিকটবর্তী হওয়ার পর শুনতে পেলাম সস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে, আবু ইসহাক ! এ ব্যাপারে এখন আমাকে বিরক্ত করো না।'

(তথ্যসূত্র ঃ স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুহিউদ্দিন খাঁন, পৃষ্ঠা নং ১৭)

৫। দেওবন্দী-তাবলীগী স্কলার আজিজুল হকের স্বীকারোক্তি ঃ- বাংলা ইসলামিক অ্যাকাডেমি (দেওবন্দ) থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখা সম্বলিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে - ''.......... সেই গুম্বুজের ভিরতই রহিয়াছে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শয্যাস্থান। তাঁহার শয্যার ভূখন্ডের মর্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক।......... তিনি বিশ্ব জগৎ প্রভুর প্রিয়পাত্র, সর্বোচ্চ মতবার অধিকারী, সৃষ্টির সেরা ও সর্বাধিক মর্যাদাবান। তিনি"

সমস্ত নবীগনের ইমাম, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, দোজাহানের সর্দার। তাঁহার কোন তুলনা নেই। বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত ইত্যাদির সময় সুপারিশের আশার স্থল তিনি। তাঁহার নামের বরকতে অনেক অনেক রোগের উপশম দেখিতে পাইবে এবং তাঁহার নাম সব রকম বিপদ হইতে অতি বড়ো রক্ষা কবচ......... অপনার প্রতি সালাম হে (আল্লাহর) সম্মানীয় হাবীব ! ইহা আপনার দ্বারে বহু আশা আকাঙ্খাধারীয় সম্ভাষণ। আশা ও আগ্রহ নিয়া আমি আপনার দ্বারে হাজির হইয়াছি.....অপনার অসিলা লাভের উদ্দেশ্যে। আপনার পরওয়ারদেগার আপনার সন্তুষ্টি সাধনে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং যথা সত্ত্বর আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। আপনি আল্লাহর রসূল, আমি স্বীয় পরওয়ার দেগারের নিকট তওবা করতঃ এবং আমার অপদস্ত কারী গোনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থণা করতঃ আপনার দ্বারে হাজির হইয়াছি। আপনি যদি আমার মাগফেরাতের দোয়া করেন তবে নিশ্চয় আমি পরওয়ার দেগারকে তওবা গ্রহনকারী মেহেরবানরূপে পাইব। আপনি কি আমার প্রতি সহানুভূতি করিবেন? হে আল্লাহর রসূল ! উক্ত বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার বরখেলাফ হইবে না। আপনার প্রতি সালাম হে গ্রহনীয় সুপারিশকারী। আপনার মহান শাফয়াৎ যে লাভ করিবে তাহার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত। আপনার প্রতি সালাম হে মেহেরবান স্নেহশীল। আপনি বিপদগ্রস্থ আতঙ্কগ্রস্থের আস্থার স্থল......... হে সর্বাৎকৃষ্ট আশ্রয়ের স্থল ! অসিলা ও আশ্রয়ের আশা নিয়ে সুপারিশ প্রার্থী হইয়া আপনার দ্বারে হাজির হইয়াছি। হে দয়ার দরিয়া .... হে গোনাহগারের উপস্থিতির স্থল, হে সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল! আপনি আমি প্রতি (আজিজুল হকের) দয়া করুন। আপনার প্রতি লক্ষ লক্ষ দরুদ ও আল্লাহর রহমত এবং লক্ষ লক্ষ সালাম এই গোলামের পক্ষ হইতে কবুল করুন।''

(তথ্যসূত্র ঃ বোখারী শরীফ, মাওলানা আজিজুল হক দেওবন্দী কর্তৃক অনুমোদিত ও সম্পাদিত, সংখ্যা নং ১, পৃষ্ঠা নং ৭-১৪)
